বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩১৯ ॥ ০৯ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৮ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

নারীদের হয়রানিকারীদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না: আসিফ মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার : নারীদের হয়রানিকারীদের কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। শনিবার (৮ মার্চ) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের এলজিইডি ভবনে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

শকুনদের চোখ থেকে মা-বোনদের রক্ষা এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে: সারজিস

স্টাফ রিপোর্টার : শকুনদের চোখ থেকে মা-বোনদের রক্ষা করা এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। শনিবার (৮ মার্চ) জাতীয় জাদুঘরের সামনে জনপরিসরে নারীর নিরাপত্তা ও সাইবার সুরক্ষার দাবিতে এনসিপি আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে এ মন্তব্য করেন তিনি।

দেশে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা উদ্বেগজনক: সালাহউদ্দিন আহমেদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বর্তমানে দেশে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা ও নিপীড়নের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। শনিবার (৮ মার্চ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত 'অদম্য নারী-শক্তিতে অজেয়' শীর্ষক আলোচনায় এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সম্মুখসারিতে ছিল নারীরা

সমাজে নারীকে খাটো করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে : প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে ৫ জন নারীর হাতে 'অদম্য নারী পুরস্কার-২০২৫' তুলে দেন।-পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমাদের সমাজে নারীকে খাটো করে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি পাল্টাতে হবে। তা না হলে, আমরা জাতি হিসেবে এগোতে পারবো না। শনিবার (৮ মার্চ) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে এখনও এমন বহু মানুষ আছে যারা নিপীড়িত নারীদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে তাদের খাটো করে দেখে, অবজ্ঞার চোখে দেখে। অথচ নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে হলে, বৈষম্যহীন, সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে হলে নারীর পাশে দাঁড়ানোর, তাদেরকে সমর্থন জানানোর, কোনো বিকল্প নেই। সম্প্রতি নারীদের ওপর একাধিক হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ড. ইউনূস বলেন, নারীদের ওপর হামলার ঘটনা নতুন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা এই নতুন বাংলাদেশে নারী-পুরুষ সবার সমান অধিকার ২-এর পাতায় দেখুন

দেশে মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য করেন ৬৪ শতাংশ নারী

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে সহিংসতার শিকার নারীদের প্রায় ৬৪ শতাংশ তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সহিংসতার কথা কাউকে কখনো বলেননি। পরিবারের সুনাম রক্ষা, সন্তানদের ভবিষ্যৎ, এ ধরনের সহিংসতা স্বাভাবিক মনে করার প্রবণতায় মূলত নারীর এ নীরবতা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) বাংলাদেশের সমন্বয়ে প্রকাশিত নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ-২০২৪ এ এমন তথ্য উঠে এসেছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এ জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হয়। জরিপ বলছে, প্রযুক্তির সহায়তায় নারী নির্যাতন বাড়ছে। নানা ডিভাইসের মাধ্যমে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত ছবি বা অযাচিত অন্তরঙ্গ মেসেজের মাধ্যমে বাড়ছে নারী নির্যাতন। অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবেও নারী নির্যাতন করা হচ্ছে। দরিদ্রতাসহ নানা কারণে সব সময় শহরের চেয়ে নারী নির্যাতনের হার বেশি থাকে গ্রামে। কিন্তু সেই চিত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে। আর্থিকভাবে সচ্ছলতা এলেও কমেনি নারী নির্যাতন। বিবিএস ও ইউএনএফপিএ-এর তথ্য অনুযায়ী, নারী আয় করলেও সেই টাকায় কর্তৃত্ব থাকে পুরুষের। ২-এর পাতায় দেখুন

নারী নিপীড়ন ও মব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সরকার চুপ: সেলিমা রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেছেন, নারী নির্যাতন ও মব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকর কোনও ভূমিকা নেই, তারা চুপচাপ রয়েছে। অনেক ভালো ভালো কথা বললেও কোনও বিষয়ে জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে শোভাযাত্রা পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি কাকরাইল মোড়সহ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। সেলিমা রহমান বলেন, নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। তারপরও আমরা এখনও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবে রয়েছি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, দেশে সামাজিক অবক্ষয় ও অস্থিরতা বাড়ছে। বৈষম্যবিরোধীরা বিভিন্ন জেলার সরকারি দফতরে বসে থাকে। আমি বলবো, আপনারা রাজনৈতিক দল করেছেন, এ জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই। সেই সঙ্গে এখনই পড়ার টেবিলে ফেরা উচিত বলে মনে করি। সেলিমা রহমান বলেন, জুলাই আন্দোলনে নারীদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিগত দিনে নারী নিপীড়নকারীদের পুরস্কৃত করেছে শেখ হাসি-নার সরকার। আমরা আশা করেছিলাম, এই সরকার নারী নিপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু সরকার কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেন, বিগত দিনে দেশে ধর্ষণের মহোৎসব চলেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে নারী ও শিশুরা মবের শিকা হচ্ছে। মহিলা পরিষদের তথ্যমতে, গত জানুয়ারি মাসে ৮৫ কন্যাশিশু ও ১২০ নারী নিপীড়নের শিকার হয়েছে। দেশের কোথাও একটি উগ্রবাদী শক্তির উদ্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, মেধা ও মননে এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্রই নারীর অনন্য অবদান রয়েছে। তাই নারীকে বন্দিশালায় রাখার কোনও মানে হয় না। কোনও উগ্র গোষ্ঠী যেন নারীকে দমিয়ে না রাখতে পারে বিএনপি সে অনুযায়ী কাজ করছে। মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আফরোজা আব্বাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য শাম্মি আক্তারসহ অন্যান্য নেতারা।

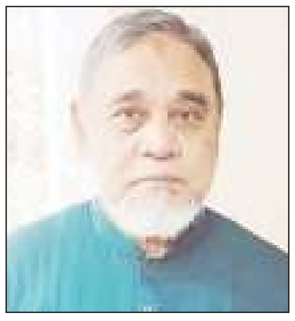

নিজ খরচে স্ত্রী-কন্যাসহ থাইল্যান্ড যাচ্ছেন সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : নিজ খরচে স্ত্রী ও কন্যার চিকিৎসার জন্য ৯ দিনের সফরে থাইল্যান্ড যাচ্ছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। ইসির উপসচিব মো. শাহ আলম স্বাক্ষরিত সরকারি আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দীন, তার স্ত্রী এবং কন্যার চিকিৎসার জন্য ১১ থেকে ১৯ এপ্রিল অথবা কাছাকাছি যেকোনো তারিখ থেকে ২-এর পাতায় দেখুন

টেকসই উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত হলো নারীর অধিকার: তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : শান্তি, নিরাপত্তা, মানবাধিকার এবং টেকসই উন্নয়নে বৈশ্বিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত হলো নারীর অধিকার বলে মন্তব্য করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার (৮ মার্চ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বাণীতে তারেক রহমান এসব কথা বলেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন তিনি। একইসঙ্গে নারী সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক নারী দিবস একটি অত্যন্ত তাৎপর্যময় দিন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী নারীদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা গুরুত্ব পায়। এ দিবসটি নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে সচেতনতা সৃষ্টি করে। তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশে এ দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাই নারী সমাজের অগ্রগতি সাধিত হলে জাতির সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হবে। নারী সমাজ যাতে অবহেলা, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে সবার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বৈশ্বিক কর্মযজ্ঞে নারীর সমতায়ন এখন সর্বপ্রথম এজেন্ডা হওয়া উচিত।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, তার (খালেদা জিয়া) শাসনামলে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার ৯৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তির আওতায় আনা হয় এবং স্কুলে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মেয়েদের জন্য দুটি নতুন ক্যাডেট কলেজ ও তিনটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় চট্টগ্রামে এশিয়া ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়ার সরকার একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং উচ্চ শিক্ষা উৎসাহিত করার জন্য ব্যক্তিখাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ২-এর পাতায় দেখুন

কর্মক্ষেত্র-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি রোধে অবশেষে আইন হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির ঘটনা আহরহ ঘটলেও তা রোধে কোনো আইন নেই। আওয়ামী লীগ আমলে কয়েক দফা এ সংক্রান্ত আইনের খসড়া করা হলেও তা আর আলোর মুখ দেখেনি। অবশেষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আইনটি করার উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য 'কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং সুরক্ষা আইন, ২০২৫' এর খসড়া করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আইনের খসড়াটি চূড়ান্ত করতে চায় মন্ত্রণালয়। কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আদালতের নীতিমালাকে ভিত্তি ধরে মূলত আইনের খসড়াটি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। খসড়া ২-এর পাতায় দেখুন

সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিসি ও সচিব এখন নারী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রশাসনে সচিব ও জেলা প্রশাসক (ডিসি) পদে বর্তমানে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী কর্মকর্তা কাজ করছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রশাসনে বর্তমানে ১৩ জন সচিব/সিনিয়র সচিব রয়েছেন নারী, এসব পদে মোট কর্মকর্তা ৭৭ জন। ৬৪ জেলায় ডিসি পদে নারী ১৮ জন। প্রশাসনের এ দুটি নীতি-নির্ধারণী পদে বিগত সময়ের মধ্যে এটিই নারীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টরা। জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ও সাবেক আমলারা জানান, প্রশাসনে নারী তার যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষ কর্মকর্তার চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল, কাজে আন্তরিক ও সৎ। নারীদের আরও বেশি সংখ্যক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আসা উচিত। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টরা জানান, বিগত

→ সচিব পদে আছেন ১৩ জন নারী

→ নারী ডিসি ১৮ জন

আওয়ামী লীগের ১৫ বছরে নারী সিনিয়র সচিব/সচিবের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১২ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নারী ডিসির সংখ্যাও সীমাবদ্ধ ছিল ৮-১২ জনের মধ্যে। গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ৮ আগস্ট গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। আওয়ামী লীগের চরম দলীয় প্রশাসনকে পাল্টে দিতে খড়্গহস্ত ছিল এ সরকার। অধিকাংশ শীর্ষ কর্মকর্তাকে ওএসডি কিংবা বাধ্যতামূলক অবসরে যেতে হয়েছে। যদিও নারী সচিবদের বেশিরভাগ এখনো দায়িত্ব পালন করছেন, যা প্রশাসনে নারীদের অনন্য ভূমিকার দৃষ্টান্ত মনে করছেন প্রশাসন সংশ্লিষ্টরা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ২-এর পাতায় দেখুন

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ফতোয়া (৮)

স্টাফ রিপোর্টার : রমজান মাসে ইসলাম গ্রহণকরীর সিয়ামের বিধান না তাকে পিছনের সিয়াম আদায় করতে হবে না। কেননা সে তখন কাফের ছিল। আর কাফের থাকাকালীন সময়ে যে নেক কাজ অতিবাহিত হয়ে গেছে তাকে তা আদায় করতে হবে না। আল্লাহ তা আলা বলেন: "যারা কাফির তাদের বলে দাও যদি তোমরা কুফরির অবসান ঘটাও তাহলে তিনি তোমাদের অতীতে যা কিছু গেছে তা ক্ষমা করে দিবেন" সূরা আনফাল : ৩৮ দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যারা ২-এর পাতায় দেখুন

সুলভ মূল্যে প্রতিদিন কোটি টাকার দুধ-ডিম-মাংস বিক্রি

স্টাফ রিপোর্টার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় রাজধানীসহ সারা দেশে প্রথম রমজান থেকে শুরু করেছে সুলভ মূল্যে দুধ-ডিম-মাংস বিক্রি কার্যক্রম। গত শুক্রবার (৭ মার্চ) পর্যন্ত ছয়দিনে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৬ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন কোটি টাকার পণ্য বিক্রি হচ্ছে। এই কার্যক্রমে রাজধানীতে পুরুষের চেয়ে নারী ক্রেতা বেশি। শনিবার (০৮ মার্চ) জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে প্রেস ক্লাব সদস্যদের জন্য এই কার্যক্রম উদ্বোধনের সময় এসব তথ্য দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নীলুফা আক্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ। অতিরিক্ত সচিব নীলুফা আক্তার বলেন, দেশের মানুষের মাঝে সুলভ মূল্যে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যপণ্যের ২-এর পাতায় দেখুন

নারী নির্যাতন বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ ও ধর্ষণকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ আয়োজিত মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তাহ শেষে বাড়তে পারে গরম

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের এক বিভাগে বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সংস্থাটি জানিয়েছে, শনিবার (৮ মার্চ) রংপুর বিভাগের দু'এক জায়গায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, রোববার সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রি সে. বাড়তে পারে। অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক জানান, এই সপ্তাহের শেষ দিকে দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি গরমও বাড়তে থাকবে। শনিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস শ্রীমঙ্গলে। আজ ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রাজধানীর বিপুলসংখ্যক সিসি ক্যামেরা নষ্ট থাকায় অপরাধীদের পোয়াবারো

স্টাফ রিপোর্টার : নষ্ট হয়ে রয়েছে রাজধানীর বিপুলসংখ্যক সিসি ক্যামেরা। তাতে পোয়াবারো হয়েছে অপরাধীদের। বর্তমানে ছিনতাইকারী ও ডাকাতের আতঙ্কে তটস্থ নগরের সাধারণ মানুষ। অনেক এলাকায় মানুষ সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। কিন্তু ওসব অপরাধ তদারকে পর্যাপ্ত ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা নেই। রাজধানীতে বসানো ছিল মোট দুই হাজার ১০০ সিসি ক্যামেরা। তা দিয়ে এতোদিন তদারকির কাজ করা যায়নি রাজধানীর অর্ধেক এলাকায়ও। তার মধ্যে অকেজো হয়ে রয়েছে তিন শতাধিক ক্যামেরা। তাতে পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে না অপরাধমূলক বিভিন্ন ঘটনার ভিডিও চিত্র। ফলে অনেক অপরাধীকে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকালে ভাঙচুর করা হয়েছে বিপুলসংখ্যক সিসি ক্যামেরা। এখন ওই ক্যামেরাগুলো মেরামত করে কাজে লাগাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে। আর অপরাধীরা অপরাধমূলক ঘটনার তদারকি ব্যাহত হওয়ায় সুযোগ নিচ্ছে। বিগত ২০১২ সালে তৎকালীন ডিএমপি কমিশনারের উদ্যোগে বেসরকারি অর্থায়নে ল অ্যান্ড অর্ডার কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা এলওসিসি নামের একটি ট্রাস্ট গড়ে তোলা হয়। ওই প্রকল্পের আওতায় রাজধানীতে সিসি ক্যামেরা প্রকল্প চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে দুই হাজার ১০০ ক্যামেরা বসানো হয়। ট্রাস্টের অধীনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের গুলশান, বনানী, উত্তরা, বিমানবন্দর, নিকেতন, বারিধারা ও ডিওএইচএস এলাকায় এক হাজার ৪০০টি ক্যামেরা বসানো হয়। আর ৭০০ ক্যামেরা বসানো হয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কয়েকটি এলাকায়। উত্তর সিটিতে বসানো এক হাজার ৪০০ ক্যামেরার মধ্যে ২-এর পাতায় দেখুন

মানুষ সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে

৫ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে সালমান-মামুন

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জিসান হত্যা মামলায় সালমান এফ রহমান ও পুলিশের সাবেক আইজি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। শনিবার (৮ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা রহমানের আদালত এ আদেশ দেন। এর আগে, এদিন ৫ দিনের রিমান্ড শেষে আসামিদের আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। অক্সিলিয়ারি ফোর্স হিসেবে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পাচ্ছেন ২-এর পাতায় দেখুন

সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপি কমিশনার

নিরাপত্তাকর্মীরা পালন করবেন পুলিশের দায়িত্ব, করতে পারবেন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : রমজান ও ঈদ উপলক্ষে অনেক রাত পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর মার্কেট, শপিংমলগুলো খোলা থাকে। তবে পুলিশের স্বল্পতা রয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজধানীর বিভিন্ন আবাসিক এলাকা, শপিংমল ও মার্কেটগুলোতে 'অক্সিলারি পুলিশ ফোর্স' নিয়োগ দিয়েছে ডিএমপি। আবাসিক এলাকা, বিভিন্ন মার্কেট, শপিংমলে নিয়োজিত বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা 'অক্সিলারি পুলিশ ফোর্স' হিসেবে কাজ করবেন। তাদের ক্ষমতা থাকবে গ্রেফতারের। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আইনবলে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। শনিবার (৮ মার্চ) দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি। তিনি বলেন, আজ ৭ রমজান। সন্ধ্যা হতেই মুসল্লিরা মসজিদে ২-এর পাতায় দেখুন

বনশ্রীর সেই স্বর্ণ লুটের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বনশ্রীতে ব্যবসায়ীকে গুলি করে স্বর্ণ লুটের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে লুণ্ঠিত স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধারের পাশাপাশি তাদের কাছে থাকা অবৈধ অস্ত্রও জব্দ করা হয়েছে। শনিবার (৮ মার্চ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ডিসি (মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশন্স) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বনশ্রীতে ব্যবসায়ীকে গুলি করে স্বর্ণ ডাকাতির চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ ঘটনায় খোয়া ২-এর পাতায় দেখুন

পিলখানা হত্যাকাণ্ড

শেখ হাসিনাসহ ১৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করবে স্বাধীন তদন্ত কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের আলোচিত বিডিআর হত্যাকাণ্ড তদন্তে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ, ঢাকা দক্ষিণের সাবেক মেয়র ফজলে নূর তাপসসহ ১৫ জনকে তলব করেছে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন। শনিবার ২-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বোমা নিক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার: রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রাতের বেলা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে দুটি পেট্রোল বোমার বোতল উদ্ধার করে। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মোহাম্মদপুর স্যার সৈয়দ রোডে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, রাত ১০টায় হঠাৎ করে একটি লোক বোমা নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। এ সময় আশপাশে সবাই তারাবিহ নামাজ পড়ছিলেন। বোমা নিক্ষেপের পর কয়েকজন তা দেখতে পেয়ে চিৎকার করলে সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে মানুষজন জড়ো হয়ে পুলিশকে খবর দেয়। এরপর পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা রবিবার ॥ ০৯ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা

দেশে অন্যান্য পেশার মতো আইন পেশায়ও নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন

দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবীর সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার

৬৭ জন ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেলের মধ্যে ১১ জনই নারী। ১৫৭ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের মধ্যে ৩৬ জন নারী। সুপ্রিম কোর্টসহ সারাদেশের আদালত অঙ্গনে নারী আইনজীবীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্যান্য পেশার মতো আইন পেশায়ও নারীরা তাদের প্রতিভার সাক্ষর রেখে এগিয়ে যাচ্ছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবীর সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। এর মধ্যে নারী আইনজীবী এক হাজার সাত শতাধিক। সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে আইন কর্মকর্তা হিসেবেও নিয়োগ পাচ্ছেন নারীরা। ৬৭ জন ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেলের মধ্যে ১১ জনই নারী। ১৫৭ জন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের মধ্যে ৩৬ জন নারী। সুপ্রিম কোর্টসহ সারাদেশের আদালত অঙ্গনে নারী আইনজীবীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন মুন্নি বলেন, 'নারী-রা ঘরে-বাইরে কাজ করলেও আইন পেশায় আন্তরিকভাবে কাজ করছেন। সমাজ-সংসার সব কিছু গুছিয়েও আইন পেশার কাজে মনোযোগ দিচ্ছেন নারীরা।' ভবিষ্যতে আইনসহ সব পেশায় ৭-এর পাতায় দেখুন

আগামী সপ্তাহে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এর আগে তাপমাত্রাও কিছুটা বাড়তে পারে। শুক্রবার (০৭ মার্চ) এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. শাহীনুল ইসলাম জানিয়েছেন, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। শনিবার (০৮ মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে, তবে রংপুর বিভাগের দু'এক জায়গায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার সন্ধ্যা থেকে রোববার (০৯ মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। রোববার সন্ধ্যা থেকে সোমবার (১০ মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি ৭-এর পাতায় দেখুন

নারীদের পোশাক নিয়ে কারো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে নারী হেনস্তার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এসব ঘটনায় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর মদদ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের পথে জঙ্গিবাদ যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। নারীদের পোশাক নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শনিবার (৮ মার্চ) নয়াপল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভী এসব কথা বলেন। রিজভী আরও বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠন কীভাবে মিছিল করে তা সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে, দেশে যেন অশুভ শক্তির উদয় না হয়। ক্যাম্পাসে মেয়েদের পোশাক নিয়ে উগ্রবাদী গোষ্ঠী কাজ করছে। তিনি বলেন, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে অতি রক্ষণশীল দেশ হিসেবে পরিচিত করার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে উগ্রবাদী গোষ্ঠীর মদদে নারী হেনস্তার ঘটনা ঘটছে। নারীদের পোশাক নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আধুনিক যুগে নারীদের বন্দি রাখলে সমাজ এগিয়ে যাবে না। বিএনপির এই নেতা জানান, বিএনপি ক্ষমতায় এলে নারীদের নিরাপত্তায় নতুন যুগের সূচনা করবে।

নির্বাচনের সময় ঘোষণা করলেন মিয়ানমারের জান্তা প্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারের সামরিক জান্তা প্রধান মিন অং হ্লেইং বলেছেন, দেশে চলতি বছরের ডিসেম্বর অথবা আগামী বছরের জানুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে নেওয়ার পর দেশটিতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের এই সময় ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। শনিবার মিন অং হ্লেইংয়ের বরাত দিয়ে মিয়ানমারের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল নিউ লাইট অব মিয়ানমারে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। দেশটির জান্তা প্রধান বলেছেন, ''আমরা ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে অথবা... ২০২৬ ৭-এর পাতায় দেখুন

এবার রোজায় চাল-তেল ছাড়া নিম্নমুখী বেশিরভাগ পণ্যের দাম, খুশি ক্রেতারা

স্টাফ রিপোর্টার : এবার রোজায় অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক পণ্যের দাম স্থিতিশীল ছিল শুরু থেকেই। সব মিলিয়ে বাজারে তেমন বড় কোনো অসঙ্গতি নেই। রোজার শুরুতে সয়াবিন তেলের যে সরবরাহ সংকট ছিল তা-ও এখন অনেকটা কমেছে। খোলা সয়াবিনের সরবরাহ থাকলেও বোতলজাত তেলের সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। তবে চালের দাম বাড়তি রয়ে গেছে। শনিবার (৮ মার্চ) রাজধানীর কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, করলা ৬০-৮০ টাকা, ঢেঁড়স ৬০-৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া বেশিরভাগ সবজির দাম কম। যা কেনা যাচ্ছে ৪০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে। কাঁচা মরিচের কেজি বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৬০ টাকা দরে। টমেটোর কেজি ২০ থেকে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। প্রতি বছর রমজানে লেবু-শসা, বেগুনের বাজারে চাহিদা বেশি থাকে। তবে এবার দামও কম। বেগুন ৬০-৮০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে যা আগে ৮০-১০০ টাকা বিক্রি হতো। এ ছাড়া লেবুর হালি ৪০ টাকা ও শসা ৪০-৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। এবার পেঁয়াজেও দরপতন দেখা গেছে। খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৬ থেকে ৪৫ টাকায়। গত বছর বাজারে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ ১১০ থেকে ১৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। বাজারে আলুর দামও অর্ধেক কমে এখন ২০-২৫ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। বাজার করতে এসে স্বস্তির কথা বলছেন আবুল হাসান নামে একজন ক্রেতা। তিনি বলেন, আগের বছর রমজানে যেভাবে দাম ছিল, এবার সেটা নেই। সবকিছু নাগালের মধ্যে। কারওয়ান বাজারের মুরগি ব্যবসায়ী ফাহিম বলেন, গত সপ্তাহে ব্রয়লার মুরগি ২২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। এখন আবার কমে ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এদিকে ডিমের বাজারও নিম্নমুখী। প্রথম রোজায় ডিম বিক্রি হয়েছে ১৩০ টাকা দরে। এখন ডজনে ১০ টাকা কমে বিক্রি হয়েছে ১১৯ টাকা দরে। তবে কেউ কেউ ৩-৪ টাকা বেশি রাখছেন। এদিকে এ বছর এখন পর্যন্ত চিনি, খেজুর, ডালের দাম কম রয়েছে। তবে বাজারে খোলা সয়াবিনের সরবরাহ থাকলেও বোতলজাত তেলের সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। দোকানিরা বোতলজাত তেলের মূল্য দেওয়া থাকলেও বিভিন্ন দামে বিক্রি করছে। কেউ বিক্রি করছেন ১৮৫ টাকা লিটার, আবার কেউ ১৯০ টাকা লিটার বিক্রি করছেন। চালের বাজারে অস্বস্তি কমেনি। আমদানি শুল্ক কমালেও ভোক্তা সেই সুফল পাচ্ছেন না। খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি মোটা ৭-এর পাতায় দেখুন

নারী দিবসে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির ১৪ দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ১৪টি দাবি জানিয়েছে 'সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি'। গতকাল শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ৬৭টি সংগঠনের সমন্বয়ে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে এসব দাবি তুলে ধরেন কর্মজীবী নারী সংগঠনের প্রতিনিধি কাজী গুলশান আরা দীপা। তিনি বলেন, 'সব নাগরিকের অধিকার রক্ষা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে দেশের সব আইন সংবিধানের আলোকে ইউরোপীয় নাগরিক আইনের আদলে প্রণীত হয়েছে। একমাত্র ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আইন, যা নারীর অধিকার খর্ব করে তা ধর্মভিত্তিক বা ধর্মীয় নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। একই দেশে এ ধরনের দ্বৈত ব্যবস্থা স্পষ্টতই অসাংবিধানিক। অন্যদিকে নারীবিরোধী মৌলবাদীগোষ্ঠী একটি মহল প্রতিনিয়ত নানা অযৌক্তিক, অসাংবিধানিক দাবি তুলে নারীর অগ্রযাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ৭-এর পাতায় দেখুন

জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসা দিতে ঢাকায় যুক্তরাজ্যের দুই বিশেষজ্ঞ

জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসা দিতে এবার ঢাকায় এসেছেন যুক্তরাজ্যের দুই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তারা হলেন, দিশটির বিখ্যাত মরফিল্ড আই হাসপাতালের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডা. মাহী মুকিত ও ডা. নিয়াজ ইসলাম। এই দুই বিশেষজ্ঞ শনিবার সকাল থেকে রাজধানীর জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসা দিচ্ছেন। রোববারও চিকিৎসা দেবেন, যাদের প্রয়োজন অপারেশন করবেন। রোগীদের দেখে অভিজ্ঞতা কী হলো জানতে চাইলে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ডা. নিয়াজ ইসলাম বলেন, রোগীদের এক জনের এক সমস্যা। এখানকার চিকিৎসকরা ভালো চিকিৎসা দিয়েছেন। এখানে বড় সমস্যা পাচ্ছি, রোগীরা অনেক কিছু বুঝে না, বুঝতে চায় না। আমরা তাদের বিষয়গুলো কাউন্সিলিং করার চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, তার আগে একটা সমস্যা ছিল, সেটা সমাধান হয়েছে। এখন কী অবস্থায় আছে, ভবিষ্যতে কী হতে পারে এগুলো ঠিক করে আমরা পরিকল্পনা ঠিক করছি। আমরা যার যেটা প্রয়োজন, সেই সাপোর্ট দিতে চাই। যার অপারেশন প্রয়োজন, করবো। যার নিয়মিত চিকিৎসা প্রয়োজন, করছি। তবে এটা এক দুইদিনের বিষয় নয়। দীর্ঘদিন ফলোআপের বিষয়। জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসা দিতে এবার ঢাকায় এসেছেন যুক্তরাজ্যের দুই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ৭-এর পাতায় দেখুন

নারী-শিশুর ওপর সহিংসতার দায় সরকার এড়াতে পারে না: সিপিবি

স্টাফ রিপোর্টার : নারী ও শিশুর ওপর অব্যাহত সহিংসতার দায় অন্তর্বর্তী সরকার এড়াতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতারা। শনিবার (৮ মার্চ) পুরানা পল্টন মোড়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় নারী সেলের উদ্যোগে সমাবেশ থেকে এ কথা বলা হয়। সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড লক্ষ্মী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, সিপিবির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, কেন্দ্রীয় সম্পাদক কমরেড লুনা নূর, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাড. মাকসুদা আক্তার লাইলী। সমাবেশ পরিচালনা করেন সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড লাকী আক্তার। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড মিহির ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ ডা. ফজলুর রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জলি তালুকদার, ৭-এর পাতায় দেখুন

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের ৯ দফা দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার স্বীকৃতি সংক্রান্ত ৯ দফা দাবি জানিয়েছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ ডিএইচএমএস ডক্টরস ফাউন্ডেশন'। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব দাবি জানান। সংগঠনের ৯ দফা দাবির মধ্যে রয়েছেড় নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে অন্তর্ভুক্ত করা, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে হোমিওপ্যাথির স্বীকৃতি নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্য বাজেটে হোমিওপ্যাথির জন্য ১০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদা হোমিওপ্যাথিক অধিদফতর প্রতিষ্ঠা, ডিএইচএমএস কোর্সকে স্নাতক মান নির্ধারণ, শিক্ষকদের শতভাগ বেতন ও ভাতা দেওয়া, হোমিওপ্যাথিক ৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাটারী চালিত রিকশা ধরছে পুলিশ। ছবিটি শনিবার পাহাড়তলী এলাকা থেকে তোলা।

দাবি পূরণের আশ্বাসে কর্মবিরতি স্থগিত করলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা

স্টাফ রিপোর্টার : দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাসে কর্মবিরতি ১২ সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকর ফোরাম। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কর্মবিরতি স্থগিত করা হয় বলে জানিয়েছেন ফোরামের সদস্য সচিব ডা. মোহাম্মদ আল আমিন। এর আগে, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা মেডিকেলের বাগান গেটে মৌন মিছিলে সমবেত হন চিকিৎসকরা। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সেখানে আসেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান। তিনি আগামী ১২ সপ্তাহের মধ্যে দাবিগুলো বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে চিকিৎসকদের কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্মবিরতি স্থগিত করেন তারা। তবে আগামী ৫ সপ্তাহের মধ্যে দৃশ্যমান কোনও অগ্রগতি না এলে আবারও ৭-এর পাতায় দেখুন

ওয়ান ইলেভেনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে ভুল ছিল : সাবেক মার্কিন কূটনীতিক

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক মার্কিন কূটনীতিক জন এফ ড্যানিলোভিচ বলেছেন, ওয়ান ইলেভেনের সময় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে কিছু ভুল ছিল। সে সময় মার্কিন সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের সমর্থন নিয়ে সেই ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে। শনিবার (৮ মার্চ) সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত বিশেষ সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) অডিটোরিয়ামে 'মাইলাম ও জন-এর সঙ্গে সংলাপ' অনুষ্ঠানে 'গণ-আন্দোলনের পর বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের বর্তমান গতিশীলতা' নিয়ে আলোচনা হয়। সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে ছিলেন- সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলাম ও সাবেক মার্কিন কূটনীতিক জন এফ ড্যানিলোভিচ। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন বিদেশি মিশনের কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী নেতা, আন্তর্জাতিক, উন্নয়ন সংস্থা, নাগরিক সমাজের সদস্য, গণমাধ্যমকর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম আর মাইলাম ৭-এর পাতায় দেখুন

দুদকের মামলায় খালাস পেয়েছেন লোকমান হোসেন

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়েছেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডের সাবেক ডিরেক্টর ইনচার্জ ও বিসিবির সাবেক পরিচালক লোকমান হোসেন ভূঁইয়া। ২০১৯ সালে তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা ছিল মানিলন্ডারিং। গত ২৬ জানুয়ারি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত নম্বর-৬ লোকমান হোসেন ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে আনীত মানিলন্ডারিং মামলার অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এই রায় দিয়েছেন। লোকমান হোসেন ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অস্ট্রেলিয়াতে তিনি ৪১ কোটি টাকা পাচার করেছেন। কিন্তু তদন্ত করে সেখানে ৪৮৭ অস্ট্রেলিয়ান ডলার পাওয়া গেছে বলে জানান তার আইনজীবী ব্যারিস্টার মো. ইসমাইল হোসেন। তিনি বলেন, আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে, লোকমান হোসেন ভূঁইয়া কোনও মানিলন্ডারিং করেননি। মানিলন্ডারিংয়ের যে অভিযোগ তার ৭-এর পাতায় দেখুন

নারীর মর্যাদা ও সমঅধিকারের দাবি সর্বত্রই উপেক্ষিত: বাংলাদেশ ন্যাপ

স্টাফ রিপোর্টার : নারীর প্রতি পশ্চাৎপদ ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও সমাজকে গ্রাস করে রেখেছে। মানুষ হিসেবে নারীর মানবধিকার, সমমর্যাদা, সমঅধিকারের দাবি সর্বত্রই উপেক্ষিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- বাংলাদেশ ন্যাপের শীর্ষ নেতৃত্ব। তারা বলেন, প্রতিদিনই দেশের, কোনও না কোনও প্রান্তে নারী ও শিশুরা খুন-ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। রাস্তাঘাট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের বিভিন্নভাবে হেনস্তা করার প্রবণতা বেড়েছে। এ ধরনের প্রবণতা বিপজ্জনক ও উদ্বেগ জনক। গতকাল শনিবার 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ন্যাপ চেয়ারম্যান জেবেল রহমান গনি ও মহাসচিব এম. গোলাম মোস্তফা ভূইয়া এসব কথা বলেন। দেশে নারী নির্যাতন ও বিভিন্নভাবে হেনস্তার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বলেন, বিচারহীনতার কারণে নির্যাতনকারীরা আরও উৎসাহিত এবং বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ধর্ষণ- ৭-এর পাতায় দেখুন

ফেব্রুয়ারিতে সড়কে ঝরেছে ৫৭৮ প্রাণ

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ৫৯৬টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৩২৭ জন। শনিবার (৮ মার্চ) দুপুরে সংবাদ মাধ্যমে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমানের পাঠানো এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। ৯টি জাতীয় দৈনিক, ৭টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে ফাউন্ডেশনটি। প্রতিবেদনে দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে বলা হয়- মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী ২২৭ জন, বাসের যাত্রী ৩৩ জন, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি-ড্রাম ট্রাক আরোহী ৫৬ জন, প্রাইভেটকার-মাইক্রোবাস আরোহী ২২ জন, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা) ৯২ জন, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-ভটভটি-মাহিন্দ্র-টমটম-এস্কেভেটর) ২০ জন এবং বাইসাইকেল-রিকশা আরোহী ১৪ জন নিহত হয়েছেন। ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ২০৫টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ১৯৮ জন নিহত হয়েছেন। বরিশাল বিভাগে সবচেয়ে কম ৩৪টি দুর্ঘটনায় ৩৪ জন নিহত হয়েছেন। একক জেলা হিসেবে ঢাকা জেলায় ৪১টি দুর্ঘটনায় ৪৮ জন নিহত হয়েছে। সবচেয়ে কম মৌলভীবাজার জেলায়। এই জেলায় কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রাণহানি ঘটেনি। এ ছাড়া ঢাকায় ৩৪টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৭ জন নিহত এবং ৩৬ জন আহত হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; বেপরোয়া গতি; চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; বেতন-কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট না থাকা; মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৭-এর পাতায় দেখুন

নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীরের ১৫ সদস্য আটক

স্টাফ রিপোর্টার : উগ্রবাদের অভিযোগে নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীরের ১৫ সদস্যকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। গতকাল শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়। সেখানে বলা হয়েছে, নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীরের সদস্যরা গত শুক্রবার বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে একত্রিত হয়ে জুম্মার নামাজের পর মিছিল করে প্রথমে দৈনিক বাংলা মোড়ের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিলটি পরে ফিরে এসে পল্টন মোড়ে পৌঁছালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ব্যারিকেডের সামনে পড়ে। মিছিলটি পুলিশের বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করলে তাদের লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। এ সময় একজন ব্যক্তিকে হাতে লাঠি ও হলুদ ছুড়ি (এন্টি কাটার) নিয়ে মিছিলে অংশ নেওয়া একজনকে আঘাত করতে দেখা যায়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাজের মাঝে একজন সাধারণ জনতার আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া কাম্য নয় বলে ৭-এর পাতায় দেখুন

ফরিদপুরে পেঁয়াজ বীজের রেকর্ড উৎপাদন

ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুর জেলায় এবার সর্বোচ্চ ১ হাজার ৮৫৪ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ বীজের চাষ হয়েছে। এর মধ্যে ২৮০ মেট্রিক টন স্থানীয়ভাবে ব্যবহার হবে এবং বাকি ৬৮৫ মেট্রিক টন সারা দেশে সরবরাহ করা হবে। এক সময় দেশের পেঁয়াজ বীজের চাহিদা পুরোপুরি আমদানি নির্ভর ছিল, কিন্তু বর্তমানে ফরিদপুরের কৃষকরা দেশের মোট চাহিদার ৫০ শতাংশ পূরণ করছেন। ফরিদপুর জেলা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পেঁয়াজ উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। এবারও এই জেলার কৃষকরা পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয়ভাবে 'কালো সোনা' বা 'ব্ল্যাক গোল্ড' নামে পরিচিত এই পেঁয়াজ বীজের উৎপাদন এবার রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া এবং কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে চলতি মৌসুমে ফরিদপুরে প্রায় ৯৬৫ মেট্রিক টন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। স্থানীয় কৃষাণী শাহেদা বেগম বলেন, ২১ বছর ধরে পেঁয়াজ বীজ চাষ ও উৎপাদন করছি। এবারের ফলন অত্যন্ত ভালো হবে বলে আশা করছি। আমি একশ একর জমিতে পেঁয়াজ বীজ চাষ করেছি এবং এই বীজের মানের জন্য আমি দেশের সেরা কৃষাণী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছি। এবারের পেঁয়াজের ফুলে দানা এসেছে বেশ ভালো, আবহাওয়া সহায়ক থাকলে বিঘা প্রতি দুই থেকে আড়াই মণ বীজ পাওয়া যাবে। ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার কৃষক আব্দুল মালেক বলেন, আমি গত ১০ বছর ধরে পেঁয়াজ বীজ চাষ করছি। এবার আমার ২০ একর জমিতে চাষ করেছি। আবহাওয়া ভালো থাকায় ফলন আশানুরূপ হবে বলে মনে করছি। সরকার যদি আমাদের বীজ সংরক্ষণের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমরা আরও বেশি উৎপাদন করতে পারব। সদরপুর উপজেলার কৃষাণী রহিমা খাতুন বলেন, আমি পরিবারের সঙ্গে মিলে ১৫ একর জমিতে পেঁয়াজ বীজ চাষ করেছি। এবার ফুলে দানা খুব ভালো হয়েছে, আশা করছি বিঘা প্রতি আড়াই মণ বীজ পাব। তবে হাতে পরাগায়ন করতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। সরকার যদি আমাদের জন্য মৌমাছির ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। নগরকান্দা উপজেলার কৃষক মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, আমি এবার ৩০ একর জমিতে পেঁয়াজ বীজ চাষ করেছি। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ফলন ভালো হবে বলে আশা করছি। তবে বীজ সংরক্ষণ এবং বিপণনের জন্য সরকারি সহযোগিতা পেলে আমরা আরও বেশি লাভবান হব। ফরিদপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ৭-এর পাতায় দেখুন

কৃষকের মুখে হাসি

নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হেনস্তার ঘটনায় এনসিপির নিন্দা

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীদের ওপর ধর্ষণ, নির্যাতন, সাইবার বুলিং এবং শ্লীলতাহানির ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গত শুক্রবার মধ্য রাতে এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাত সই করা এক বিবৃতিতে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় দলটি। বিবৃতিতে বলা হয়, গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নারী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক কর্মীর দ্বারা হয়রানির শিকার হন। শাহবাগ থানায় গ্রেপ্তার থাকাবস্থায়ও অভিযুক্ত ব্যক্তি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভুক্তভোগী নারী সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে। এরপরও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনতে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় এবং মামলা প্রত্যাহারে ভুক্তভোগীকে নানাবিধ চাপ দেওয়া হয়; যা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক এবং নিন্দনীয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গত শুক্রবার মাগুরায় একজন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিসি

মমতাজ আহমেদ বলেন, 'সম্প্রতি প্রশাসনে নারীদের উপস্থিতি প্রশংসার যোগ্য। প্রশাসনের বাইরেও নারীরা তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। এটি অব্যাহত রেখে নারীকে আরও এগিয়ে যেতে হবে।' প্রশাসনে নারীদের অবস্থানের বিষয়ে সাবেক সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদার বলেন, 'নারী কর্মকর্তাদের সম্পর্কে আমার ইমপ্রেশন (উপলব্ধি) খুবই ভালো, যারা আমার সঙ্গে চাকরি করেছেন তাদের অনেকেই ছেলেদের চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল, ইন্টিগ্রিটি (ন্যায়পরায়ণতা) বেটার ছিল।' তিনি বলেন, 'দু-একজন যে অন্যরকম নেই তাও না। সার্বিকভাবে আমি বলবো তারা ভালোভাবেই তাদের যোগ্যতার সাক্ষর রাখছে। নারীদের আরও বেশি বেশি করে প্রশাসনে আসা দরকার বলে আমি মনে করি।' সাবেক এ সচিব আরও বলেন, '১৯৮২ নিয়মিত ব্যাচে প্রথম একজন নারী এলো। পাকিস্তান আমলে মেয়েরা পুলিশ ও প্রশাসন- এ দুটি ক্ষেত্রে অযোগ্য ছিল। এ দুটি চ্যালেঞ্জিং জব, তাই তাদের আবেদন করতে দেওয়া হতো না। ভারতে দরখাস্ত করার সুযোগ ছিল, কিন্তু তার অনেক পরে মেয়েরা এসেছে। বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে আসতে থাকলো।' জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে সর্বশেষ ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সরকারি চাকরিতে মোট নারীর সংখ্যা ৪ লাখ ৯ হাজার ১৩৯ জন। নারীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির সরকারি চাকরিতে (১ থেকে ৯তম গ্রেড) কর্মরত ৪০ হাজার ১৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে (১০ থেকে ১২তম গ্রেড) ৬৬ হাজার ৫৮ জন। সবচেয়ে বেশি নারী রয়েছেন তৃতীয় শ্রেণির (১৩ থেকে ১৬তম গ্রেড) সরকারি চাকরিতে এ গ্রেডে নারীর সংখ্যা দুই লাখ ৪৭ হাজার ১৬২ জন। চতুর্থ শ্রেণির চাকরিতে (১৭ থেকে ২০তম গ্রেড) নারীর সংখ্যা ৫৫ হাজার ৮৭ জন। ১৮ নারী ডিসি : মাঠ প্রশাসনে বর্তমানে ১৮ জন ডিসি জেলা সামলাচ্ছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন- চট্টগ্রামে ফরিদা খানম, বান্দরবানে শামীম আরা রিনি, বগুড়ায় হোসনা আফরোজা, রাজশাহীতে আফিয়া আখতার, নাটোরে আসমা শাহীন, জয়পুরহাটে আফরোজা আক্তার চৌধুরী, মেহেরপুরে সিফাত মেহনাজ ও নড়াইলে শারমিন আক্তার জাহান। এছাড়া রয়েছেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফিন, টাঙ্গাইলে শরীফা হক, কিশোরগঞ্জে ফৌজিয়া খান, মুন্সিগঞ্জে ফাতেমা তুল জান্নাত, রাজবাড়ীতে সুলতানা আক্তার, মাদারীপুরে মোছা. ইয়াসমিন আক্তার, ঠাকুরগাঁওয়ে ইশরাত ফারজানা, কুড়িগ্রামে নুসরাত সুলতানা, জামালপুরে হাছিনা বেগম এবং নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক বনানী বিশ্বাস। কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খান বলেন, 'আন্তরিকতা দিয়ে আমরা দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছি। নারীরা কাজে সর্বোচ্চ সময় দেয়। নারী বা পুরুষ নয়, সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমরা জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি।' তিনি বলেন, 'ডিসি হিসেবে নারীদের বিষয়ে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসছে। একটা সময় তো জেলা প্রশাসক হিসেবে নারী ছিলই না। এখন ধাপে ধাপে আসছেন। নারী হিসেবে কাজ করতে গেলে আগে যে ধরনের সমস্যাগুলো হতো এখন তা অনেকাংশে কমেছে। মানুষ এখন নারী জেলা প্রশাসকদের বিষয়ে ইতিবাচক। জেলা প্রশাসক এখন জনগণের আস্থার জায়গা।' 'নারীরা তাদের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করছে বলেই আজ ১৮ জন নারী জেলা প্রশাসক। নারীরা তাদের যোগ্যতায় এ জায়গায় এসেছে।' 'আমি কিশোরগঞ্জের প্রথম নারী জেলা প্রশাসক। আমার অবস্থাটা বুঝুন, কিন্তু এখানকার জনগণ আমাকে যেভাবে গ্রহণ করেছে তাতে আমি অভিভূত। তাদের প্রতিক্রিয়া আমাকে কাজ করতে আরও উৎসাহিত করে' বলেন ফৌজিয়া খান। বগুড়ার ডিসি হোসনা আফরোজা বলেন, 'মাঠে কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা এখন আর আগের মতো নারী বাধার মুখে পড়ি না। নারী ডিসিরাও পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে কি না- সেই মূল্যায়নটা আপনারা করবেন। আমরা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আমাদের কাজ করে যাচ্ছি।' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তথ্যমতে বর্তমানে সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ) মোহাম্মদ খালেদ রহীম বলেন, 'মাঠ প্রশাসনে নারীরা ভালো করছেন। তাদের সংখ্যাও বাড়ছে। নারী নয়, অফিসার হিসেবেই তারা ভালো কাজ করছেন।' নারী সচিব ১৩ জন : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফারহিনা আহমেদ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসরাত চৌধুরী, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরীন জাহান, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ফারজানা মমতাজ। এছাড়া রয়েছেন- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) কাইয়ুম আরা বেগম, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আক্তার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জাহেদা পারভীন, সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ। প্রশাসনের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী স্তর সচিব পদে প্রথম নারী নিয়োগ পান ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। পরের বছর আরও একজন নারী সচিব হন বলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসরাত চৌধুরী বলেন, 'কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক বিষয় নিজের ওপরও নির্ভর করে। আমি কতটুকু অ্যাকোমোডেটেড, আমি কতটুকু মানুষকে সহযোগিতা করতে চাই। আমরা নিজেরা ওপর নির্ভর করে অন্যদের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক কী হবে।' তিনি বলেন, 'এখন নারীরা শীর্ষ পদগুলোতে যাচ্ছেন, তাদের কেউ নারী হিসেবে এ পদে দিয়েছে তেমন নয়। নারীরা নিজেদের যোগ্যতা দিয়েই এ সব পদে আসছেন বলে আমি মনে করি। যে কোনো দায়িত্ব দিলে নারী পারে, সেটা প্রমাণিত বলেই সরকার নারীদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বসাচ্ছে।' 'সততার ক্ষেত্রে নারীরা যে খুব কমই আপস করে এটা সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। নারীদের দিয়ে অনৈতিক কিছু করিয়ে নেওয়া অতো সহজ নয়' বলেন ইসরাত চৌধুরী। বিগত বছরগুলোতে নারী ডিসি-সচিবের সংখ্যা: ২০১৯ সালের মার্চ মাসে প্রশাসনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব ছিলেন ৭৮ জন। এর মধ্যে নারী কর্মকর্তা ছিলেন ছয়জন। নারীদের হার ছিল প্রায় ৮ শতাংশ। ২০২০ সালের মার্চে সচিব পদে ১০ জন নারী ছিলেন। এছাড়া মাঠ প্রশাসনে ছিলেন আটজন নারী জেলা প্রশাসক। ২০২১ সালে ৭৬ জন সচিব ও সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার মধ্যে নারী কর্মকর্তা ছিলেন ১০ জন। মাঠ প্রশাসনে ৬৪ জেলা প্রশাসকের মধ্যে নারী ছিলেন ১০ জন। ২০২২ সালে মার্চ মাসে ১২ জন সচিব কর্মরত ছিলেন, ডিসি ছিলেন আটজন। ২০২৩ সালের এ সময়ে সিনিয়র সচিব, সচিব ও সমপদমর্যাদার ৮৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী ছিলেন ১০ জন। একই সঙ্গে ৬৪টি জেলার মধ্যে ১০ জন নারী জেলা প্রশাসক ছিলেন। ২০২৪ সালে ৮৬ জন সচিব, সিনিয়র সচিব ও সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার মধ্যে নারী ছিলেন ১০ জন। ৬৪ জন জেলা প্রশাসকের (ডিসি) মধ্যে নারী ছিলেন সাতজন।

শেখ হাসিনাসহ ১৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ

(৮ মার্চ) কমিশন থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আগামী সাত দিনের মধ্যে কমিশনের কার্যালয়ে হাজির হয়ে বা অনলাইনে সাক্ষ্য দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আরও যাদের ডাকা হয়েছে তারা হলেন- ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারেক আহমেদ সিদ্দিক (অব.), সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সেলিম, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম, বাহাউদ্দিন নাছিম, বিডিআরের ৪৪ ব্যাটালিয়নের তৎকালীন অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ শামসুল আলম (অব.), সাবেক ডিজিএফআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর (অব.), সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন উ আহমেদ (অব.), সাবেক র‍্যাব প্রধান হাসান মাহমুদ খন্দকার, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল কাহার আকন্দ, সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক নূর মোহাম্মদ এবং সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি মনিরুল ইসলাম। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাক্ষ্য প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়ায় উল্লিখিত ব্যক্তিরা সরাসরি কমিশনের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে অথবা অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। এতে আরও বলা হয়, আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে কমিশনকে সাক্ষ্য গ্রহণ কার্যক্রম শেষ করতে হবে। এজন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে সাক্ষীদের তাদের প্রস্তাবিত সময়সূচি ফোন, ই-মেইল বা চিঠির মাধ্যমে কমিশনকে জানাতে হবে। অসহযোগিতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করে কমিশন। এ ছাড়া, গত বুধবার (৫ মার্চ) পিলখানা হত্যাকাণ্ডবিষয়ক জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের ওয়েবসাইটে তদন্ত কার্যক্রমে সহায়ক তথ্য দিয়ে কমিশনকে সাহায্য করার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করতে গণবিজ্ঞপ্তি দেয় কমিশন। এতে বলা হয়, বিডিআর হত্যাকাণ্ডবিষয়ক জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের ওয়েবসাইটের (bdr-commission.org) মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রমে সহায়ক তথ্য দিয়ে কমিশনকে সাহায্য করার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করা হলো। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের ৪৯ দিনের মাথায় ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত নারকীয়, নৃশংস ও মর্মান্তিক ওই ঘটনায় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বোমা

এসে দুটি স্কচটেপ ও কাপড় মোড়ানো দুটি বোমা উদ্ধার করে। এ বিষয়ে মোহাম্মদপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হাফিজুর রহমান বলেন, "কে বা কারা এই পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করেছে কিংবা কেন এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আমরা ঘটনাস্থল থেকে রশি দিয়ে মোড়ানো একটি প্লাস্টিকের বোতল উদ্ধার করেছি। এ ঘটনায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। সিসিটিভি ক্যামেরা যাচাই করে অপরাধীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

এফেডেভিট

আমি, আমার পুত্র ও কন্যা সন্তান গত ২০-১০-২০২৪খ্রী: তারিখে শিবগঞ্জ উপজেলার বাগদূর্গপুর মাঠে তাফসির মাহফিলে মাওলানা মুফতী মো: আমির হামজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম হতে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে মুসলমান হয়েছি। বর্তমানে আমদের নাম পরিবর্তন করে আমার নাম শ্রী অসিত চন্দ্র শীলের পরিবর্তে মো: আব্দুর রহমান, আমার পুত্র সন্তান শ্রী কাজল চন্দ্র শীল(বিজয়ের) পরিবর্তে বর্তমানে মো: খালিদ হোসেন এবং কন্যা সন্তান শ্রীমতি বৃষ্টি রানীর পরিবর্তে বর্তমানে মোসা: আয়েসা খাতুন করা হয়েছে। চাঁপাইনবাবগগঞ্জ জেলা জজকোর্টের এফেডেভিট নং ০০০০২৪৬৬,তারিখ. ২৩ অক্টোবর ২০২৪খ্রী:
অসিত/ আব্দুর রহমান ।

সুলভ মূল্যে প্রতিদিন কোটি টাকার

সরবরাহ বাড়াতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এই কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এসব পণ্য ক্রয়ে সারা দেশের নারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাজারে পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন তিনি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান বলেন, সারা দেশেই এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রাজধানীতে প্রতিদিন ২৫টি স্পটে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ঢাকার বাইরে প্রায় হাজার খানেক স্পটে পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট প্রায় ৬ কোটি টাকার ডিম, দুধ, ড্রেসড ব্রয়লার, গরুর মাংস, খাসির মাংস বিক্রি হয়েছে। গত ৭ তারিখ পর্যন্ত রাজধানীর প্রায় ৫২ হাজার ৪৫৩ জন ক্রেতা এসব পণ্য কিনেছেন। এর মধ্যে নারী ক্রেতা ছিল ২৭ হাজার ৩০৮ জন। পুরুষ ক্রেতা ২৫ হাজার ১৪৫ জন। অর্থাৎ রাজধানীতে পুরুষের চেয়ে নারী ক্রেতা বেশি। অন্যদিকে ঢাকার বাইরে মোট ক্রেতার এক তৃতীয়াংশই নারী। ফলে সরকারের এই উদ্যোগ নারীদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে। সাংবাদিকদের জন্য এই কার্যক্রম শুরু করায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতারকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ বলেন, এই ধরনের মানবিক কার্যক্রম যত সম্প্রসারিত করা যাবে দেশের মানুষ ততই উপকৃত হবে। রমজান মাসে প্রোটিন জাতীয় পণ্যের যে ধরনের সংকট তৈরি হয় তা এবারে হয়নি। এটি অন্তর্বর্তী সরকারের সুচিন্তিত পরিকল্পনারই অংশ।

উল্লেখ্য, সুলভ মূল্যে বিক্রয় কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতি কেজি ড্রেসড ব্রয়লার মাংস ২৫০ টাকা, প্রতি লিটার পাস্তুরিত দুধ ৮০ টাকা, প্রতি ডজন ডিম ১১৪ টাকা এবং প্রতি কেজি গরুর মাংস ৬৫০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে। রমজান উপলক্ষে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। আর এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি), বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি), বাংলাদেশ ডেইরি এন্ড ফ্যাটেনিং ফারমার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিডিএফএফএ) এবং দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজন এবং প্রান্তিক খামারিরা।

বনশ্রীর সেই স্বর্ণ লুটের ঘটনায়

যাওয়া স্বর্ণ ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আজ দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে ব্রিফিং করবেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। এর আগে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে দোকান বন্ধ করে বনশ্রীর ডি ব্লকের বাসায় ফেরার সময় ব্যবসায়ী আনোয়ারকে গুলি করে নগদ টাকাসহ প্রায় ২০০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। সেই ঘটনার ১৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করে। এরপর থেকে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন ও সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে অসছিলেন বনশ্রীর সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা।

নিরাপত্তাকর্মীরা পালন করবেন

যান। দেড়-দুই ঘণ্টা সময় যায় তারাবির নামাজে। ওই সময় শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে জনশূন্যতা তৈরি হয়। বিশেষ করে পুরুষ মানুষ তারাবি নামাজে থাকে। আপনারা বাড়ি, ফ্ল্যাট দোকান যত্নে রেখে আসবেন। নিরাপত্তাটা খেয়াল করবেন। ডিএমপি কমিশনার বলেন, আমি ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার হিসেবে আপনাদের জানাতে চাই, অনুরোধ করতে চাই, আপনারা যখন বাড়ি যাবেন (ঈদে), তখন আপনার বাড়ি, ফ্ল্যাট-দোকান, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিজ দায়িত্বে করে যাবেন। আমরা আপনাদের সাথে আছি। তবে আমাদের পুলিশের স্বল্পতা আছে। আমাদের লোকও অনেকে ছুটিতে যাবে, যেতে চায়। যারা ব্যারাকে থাকে, তারা দীর্ঘ সময় পরিবার ছাড়া থাকেন। তাদের একটা পারসেন্টেজকে সরকারের নির্দেশে ছুটি দিতে হয়। শেখ মো. সাজ্জাত আলী আরও বলেন, রাত পর্যন্ত শপিং সেন্টারগুলো অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকবে। বিভিন্ন শপিংমল, শপিং সেন্টার ও ও গেট দিয়ে ঘেরা বিভিন্ন আবাসিক এরিয়ায় মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনবলে অক্সিলারি (সহযোগী) পুলিশ ফোর্স নিয়োগ ক্ষমতা আমার আছে। সেই ক্ষমতা মোতাবেক আমি বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের অক্সিলারি পুলিশ ফোর্স হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি। তাদের হাতে একটি ব্যান্ড থাকবে। লেখা থাকবে সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তা। আইন মোতাবেক তিনি দায়িত্ব পালন ও গ্রেফতারের ক্ষমতা পাবেন। পুলিশ অফিসার আইনগতভাবে যে প্রটেকশন পান এই অক্সিলারি ফোর্সের সদস্যরাও প্রটেকশন পাবেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) রেজাউল করিম মল্লিক, যুগ্ম কমিশনার রবিউল (ডিবি) ইসলাম ও মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম, রমনার ডিসি মাসুদ আলম, ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেসন্স বিভাগের মুহাম্মদ ডিসি তালেবুর রহমান প্রমুখ।

৫ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে

বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা এর আগে, গত ২০ জানুয়ারি এ মামলায় তাদের ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন আদালত। উল্লেখ্য, নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় গত বছরের ১৩ আগস্ট রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ ছাড়া রাজধানীর উত্তরা থেকে গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে আবদুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

রাজধানীর বিপুলসংখ্যক সিসি

বর্তমানে এক হাজার ২০০ ক্যামেরা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে আবার কিছু নষ্ট। এক হাজার ২০০ ক্যামেরা গুলশানের মনিটরিং সেন্টার থেকে মনিটর করা হচ্ছে। তাছাড়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর কমিটির মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ ডিএমপির অপারেশনস বিভাগ, আইসিটি বিভাগ ও এমআইএস শাখার মাধ্যমে নবাব আব্দুল গনি রোডের সেন্ট্রাল কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার থেকে মনিটর করা হচ্ছে সাত শতাধিক সিসি ক্যামেরা। ওসবের মধ্যেও বেশ কিছু নষ্ট।

সূত্র জানায়, অপরাধপ্রবণ এলাকা হিসেবে রাজধানীর উত্তরা এলাকাকে গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে ওই এলাকায়ও কোনো ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা নেই। আর আগে যেগুলো ছিল সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে বাড়ির মালিকদের লাগানো ক্যামেরা ও সাধরণ মানুষের ভিডিও করা ছবির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। যদিও ইতিপূর্বে উত্তরা এলাকায় বেশ কিছু ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। কিন্তু জুলাই বিপ্লবে ছাত্র-জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলাকালে ওই ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরাও ভাঙচুর হয়। তারপর ওই ক্যামেরাগুলো এখনো মেরামত করা যায়নি। তবে থানাগুলোর সিসি ক্যামেরাগুলো ঠিক করা হয়েছে। আর বাইরের ক্যামেরাগুলো এখনো সেভাবে মেরামত করা যায়নি। আর যেখানে পুরো রাজধানীকে তদারকের আওতায় আনতে কক্ষপক্ষে ১০ হাজার সিসি ক্যামেরার দরকার। সেখানে বসানো হয়েছিলো মাত্র দুই হাজার ১০০ ক্যামেরা।

সূত্র আরো জানায়, সিসি ক্যামেরা অপরাধী ধরার জন্য সবচেয়ে বেশি কাজে আসে। ছবি দেখে গ্রেপ্তারের পর অপরাধীর অস্বীকার করার সুযোগ থাকে না। তাতে পুলিশের তদন্ত কাজের অনেক সুবিধা হয়। তাছাড়া অপরাধীর অপরাধও আদালতে সহজে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু ওই ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার বেশ কিছু নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। এখন পুলিশকে নির্ভর করতে হচ্ছে ব্যক্তিগত ক্যামেরার ওপর। অথচ শুধু অপরাধী শনাক্ত কিংবা রহস্য উদঘাটন করার ক্ষেত্রেই নয়, অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও সিসি ক্যামেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জুলাই বিপ্লবের সময় রাজধানীর বাড্ডা, রামপুরা, ভাটারা, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, উত্তরা, মতিঝিল ও যাত্রাবাড়ী এলাকার কিছু ক্যামেরাও নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তাছাড়া গুলশান-বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোন হওয়ায় সেখানে সবচেয়ে বেশি ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা বসানো হয়েছিলো। যে কারণে রাজধানীর অন্যান্য এলাকার তুলনায় ওই এলাকায় অপরাধও কম। এদিকে এ বিষয়ে ডিএমপির ডিসি (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, রাজধানীতে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিএমপি থেকে ক্যামেরাগুলো পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে যে ক্যামেরাগুলো নষ্ট, সেগুলো মেরামত করা হচ্ছে।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কাউকে অতীতের সালাত, সিয়াম, যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়নি। কিন্তু কথা থেকে যায় সে রমজানের দিনের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে কি খাওয়া- দাওয়া, যৌন-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হবে, না কাজা আদায় করতে হবে, এ ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে বিশুদ্ধতম মত হল তাকে দিনের বাকি সময়টা খাওয়া- দাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কাজা আদায় করতে হবে না। কেননা দিনের শুরুতে যখন সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার সময় এসেছে তখন তার উপর তা ওয়াজিব হয়নি। তার মাসয়ালাটা ঐ কিশোরের মত যে দিনের মধ্যবর্তী সময়ে বালেগ হয়েছে। তাকে বিরত থাকতে হবে। কাজা করতে হবে না।

নিজ খরচে স্ত্রী-কন্যাসহ থাইল্যান্ড

৯ দিনের জন্য থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ভ্রমণ করবেন। আদেশে আরও বলা হয়, এই ভ্রমণের সব খরচ প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজেই বহন করবেন। সিইসির সঙ্গে থাকবেন তার স্ত্রী শাহীন ফেরদৌসী, মেয়ে তাসনিমা নাসির উদ্দিন এবং তার নাতি-নাতনি জুহাইনা রিজওয়ান ও আরশান রিজওয়ান। ভ্রমণকালীন সময়ে তার অনুপস্থিতি বাংলাদেশের বাইরে গৃহীত ছুটি হিসেবে বিবেচিত হবে।

কর্মক্ষেত্র-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন

আইনে যৌন হয়রানি বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ এবং তদন্ত পরিচালনা ও সুপারিশের জন্য প্রতিটি কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অভিযোগ তদন্ত প্রক্রিয়া, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, কোন কোন কাজ যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য হবে এবং মিথ্যা অভিযোগ ও সাক্ষ্য দেওয়ার শাস্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে খসড়া আইনে। যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি বাদী হয়ে ২০০৮ সালের ৭ আগস্ট হাইকোর্টে একটি মামলা করে। ২০০৯ সালের ১৪ মে হাইকোর্ট এ মামলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধসহ নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ এবং নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন নির্দেশনাসহ রায় দেন। শ্রমজীবী নারীদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়নে একটি আইন প্রণয়ন করার কথা। কিন্তু প্রায় ১৬ বছরে এই আইনটি হয়নি, যদিও কয়েক দফা লোক দেখানো খসড়া করা হয়েছিল। তা চূড়ান্ত করতে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার আন্তরিক ছিল না। বেসরকারি সংস্থা 'কর্মজীবী নারী' ২০১৯ সালে 'তৈরি পোশাক কারখানায় নারীবান্ধব ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ' সংক্রান্ত এক গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণাটি ৩২৭টি পোশাক কারখানার তিন হাজার ১৪ জন নারী শ্রমিক নিয়ে পরিচালিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ৭২ শতাংশ নারী শ্রমিক মৌখিক হয়রানি এবং ৬২ শতাংশ নারী শ্রমিক মানসিক হয়রানির অভিযোগ করেন। এছাড়া ২১ শতাংশ নারী শ্রমিক শারীরিক হয়রানি এবং ১৪ শতাংশ যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করা নারীদের অবস্থা আরও ভয়াবহ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। খসড়া আইনের বিষয়ে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ বলেন, 'কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের যৌন হয়রানি রোধে আমরা একটি আইন করছি। আইনের খসড়া করা হয়েছে। খসড়াটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। চূড়ান্ত করতে আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি মিটিং করেছি। আরও একটি মিটিং হবে। এর মধ্যে আমরা খসড়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত নেওয়ারও কাজ করছি। দ্রুতই এটি চূড়ান্ত করা হবে।' মমতাজ আহমেদ বলেন, 'আমাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়াটা জরুরি। সেই চেষ্টাও আমরা করছি। সেটা না হলে আইন করে, বাধ্য করে বেশিদূর এগোনো যাবে না।' বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নইমুল আহসান জুয়েল বলেন, 'আইএলও কনভেনশন ১৯০ (কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসন) বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে এ আইনটি। সরকারকে এ কনভেনশনটি অনুসমর্থন করতে হবে।' তিনি বলেন, 'নারী শ্রমিক ও ছাত্রীরা প্রায়ই ইভটিজিং ও যৌন হয়রানির শিকার হয়। আইন হলে এর অধীনে মামলা হবে। তখন অনেকেই সচেতন হবেন। যৌন হয়রানি রোধে আইন হয়েছে। এটির প্রচারণাই অনেককে এ কাজ করতে নিরুৎসাহিত করবে।' 'পোশাক কারখানায় মিড লেভেলে নারী শ্রমিকদের হয়রানিটা বেশি। সরকারকে আইন করার সঙ্গে সঙ্গে আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন করতে হবে' বলেন নইমুল আহসান জুয়েল।

সব কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হবে অভিযোগ কমিটি খসড়া আইনে বলা হয়েছে, যৌন হয়রানির অভিযোগ গ্রহণ এবং তদন্ত পরিচালনা ও সুপারিশ করার জন্য প্রতিটি কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন করবে। তবে যেখানে কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অফিস বা প্রশাসনিক ইউনিট বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত, সেক্ষেত্রে সব প্রশাসনিক ইউনিট বা অফিসে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন করতে পারবে। অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি আহ্বায়কসহ সর্বনিম্ন পাঁচজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে। কমিটির আহ্বায়ক হবেন প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ে কর্মরত নারী বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন জ্যেষ্ঠ নারী সদস্য। কমিটির অধিকাংশ সদস্য নারী হবেন। কমিটিতে আইনগত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অন্তত দুজন বাইরের সদস্য নিয়োগ করতে হবে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিজে বা তার কোনো মনোনীত প্রতিনিধি বা যার সামনে ঘটনা ঘটেছে, তিনি অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির কাছে লিখিত বা মৌখিকভাবে বা অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন বলে খসড়া আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যৌন হয়রানির ঘটনার তিন মাসের মধ্যে এবং একাধিক ঘটনার ক্ষেত্রে সর্বশেষ ঘটনার তিন মাসের মধ্যে কমিটির কাছে লিখিত অভিযোগ করতে পারবেন। অভিযোগ তদন্ত প্রক্রিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনে উল্লিখিত অভিযোগ তদন্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ ছাড়া কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না জানিয়ে খসড়ায় বলা হয়েছে, প্রাথমিক তথ্য অনুসন্ধানের ভিত্তিতে কমিটি অভিযোগের প্রাথমিক ভিত্তি আছে কি না তা যাচাই করবে। প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া তথ্য যাচাই করে কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে যে অভিযোগটির পূর্ণ বা আনুষ্ঠানিক তদন্ত হবে কি না বা অগ্রসর হওয়ার মতো যথেষ্ট ভিত্তি থাকলে অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হবে। অভিযোগ দাখিলের ৯০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। তদন্ত শেষ হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তদন্তের একটি প্রতিবেদন সরবরাহ করবে এবং এই প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কাছেও সরবরাহ করতে হবে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান যৌন হয়রানি সংক্রান্ত নীতিমালা সাপেক্ষে কমিটি নিম্নোক্ত শাস্তিগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক সুপারিশ করতে পারবে বলে খসড়া আইনে উল্লেখ করা হয়েছে-

তিরস্কার বা ভর্ৎসনা বা মৌখিক সতর্কীকরণ; তিরস্কার বা ভর্ৎসনা বা লিখিত সতর্কীকরণ; নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতনবৃদ্ধি বা পদোন্নতি স্থগিতকরণ; নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাইমস্কেল বন্ধ রাখা; অভিযুক্ত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি থেকে বা অন্য কোনো উৎস থেকে যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় এবং তা যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তিকে প্রদান; নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাত্রত্ব স্থগিতকরণ; পদোন্নতি বা টাইম স্কেলের নিম্নধাপে অবনমন; বাধ্যতামূলক অবসর; চাকরিচ্যুতি; অব্যাহতি; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সুপারিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। বিচারিক প্রতিকার অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নেওয়া সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি লিখিতভাবে এই সিদ্ধান্তের ৩০ দিনের মধ্যে এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজ আদালতে মামলা করতে পারবেন। যদি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী হন, সেক্ষেত্রে এখতিয়ার সম্পন্ন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে পারবেন। মিথ্যা অভিযোগ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণের শাস্তি যেখানে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগটি বিদ্বেষপরায়ণ বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি অভিযোগটি মিথ্যা জেনেও অভিযোগ করেন কিংবা অভিযোগকারী ব্যক্তি বা তার পক্ষে কোনো সাক্ষী কোনো জালিয়াতিমূলক বা বিভ্রান্তিকর দলিল পেশ করেছেন, সেক্ষেত্রে কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে বিধি দিয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করতে পারবে। তবে কেবল উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হলেই তা মিথ্যা অভিযোগ হিসেবে ধরে নেওয়া হবে না। অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশের আগে তার বিদ্বেষপূর্ণ অভিপ্রায়, নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে। স্থানীয় অভিযোগ কমিটি গঠন আইন প্রণয়নের ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগ গ্রহণ বা প্রাপ্তির জন্য স্থানীয় অভিযোগ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেবেন। মনিটরিং কমিটি খসড়া আইনে বলা হয়েছে, সরকার জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি গঠন করবে, যাতে এই আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। মনিটরিং বা তদারকি কমিটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মস্থল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা এবং আইনের অন্যান্য বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জরিমানা ও লাইসেন্স বাতিলসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। যেসব কাজ যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য হবে যেসব কাজ যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য হবে, তেমন কাজের একটি তালিকা খসড়া আইনে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়- শারীরিক সংস্পর্শ এবং যৌনতার জন্য অগ্রসর হওয়া বা এ ধরনের প্রচেষ্টা; যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রশাসনিক, কর্তৃত্বমূলক বা পেশাদারি ক্ষমতার অপব্যবহার; যৌন অনুগ্রহের দাবি কিংবা অনুরোধ জানানো; ভয়, প্রতারণা বা মিথ্যা আশ্বাসের মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার প্রচেষ্টা; যৌনতা বিষয়ক মন্তব্য, বক্তব্য, তামাশা বা অন্যান্য মৌখিক ক্রিয়াকলাপ যাতে যৌনতার প্রভাব বিদ্যমান; পর্নোগ্রাফি দেখানো বা যৌনতাপূর্ন বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কোনো বস্তু প্রদর্শন; কোনো কামুক দৃষ্টি, শিস দেওয়া বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কোনো অঙ্গভঙ্গি; ব্ল্যাকমেইলিং বা মর্যাদাহানির উদ্দেশ্যে কারও স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ ও সংরক্ষণ, প্রদর্শন, বিতরণ, বিপণন ও প্রচার বা প্রকাশ করা; যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কোনো বস্তু, ছবি, শব্দ, ইমেইল, টেক্সট বার্তা/খুদে বার্তা বা লিখিত নোট ব্যবহার; সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে যৌন সম্পর্কযুক্ত আপত্তিকর কোনো তথ্য বা বিষয় প্রকাশ করা বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ আপত্তিকর বার্তা প্রেরণ করা বা কোনো অশালীন মন্তব্য করা; কারও জেন্ডার পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে কটূক্তি করা বা অপমানজনক মন্তব্য করা; একজন ব্যক্তির জেন্ডার পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে পিতৃতান্ত্রিক ধারণা প্রসূত অবমাননাকর মন্তব্য করা এবং অন্য যে কোনো আচরণ, যা যৌন হয়রানির সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

টেকসই উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত

কলেজ প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়। যাতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগও বৃদ্ধি পায়। দেশের মানুষকে দ্রুততম সময়ে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একট পৃথক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারেক রহমান বলেন, ১৯৯৩ সালের ১ জুলাই থেকে দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা লাভে আগ্রহী করে তুলতে খালেদা জিয়া সরকার ১৯৯৩ সালে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করেন। পল্লী অঞ্চলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয় এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য দেশব্যাপী একটি উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়। নারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সমান সুযোগে সমাজের অগ্রগতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। বদলে যাওয়া বিশ্বের কর্মপরিবেশে নারীর সরব উপস্থিতি নিশ্চিত করতে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে।

দেশে মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য

গ্রামের সঙ্গে এক ধরনের পাল্লা দিয়ে শহরেও বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতনের হার। দেশে জাতীয়ভাবে জীবনে একবার হলেও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন দেশের ৭৫ দশমিক ৯ শতাংশ নারী। এই হার শহরে ৭৫ দশমিক ৬ শতাংশ ও গ্রামে ৭৬ শতাংশ। ফিজিক্যাল, সেক্সুয়াল, ইমোশনাল, কন্ট্রোলিং বিহ্যাভিয়ার, ইকনোমিক ভায়োলেন্স মিলিয়ে দেশে ৭৫ দশমিক ৯ শতাংশ নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল বাংলাদেশের সমন্বয়ে প্রকাশিত নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ-২০২৪ এর মূল ফলাফল উপস্থাপন করেন বিবিএসের প্রকল্প পরিচালক ইফতেখারুল করিম। জরিপটি তৈরিতে দ্বৈবচয়নের ভিত্তিতে দেশের ২৭ হাজার ৪৭৬ জন নারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সময়কাল ছিল ২১ দিন। গ্রাম ও শহরে নারী নির্যাতনের হার সমানতালে থাকা প্রসঙ্গে প্রকল্পের পরিচালক ইফতেখারুল করিম বলেন, 'শহরায়নের ফলে গ্রাম ও শহরে নারী নির্যাতনের হার সমান। নারী নির্যাতনের ধরনও পাল্টেছে। প্রযুক্তির সহায়তায় নারী নির্যাতন বাড়ছে। নানা ডিভাইসের মাধ্যমে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত ছবি বা অযাচিত অন্তরঙ্গ মেসেজ আদান-প্রদানের মাধ্যমে বাড়ছে নারী নির্যাতন। অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবেও নারী নির্যাতন করা হচ্ছে।' আর্থিকভাবে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক বলেন, 'অনেক সচ্ছল স্বামী নারীর প্রয়োজন অনুসারে হাত খরচ দেন না। স্ত্রী চাইলো পাঁচ হাজার, দেওয়া হলো এক হাজার। এছাড়া নারী আয় করলেও টাকা খরচের দায়িত্ব থাকে স্বামীর হাতে। ফলে আর্থিকভাবে নারীরা এক ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।' তিনি আরও বলেন, 'সহিংসতার শিকার ৬৪ শতাংশ নারী কিন্তু নীরব থাকেন। সমাজের ভয়ে, পরিবারের কথা চিন্তা করে বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে তারা কথা বলেন না।'

যৌন নির্যাতন বেশি বরিশালে : জরিপে দেখা যায়, বরিশাল বিভাগে যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেশি, ৩৫ দশমিক ৭ শতাংশ। বরিশালের পরেই যৌন নির্যাতন বেশি হয় চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৪ দশমিক ১ শতাংশ। এছাড়া খুলনায় ২৯ দশমিক ৯, ঢাকায় ২৭ দশমিক ৮, রাজশাহীতে ২৭ দশমিক ২, ময়মনসিংহে ২৩ শতাংশ, রংপুরে ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ ও সিলেটে যৌন নির্যাতনের হার ২৮ দশমিক ২ শতাংশ। শহর ও গ্রাম পার্থক্য কম : শহর ও গ্রামে যৌন নির্যাতনের হারে খুব বেশি পার্থক্য নেই। শহরে যৌন নির্যাতনের হার ৩১ দশমিক ১ এবং গ্রামে ২৮ শতাংশ। গত ১২ মাসেও যৌন নির্যাতন বেশি হয়েছে বরিশালে। এসময় জাতীয় পর্যায়ে দেশে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৯ দশমিক ৪ শতাংশ নারী। সেখানে বরিশালে এর হার ১৩ দশমিক ২ শতাংশ। এর পরেই চট্টগ্রামে ১১ দশমিক ২ শতাংশ। এছাড়া ঢাকায় ৮ দশমিক ৭ শতাংশ, খুলনায় ৯ দশমিক ১ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৭ দশমিক ৬ শতাংশ, রাজশাহীতে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ, রংপুরে ৯ দশমিক ১ শতাংশ এবং সিলেটে ১০ দশমিক ৭ শতাংশ নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। গত ১২ মাসে গ্রামে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরে ১০ দশমিক ৫ শতাংশ নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

জরিপ বলছে, মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য করেন ৬৪ শতাংশ নারী। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. উম্মে বুশরা ফাতেহা সুলতানা বলেন, 'এটা নানা কারণে হতে পারে। পার্টনার ভায়োলেন্সে নির্যাতনের বিষয়ে না বলার জন্য সামাজিক বাস্তবতা আছে। স্বামী সংঘটিত নির্যাতন অনেক সময় নারী চেপে রাখে সামাজিক বাস্তবতার কারণে।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সিঙ্গেল নারী হিসেবে টিকে থাকা কিন্তু খুবই চ্যালেঞ্জিং। ফলে সংসার, সন্তান লালন-পালন করা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে নারী অনেকাংশে মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য করেন। সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য নারীকেই দায়ী করা হয়। সমাজে ডিভোর্সড নারীকে ভালো চোখে দেখা হয় না।'আর্থিকভাবে ও ডিভাইসে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ডিভাইসের অ্যাকসেস সমাজে অনেক দিন হলো। নারীর হাতে মোবাইল ডিভাইস থাকলেও নিয়ন্ত্রণ থাকে পুরুষের হাতে। নারী কীভাবে ব্যবহার করবে তা পুরুষ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। ডিজিটালি পুরুষ সব কিছু কন্ট্রোল করছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নারী নানা ধরনের অনলাইন ব্যবসা করেন। ফলে পণ্যের প্রমোশনে নারী লাইভে আসেন। আপনারা এসব কমেন্ট পড়লে দেখবেন অনেক নারী সাইবার অ্যাবিউজের শিকার হচ্ছেন।' নারীর প্রতি আর্থিকবৈষম্য প্রসঙ্গে ড. উম্মে বুশরা ফাতেহা সুলতানা বলেন, 'নারী যখন আয় করেন তখন খরচের সিদ্ধান্ত নেন পুরুষ সদস্যরা। এটা অনেক দিন ধরে হচ্ছে। নারীর আয় স্বামী নিয়ে নেয়। না দিলে স্বামী অনেক সময় মারধর করে। তবে পুরুষের মাসে আয় কত তা জানার জন্য স্ত্রী সাহসও করেন না। স্ত্রী ভাত-কাপড় পাচ্ছেন এটাই তাদের কাছে অনেক কিছু।'

নারী নির্যাতনের শীর্ষে স্বামী : বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীই জীবনসঙ্গী বা স্বামীর মাধ্যমে সহিংসতার শিকার হন, যা একজন নারীর জীবনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। জরিপে দেখা যায়, দেশের ৭০ শতাংশ নারী অন্তত একবার হলেও স্বামীর মাধ্যমে শারীরিক, যৌন, মানসিক এবং অর্থনৈতিক সহিংসতার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের শিকার হন। যেখানে গত ১২ মাসে এ ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন ৪১ শতাংশ নারী। জরিপটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- সহিংসতার ঝুঁকির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারতম্য, যেমন- দুর্যোগপ্রবণ এলাকার নারী এবং বিগত ১২ মাসের মধ্যে অদুর্যোগপ্রবণ এলাকার নারীদের তুলনায় জীবনসঙ্গী বা স্বামীর দ্বারা বেশি মাত্রায় সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন। জরিপে আরও উঠে এসেছে, যদিও স্বামী বা জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে সহিংসতার বিস্তৃতি এখনো ৭০ শতাংশে, অর্থাৎ উচ্চমাত্রায় রয়েছে, তবে বিগত ১২ মাসে এ হার ৪১ শতাংশ। যেখানে ২০১৫ সালের হার ছিল ৭৩ শতাংশ এবং তখন ১২ মাসের হার ছিল ৫৫ শতাংশ। জরিপটিতে নন-পার্টনার সহিংসতার চেয়ে জীবনসঙ্গী বা স্বামীর মাধ্যমে সহিংসতা বিস্তারের মাত্রা বেশি হিসেবে উঠে এসেছে। সঙ্গী নন এমন ব্যক্তির মাধ্যমে নারী নির্যাতন বেশি ঢাকায় : সঙ্গী নন (নন-পার্টনার) এমন ব্যক্তির মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হন ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ নারী। শহরে এই হার ১৭ দশমিক ৩, যা গ্রামে ১৫ দশমিক ২ শতাংশ। অর্থাৎ, শহরের নারী নন-পার্টনারের মাধ্যমে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ঢাকায় এই নির্যাতনের হার ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ। এরপরই রয়েছে চট্টগ্রাম। সেখানে ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ নারী নন-পার্টনারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হন।

জরিপে বলা হয়, 'নন-পার্টনার' শব্দটি এমন যে কোনো ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা হয় যাকে সেই দেশ বা প্রেক্ষাপটে 'সঙ্গী' বলতে যেভাবে বোঝায় সে অনুযায়ী 'সঙ্গী' বলে মনে করা হয় না। নন পার্টনার বলতে তাই বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মী, পরিচিত ও অপরিচিতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নন-পার্টনারের মাধ্যমে নির্যাতনের হার কম রাজশাহী বিভাগে ৯ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া বরিশালে ১৫ দশমিক ৮, খুলনায় ১৫ দশমিক ৭, ময়মনসিংহে ১৫ দশমিক ৯, রংপুরে ১৪ দশমিক ৮ ও সিলেটে এর হার ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ। নারী নির্যাতন কমাতে সবার আগে মানুষের মন মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। নারী নির্যাতনের তথ্য-উপাত্ত সমন্বিত হওয়ার দরকার বলে মত দিয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ বলেন, 'সবার আগে আমাদের মাইন্ডসেট করতে হবে। তবেই কমবে নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতন রোধে আমার মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সমন্বিত রিপোর্ট নেই। এগুলো সমন্বিত হওয়া দরকার। আমি কেবিনেটেও এটা নিয়ে কথা বলেছি। নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারি না। পুলিশ এক রকম দিচ্ছে, হেলথ এক রকম দিচ্ছে। তাহলে আমরা কী করবো' সময়ের পরিক্রমায় নারী নির্যাতন কমে যাওয়ার আশা প্রকাশ করে সিনিয়র সচিব বলেন, 'আমরা মেয়েরাই চাই স্বামী সব কিছু কন্ট্রোল করুক। বাবা-মাও ছেলেদের ওপর নির্ভর করে। আগে আমার মাইন্ডসেট আপ করতে হবে। নিউ জেনারেশনকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। স্কুল কারিকুলামে এটা নিয়ে কিছু থাকা দরকার। আশা করি সময়ের পরিক্রমায় আমরাও একদিন পরিবর্তিত হবো। একদিন এমন সমাজ পাবো যখন নারী নির্যাতন আর থাকবে না।'

সমাজে নারীকে খাটো করে দেখার

প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, নারীবিরোধী যে শক্তি মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাকে আমরা দেশের সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অবশ্যই মোকাবিলা করবো। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, পতিত স্বৈরাচার দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছে। আমাদের এখন ততটাই সতর্ক থাকতে হবে যেমনটা আমরা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বোচ্চ সজাগ থাকুন। নিপীড়নের বিরুদ্ধে সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলুন। একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়তে সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া নারীরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে তাদের সংগ্রাম ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছে। আমরা যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি, নারীদের অংশগ্রহণ ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া তা সম্ভব হবে না।

চুয়াডাঙ্গার দুপক্ষের সংঘর্ষে সাবেক বিএনপি নেতা নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গা সদরের তিতুদহ ইউনিয়নে টিসিবির কার্ড ও ভিজিএফের চাল বিতরণ নিয়ে বিরোধের জেরে স্থানীয় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে রফিকুল ইসলাম রফিক (৫০) নামে এক সাবেক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা ১১টার দিকে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সংঘর্ষে নিহত রফিকের ভাই শফিকসহ দুজন আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টিসিবি কার্ড বিতরণ নিয়ে ইউপি বিএনপির সভাপতি মিলন মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম টোটনের সমর্থকদের সঙ্গে রফিকের বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষ বাঁধে, সেখানে রফিককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ সুপার (এসপি) খন্দকার গোলাম মওলা জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংঘর্ষের পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু দাবি করেন, আওয়ামী লীগের অনুপ্রবেশকারীরা সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তবে দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি জানান, রফিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অপকর্মের প্রতিবাদ করায় তাকে হত্যা করা হয়েছে।

এফেডেভিট

আমি,আমার গ্রামের জামে মসজিদের ইমামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম হতে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া মুসলমান হয়েছি। বর্তমানে আমার নাম পরিবর্তন করে শ্রীমতি শিল্পী রানীরপরিবর্তে মোসা: খাতিজা বেগম করা হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জজ কোর্টের এফেডেভিট নং ০০০০০২৩০,তারিখ. ২২জানুয়ারী ২০২৫ খ্রী:
শিল্পী খাতিজা

নারী দিবসে সামাজিক প্রতিরোধ

চেষ্টা করছে। নারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন নেতিবাচক, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার করে সমাজে এক ধরনের ঘৃণা ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিতে দেখিনি আমরা। কাজী গুলশান আরা দীপা বলেন, 'আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে হলে নারীসহ সবাইকে অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। নারীদের শুধু সরকারি-বেসরকারি চাকরি বা গার্মেন্টসে সস্তা শ্রমের জোগানদাতা হিসেবে রেখে দিলে অর্থনীতির পরবর্তী ধাপে যাওয়া সম্ভব হবে না। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব হবে যখন কোনও সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নারীরা শিক্ষা, কর্মজীবন ও নিজেদের জীবন ধারায় পরিবর্তন আনার জন্য সমান সুযোগ ও মর্যাদা পাবে। নারী অধিকার কর্মীদের একজন খুশি কবির দেশের সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'বিক্ষোভের পরও অনেক হয়রানিকারী এবং ধর্ষককে জামিন দেওয়া হচ্ছে। এটা নারীর স্বাধীনতার জন্য পরিবেশকে আরও জটিল ও বিপজ্জনক করে তুলেছে। আমরা এমন সমাজ চাই না।' অধিকার আদায়ে নারীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি। সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির ১৪ দফা দাবি হলো- ১. বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে সব নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে অভিন্ন পারিবারিক আইন চালু করা। ২. সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার ও সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। ৩. নারীর অবৈতনিক পারিবারিক কাজের স্বীকৃতি দিয়ে তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া। ৪. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা এবং সংরক্ষিত আসন সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ বাড়ানোর পাশাপাশি জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকা পুনঃনির্ধারণ করা। ৫. নীতি নির্ধারণীর সব পর্যায়ে নারীর সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। ৬. গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৯০ নম্বর অনুচ্ছেদের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা। ৭. নারী গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া এবং বিষয়টিকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা। ৮. উত্ত্যক্তকরণ ও যৌননিপীড়ন বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাস্তবায়ন ও রায়ের আলোকে আইন প্রণয়ন করা। ৯. পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ এর বাস্তবায়ন করা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় নারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নারীকে অবমাননা করে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশ বা প্রচার করা হয় তা নিয়ন্ত্রণ করা। ১০. অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা, অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ১১. সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ১২. জাতিসংঘের সিডও সনদের অনুচ্ছেদ-২ ও ১৬(১) (গ) এর ওপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা। ১৩. বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০১৭-এর মেয়ের বিয়ের বয়স সংক্রান্ত বিশেষ বিধান বাতিল করে আইনের বাস্তবায়ন করা। ১৪. প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমমজুরি নিশ্চিত করা।

দাবি পূরণের আশ্বাসে কর্মবিরতি

কর্মবিরতিতে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন চিকিৎসকরা। তারা জানান, অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমানের বাসায় আমরা গত রাতে দীর্ঘ সময় বৈঠক করেছি। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, চিকিৎসকদের বৈষম্যগুলো যতদ্রুত সম্ভব ধাপে ধাপে সমাধান করা হবে। সমাধানের প্রথম অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে পদোন্নতি হয়ে যাবে। ঈদের পর আমরা আশা করছি দেখা যাবে। এই সিদ্ধান্ত জনপ্রশাসন পার হয়ে অর্থ বিভাগে আছে। প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এটা শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে কাজ স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এসে গেছে। এরপর তৃতীয় ধাপে কাজ হবে। আশা করছি, জুন মাসে সবগুলো ধাপ সম্পন্ন হয়ে যাবে। দাবি পূরণে সময় চেয়ে অধ্যাপক সায়েদুর রহমান বলেন, এই কাজটি শেষ করতে ২০ থেকে ২৫ কর্মদিবস লাগবে। সব মিলিয়ে আপনাদের দাবি-দাওয়া পূরণে আমরা ১২ সপ্তাহ সময় চেয়েছি। এখানে দুটি মন্ত্রণালয় জড়িত আছে। আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মতি নিয়ে কাজটা করছি। বিষয়টি নিয়ম মেনে করতে হচ্ছে। এরপর কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন চিকিৎসকরা। এর আগে, বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালে কর্মরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ন্যায্য পদোন্নতি ও সব ধরনের বৈষম্য নিরসনের দাবিতে কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বিসিএস (স্বাস্থ্য) বিশেষজ্ঞ ফোরামের উদ্যোগে ও সব চিকিৎসা সোসাইটির সমর্থনে ৮, ৯ ও ১০ মার্চ প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালিত হওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হেনস্তার

এছাড়াও অনলাইনে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপি'র নারী নেতৃবৃন্দ এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নারী নেতাকর্মীরা পতিত ফ্যাসিবাদীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত সাইবার বুলিং ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি এসব সহিংসতা ও নিপীড়নের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই ধরনের নিপীড়নের ঘটনা জনপরিসরে নারীদের নিরাপত্তাহীন অবস্থাকে তুলে ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করে এতে আরও বলা হয়, বিগত ফ্যাসিবাদী শাসন বাংলাদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নারীদের রাজনৈতিক কর্তাসত্তাকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদী সরকার পতনে অনন্য ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক অভিযাত্রিক শক্ত জানান দিয়েছে। নারীর নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এনসিপি সর্বদা বদ্ধপরিকর। আমরা স্পষ্ট বলতে চাই, নারীদের ওপর কোনোরকম সহিংসতা কিংবা নিপীড়ন জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি বরদাশত করবে না। বিবৃতিতে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে বলা হয়, জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি নারীদের ওপর চলমান সহিংসতা ও নিপীড়নের ঘটনাগুলোয় দোষীদের অতিদ্রুত আইনের আওতায় আনতে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে জোর দাবি জানায়। পাশাপাশি, জনপরিসর ও সাইবার স্পেসে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানায়। আমরা মনে করি, নারীর প্রতি সহিংসতাকে কঠোরভাবে দমন করার মধ্য দিয়ে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

দুদকের মামলায় খালাস পেয়েছেন

বিরুদ্ধে করা হয়েছিল সেসব প্রমাণাদি আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি রাষ্ট্রপক্ষ। জজ আদালত এই মামলার রায় আদেশ দিয়ে জানিয়েছেন, অত্র মামলার (মামলা নং-১৫২/২০১৯, দুদক.জি আর নং-১৩৬/২০১৯) একমাত্র আসামি মো. লোকমান হোসেন ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আনীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় আসামিকে নির্দোষ সাব্যস্তে বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো। আসামির জামিননামাদের জামিননামা দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো। আসামির নামে কোনও হিসাব বা লকার অবরুদ্ধ বা ক্রোক থাকলে বা বিদেশ গমনে কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকলে, স্থাবর সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকলে তা আসামির অনুকূলে অবমুক্ত করা হোক।

নারীর মর্যাদা ও সমঅধিকারের দাবি

নির্যাতনসহ নারীর প্রতি সহিংসতায় অপব্যবহার হচ্ছে। ঘরে-বাইরে নারীর প্রতি সব বৈষম্য ও সহিংসতার অবসান, সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করাসহ নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসানে সব পক্ষকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারীর হাজার বছরের লড়াই সংগ্রামের এক অংশ। এ দিবসটি উদযাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। বিদ্যমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ক্রমশ বিকাশের ফলে নারী দিবসে এসেও নারীর সামগ্রিক অবস্থান তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি।

নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীরের

সেনাবাহিনী তাকে নিবৃত করে। পরে তাকে আটক করে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়। একই সময় ঘটনাস্থল থেকে সেনাবাহিনী হিজবুত তাহরীরের আরও ১৫ সদস্যকে আটক করে পুলিশে হস্তান্তর করে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে আইনের মধ্যে থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা, সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রসারের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ফরিদপুরে পেঁয়াজ বীজের

কৃষিবিদ মো. শাহাদুজ্জামান বলেন, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এই মৌসুমে প্রায় ৮৬৫ মেট্রিক টন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন হবে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকার মতো। আমরা কৃষকদের পরামর্শ ও সাহায্য দিয়ে তাদের সমস্যা সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করছি। আমাদের লক্ষ্য হলো, ফরিদপুরের পেঁয়াজ বীজের উৎপাদন আরও বাড়ানো এবং দেশের চাহিদা পূরণে এই জেলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। ফরিদপুরের কৃষকরা ও কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা এবং কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই জেলার পেঁয়াজ বীজ দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফরিদপুরের কৃষকদের এই সাফল্য দেশের কৃষি খাতে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ফেব্রুয়ারিতে সড়কে

দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি এবং গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজিকে সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনারোধে কিছু সুপারিশ করেছে ফাউন্ডেশনটি। সেগুলো হলো- দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; চালকদের বেতন-কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা পার্শ্ব রাস্তা (সার্ভিস রোড) তৈরি করতে হবে; পর্যায়ক্রমে সব মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; রেল ও নৌপথ সংস্কার করে সড়ক পথের ওপর চাপ কমাতে হবে; টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং 'সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮' বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ওয়ান ইলেভেনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের

ও মার্কিন কূটনীতিক জন এফ ড্যানিলোভিচ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতি নিয়ে সাম্প্রতিক এক আলোচনায় মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের ভূমিকা ও নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রদূত মাইলাম বাংলাদেশের গণতন্ত্র সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে সচেতন করার জন্য তার সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, আমরা একটি ছোট সংগঠন গঠন করি এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে সচেতন করার জন্য কাজ করি। গত পাঁচ বছরে আমরা অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছি এবং এ উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, এখানে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। বিশেষ করে গত দশ বছরে আমি বাংলাদেশ সফর করতে পারিনি, ভিসার জন্য। মাইলাম বলেন, নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা ছিল সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ। আমি যে তথ্য আমার সরকারের কাছে পৌঁছে দেব, তা সঠিকভাবে সংগ্রহ করাটা ছিল সবচেয়ে কঠিন অংশ। সেই সময় সরকার আমাকে তাদের পক্ষ নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিল। জন এফ ড্যানিলোভিচ গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ১৯৭১ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ নীতি ধারাবাহিকতা রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি হলো শাসক দলের জবাবদিহিতার অভাব। গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে হলে একটি শক্তিশালী সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক অপরিহার্য। স্বৈরাচারী শাসন কখনোই গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক নয়। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে একটি তথ্য যুদ্ধের সম্মুখীন এবং মার্কিন সরকার মিডিয়াভিত্তিক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য মোকাবিলার জন্য কাজ করছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাংলাদেশে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য মার্কিন তহবিল সম্পর্কে দেওয়া বিবৃতিও বিভ্রান্তিকর, যা মূলত কিছু ব্যক্তি দ্বারা প্রচারিত যারা দুই দেশের সম্পর্ক অস্থিতিশীল করতে চায়। সেন্টমার্টিন দ্বীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভ্রান্তিমূলক তথ্য নিছক মিথ্যা প্রচারণা, যা কিছু গোষ্ঠী উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছড়াচ্ছে। সাবেক সরকার বিদেশি দেশগুলোর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, যাতে তারা নিজেদের দুর্নীতি ও অনিয়ম আড়াল করতে পারে। ড্যানিলোভিচ বলেন, বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারে। স্বৈরাচারী শাসন কখনোই মার্কিন স্বার্থের অনুকূলে নয়। তিনি ২০০৭-০৮ সালে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির কিছু ভুলের কথা স্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন, সে সময় মার্কিন সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের সমর্থন নিয়ে সেই ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তাদের অর্থায়ন নীতি এবং চলমান সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। নাগরিক সমাজকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে এবং গত ১৭ বছর বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার করে সুশাসন সংস্কারের জন্য ব্যবহার করা উচিত। জিল্লুর রহমান সুশাসন উন্নয়নকে উৎসাহিত করে এমন উদ্যোগগুলোর গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন এবং উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের আলোচনা বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক রূপান্তরকে পরিচালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে সমর্থন ও একটি টেকসই এবং জবাবদিহিতামূলক শাসন কাঠামো নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক সংলাপের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। আলোচনায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়। ড্যানিলোভিচ বলেন, প্রবাসী সম্প্রদায় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারে। উভয় বক্তাই গণতন্ত্রে মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। ড্যানিলোভিচ বলেন, মিডিয়ার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না এবং গণতান্ত্রিক আলোচনাকে শক্তিশালী করতে নাগরিক সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করা উচিত। অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থী, রাজনীতিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলাম ও সাবেক মার্কিন কূটনীতিক জন এফ ড্যানিলোভিচ।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের ৯ দফা

ওষুধ আমদানি ও বিক্রিতে শুধু 'হোমিওপ্যাথিক আইন ২০২৩' কার্যকর রাখা এবং বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতির কোর্স চালু করা। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা জানান, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার কথা উল্লেখ থাকলেও হোমিওপ্যাথির কোনও স্বীকৃতি নেই। তারা এ অবহেলা দ্রুত সংশোধনের দাবি জানান। এছাড়া, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রসারে একটি আলাদা অধিদফতর গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন এবং জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করার দাবি তুলে ধরেন বক্তারা। তারা বলেন, এসব দাবি পূরণ করা হলে দেশের স্বাস্থ্যসেবা আরও সমৃদ্ধ হবে এবং জনগণ সহজে সাশ্রয়ী চিকিৎসাসেবা পাবে। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, দাবি বাস্তবায়িত না হলে তারা পরবর্তী সময়ে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. সিরাজুল ইসলাম। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. ওমর কাউসার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক সংগঠন, মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ও চিকিৎসকরা।

নারী-শিশুর ওপর সহিংসতার দায়

মনিরা বেগম অনুসহ কমরেডগণ। সিপিবির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, বাংলাদেশের নারীরা এবং প্রগতিশীল সমাজ বর্তমানে এক ভয়াবহ দুঃসময় পার করছে। নারী বিদ্বেষ, নারীর প্রতি সহিংসতা চরম আকার ধারণ করেছে। সারাদেশে অব্যাহত নারী, শিশু ধর্ষণ ও নিপীড়ন চলছে তার দায় অন্তর্বর্তী সরকার এড়াতে পারে না। তিনি আরও বলেন, নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো, নারীর উপর সহিংসতা ও আক্রমণ চলছে, যা গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার পরিপন্থী। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, মানবিক, শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছিলাম, তাকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। সমাজে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা এবং সব কাজে সমান সুযোগ ও সমান মজুরি ছাড়া দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে না। লুনা নূর বলেন, আমরা ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছি, নারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সর্বত্র নারী বিদ্বেষ এবং একের পর এক আক্রমণের ঘটনা ঘটছে, যা জননিরাপত্তার জন্য খুবই উদ্বেগজনক। এ বিষয়ে সরকারের জোরালো কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ে এবং সমতলে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়াতে হবে। অ্যাডভোকেট মাকসুদা আক্তার লাইলী বলেন, বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে নারীর সমঅধিকার চরমভাবে অবহেলিত। রাষ্ট্রে বিচারহীনতা ও জবাবদিহীতার অভাব, সর্বোপরি গণতন্ত্রহীনতার কারণে নারী-নির্যাতন-শোষণ ক্রমাগত বেড়েই চলে। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে কমরেড লক্ষ্মী চক্রবর্তী বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস মানে নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। নারী দিবসের শতবর্ষ পরে এসেও নারীর সামগ্রিক মুক্তি অর্জিত হয়নি। পুঁজিবাদ নারীকে পণ্যে পরিণত করে তার মুনাফা অর্জনের জন্য নারী অধস্তনতা, নারী নির্যাতন এবং বৈষম্যের সকল উপাদানকে টিকিয়ে রেখেছে। তাই কাজেই নারীমুক্তির মূল শত্রু পুঁজিবাদকে রুখে দেয়ার মধ্য দিয়ে নারীমুক্তির লড়াইকে বেগবান করতে হবে। নারীমুক্তির লড়াই একটি রাজনৈতিক লড়াই।

জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসা

। তারা হলেন, দিশটির বিখ্যাত মরফিল্ড আই হাসপাতালের এ বিষয়ে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. রেজওয়ানুর রহমান সোহেল বলেন, জুলাই বিপ্লবে আহত চক্ষু রোগীদের আমরা আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়েছি। আবার অনেককে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছি। সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসক এনেও এখানে দেখিয়েছি। আজ যুক্তরাজ্য থেকে দুজন চিকিৎসক এসে দেখছেন। আজও তারা দেখবেন। আমরা চাই, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত এসব রোগীরা সর্বোচ্চ সেবা পাক। জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসা দিতে এবার ঢাকায় এসেছেন যুক্তরাজ্যের দুই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তারা হলেন, দিশটির বিখ্যাত মরফিল্ড আই হাসপাতালের হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা সমন্বয়ক ও সহকারী অধ্যাপক জাকিয়া সুলতানা নীলা বলেন, অনেক রোগী। তাদের নানারকম সমস্যা। আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে। এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি। তারই অংশ হিসেবে দুই দিনের জন্য যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত মরফিল্ড হাসপাতাল থেকে দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা এনেছি। এরা দুইদিন রোগীদের দেখবেন, পরামর্শ দেবেন, প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার করবেন। জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসা দিতে এবার ঢাকায় এসেছেন যুক্তরাজ্যের দুই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তারা হলেন, দিশটির বিখ্যাত মরফিল্ড আই হাসপাতালের আহত মিজানুর রহমান বাদল বলেন, আমি বাম চোখে দেখি না। ডান চোখে কিছুটা দেখি। দুই চোখের আশপাশে বুলেট আছে। বিদেশি চিকিৎসকরা দেখলেন, তারা অপারেশন করবেন। আহত ওমর ফারুক বলেন, আমার দুই চোখে ১২টা গুলি লেগেছে। ২টা বের করা গেছে। বাকিগুলো রয়ে গেছে। ডাক্তাররা বলছেন, আমার আর দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার আশা নেই।

এবার রোজায় চাল-তেল ছাড়া

চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা দরে। এক মাস ধরে এ দরেই রয়েছে মোটা চাল। গত এক মাসে মাঝারি ও সরু চাল কেজিতে দুই টাকা বেড়েছে। বর্তমানে মাঝারি চাল ৫৮ থেকে ৬৫ টাকা ও সরু চাল ৭২ থেকে ৮৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

আগামী সপ্তাহে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে

পেতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের শেষের দিকে দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

নির্বাচনের সময় ঘোষণা করলেন

সালের জানুয়ারির মাঝে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছি।''শুক্রবার বেলারুশ সফরকালে তিনি বলেন, মিয়ানমারে এবার ''অবাধ ও নিরপেক্ষ'' ভোট অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে দেশের ৫৩টি রাজনৈতিক দল তালিকা জমা দিয়েছে বলে জানান তিনি। মিনস্কে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে বৈঠকে মিন অং হ্লেইং বলেন, আমরা বেলারুশের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলগুলোকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তাদের মিয়ানমারে এসে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানিয়েছি। ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখলে নেয় সেনাবাহিনী। ওই নির্বাচনে দেশটির গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অং সান সু চির রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্র্যাসি (এনএলডি) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। অভ্যুত্থানের পর থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী ও এনএলডির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত অভিযান শুরু করে জান্তা বাহিনী। সেই সময় দেশটির গণতন্ত্রকামী নেত্রী অং সান সুচিকে ক্ষমতাচ্যুত করে গৃহবন্দি করে জান্তা সরকার। তখন থেকেই দেশটিতে জান্তা বিরোধী বিক্ষোভ-প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। বিক্ষোভ দমনে জান্তা সরকার ব্যাপক বলপ্রয়োগ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশজুড়ে চলমান অস্থিরতার কারণে নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে জান্তা প্রধান বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের কথা বলেছেন। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মিন অং হ্লেইং বারবার বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গত জুনে তিনি বলেছিলেন, ২০২৫ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। চলমান সহিংসতার কারণে আগের নির্বাচনের সময়সীমা স্থগিত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। মিন অং হ্লেইং জোর দিয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতা ধরে রাখার পরিকল্পনা নেই জান্তার। এদিকে, জান্তার অধীনে কোনও বৈধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে না। আর বিশ্লেষকরা বলেছেন, নির্বাচনে সামরিক বাহিনীবিরোধী গোষ্ঠীগুলো এই নির্বাচনকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে। এতে দেশজুড়ে আরও রক্তপাতের সূত্রপাত ঘটবে। মিয়ানমারের রাজনৈতিক বন্দিদের সহায়তা দানকারী সংস্থা অ্যাসিসটেন্স অ্যাসোসিয়েশন অব পলিটিক্যাল প্রিজনার্স (এএপিপি) বলছে, দেশটিতে অভ্যুত্থানের পর থেকে এখন পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর হাতে ৬ হাজার ৩০০ জনের বেশি মানুষ নিহত ও ২৮ হাজারের বেশি আটক হয়েছেন। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, মিয়ানমারে চলমান সংঘাতে ৩৫ লাখের বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া চলতি বছরেই দেশটির ১ কোটি ৯৯ লাখ বা মিয়ানমারের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষের মানবিক সহায়তার প্রয়োজন হবে।

দেশে অন্যান্য পেশার মতো আইন

নারীর অংশগ্রহণ আরও বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আইন পেশায় নারীর অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার ভুঁইয়া বলেন, সমাজের সবক্ষেত্রে নারীরা যেমন এগিয়ে যাচ্ছেন, সুপ্রিম কোর্টেও তার প্রতিফলন হচ্ছে। আমাদের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নারী বিচারপতি নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনজন। উনারা অবসরে চলে গেছেন। হাইকোর্ট বিভাগে নারী বিচারপতি রয়েছেন। আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে অনেক নারী রয়েছেন। 'আইন পেশায় টিকে থাকতে তাদের কিছুটা হিম-শিম খেতে হয়। কারণ তাদের শিশু, পরিবার ও সংসার সামলানোর মতো কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। তারপরও তারা সুপ্রিম কোর্টসহ সারাদেশের আইন পেশায় দিনকে দিন এগিয়ে যাচ্ছেন। দেশজুড়ে আদালতগুলোতে নারীর সংখ্যা বাড়ছে।' অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে অনেক নারী আইনজীবী আছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই খুব ভালো করছেন। নতুন যারা আইনজীবী হয়ে আসছেন, তাদের মধ্যেও আনুপাতিক হারে নারীর সংখ্যা উল্লেখ করার মতো। অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মতো আইন পেশায় যেন আরও বেশি নারী আসেন এই প্রত্যাশা করছি।' আইন পেশায় নারীদের নিয়ে ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট আইনুন নাহার বলেন, 'আইন পেশায় কাজ করাটা নারীদের জন্য খুব স্বাধীন একটি পেশা। কিন্তু এতে অনেক দায়িত্ববোধ ও একাগ্রতার বিষয় রয়েছে। এখানে যেমন কাজের স্বাধীনতা আছে তেমনি কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার বিষয়টি রয়েছে।' 'শুধু আইন পেশাই নয়, সব পেশায়ই নারীরা তাদের পরিবার, সমাজ সব কিছু সামলে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এটা একটা ইতিবাচক বিষয়। আমি প্রত্যাশা করবো শুধু আইন পেশাই নয়, বিচারক, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও পুলিশসহ সবক্ষেত্রেই নারীরা এগিয়ে আসবে।' বলছিলেন আইনুন নাহার। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিতেও নারীরা উচ্চ আদালতে শুধু আইন পেশাই নয়, আইনজীবীদের বৃহৎ সংগঠন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটিতেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন নারীরা। ২০২৪-২৫ বছরের জন্য সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ১৪ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারী আছেন দুজন। সহ-সভাপতি পদে আছেন সরকার তাহমিনা বেগম সন্ধ্যা, সদস্য পদে ফাতিমা আক্তার। এর আগে ২০২৩-২৪ সালে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটিতে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন অ্যাডভোকেট জেসমিন সুলতানা। ২০১৯-২৩ সাল পর্যন্ত তিন বছরে সমিতিতে কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন অ্যাডভোকেট ফাতেমা বেগম, মার-ই-য়াম খন্দকার, রশিদা আলিম, আফিফা আফরোজ ও সৈয়দা শাহিন আরা লাইলি। ২০১৮-১৯ সালে সমিতিতে ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নাসরিন আক্তার। সেবার সদস্য ছিলেন শাহানা পারভীন। ২০১৭-১৮ সালে সমিতিতে উম্মে কুলসুম বেগম রেখা সহ-সভাপতি, শামীমা সুলতানা দীপ্তি সিনিয়র সহকারী সম্পাদক ও মৌসুমী আক্তার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এবারের নারী দিবসে কর্মসূচি নেই সুপ্রিম কোর্টের নারী আইনজীবীরা এর আগের বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ) পালন করলেও এবারের কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে পারেননি কেউ। গত বছর রাজধানীর রমনা পার্কে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেছিলেন আইনজীবীরা। 'পৃথিবী নিরাপদ হোক সকল নারীর জন্য' স্লোগানে উদযাপিত দিবসটি নারী আইনজীবীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে নারী আইনজীবীদের আলাদা কোনো সংগঠন নেই। সবার মধ্যে আলাপ-আলোচনা হলে এবার নারী দিবসের আয়োজন করা হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের সাবেক ট্রেজারার ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন মুন্নি বলেন, সুপ্রিম কোর্টে নারীদের আলাদা কোনো সংগঠন নেই। ভবিষ্যতে যদি কোনো সংগঠন গড়ে ওঠে তবে অবশ্যই সেই সংগঠনে আমার সম্পৃক্ততা এবং অবদান থাকবে।

অবৈধ বালু ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তারে সংঘর্ষে দুই ভাই নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুর সদরের খোয়াজপুরে অবৈধ বালু ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারের বিরোধ নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দুই ভাই নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৮ জন। এদের মধ্যে ৩ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনার সময়েই নিহতদের বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহত দুই ভাই হলেন- সাইফুল সরদার ও অলিল সরদার। গতকাল শনিবার বেলা ১২ টার দিকে সদর উপজেলার খোয়াজপুরে এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়নের আড়িয়াল খা নদের অবৈধ বালু ব্যবসায় ও আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মোহম্মদ শাহজাহান খানের সঙ্গে সাইফুল সরদারের বিরোধ চলে আসছিল। এই বিরোধের জের ধরে গতকাল শনিবার বেলা ১২টার দিকে শাহজাহান খান ও সাইফুল সরদারের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষে বাঁধে। এ সময় সাইফুল সরদার ও তার চাচাতো ভাই অলিল সরদারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি কোপালে ঘটনাস্থলেই তারা দুজন নিহত হয়। এসময় আহত হয় আরও অন্তত ৮ জন। এদের উদ্ধার করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ৩ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই জনকে আটক করেছে। সংঘর্ষের সময়ে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) চাতক চাকমা জানিয়েছেন, এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাসদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনায় ইতোমধ্যে দুই জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়েছে।

গোপালগঞ্জে অজ্ঞাত ২ নারীর লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জ ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বোড়াশী নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে গোপালগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক ফয়েজুর রহমান জানান, গতকাল শনিবার সকালে গোপালগঞ্জের গোবরা রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া রাজশাহীগামী টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ওই অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে গোপালগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পরে রাজবাড়ী রেলওয়ে পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। রাজবাড়ী রেলওয়ে পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার পৌরসভা এলাকার একটি পুকুর থেকে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কোটালীপাড়া থানার ওসি মো. আবুল কালাম আজাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহতের নাম-পরিচয় ও মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও পাওয়া যায়নি। গতকাল শনিবার সকালে কোটালীপাড়া পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড বাগান উত্তরপাড়া বিন্দু দাসের ক্লিনিকের পাশের পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করে থানা পুলিশ। পুকুর ও ক্লিনিকের মালিক নিউটন মজুমদার লিটন বলেন, ভোরে আমার ছোট ভাই মৃণাল মজুমদার পুকুরের ওপরে মুরগির ফার্মে খাবার দিতে গিয়ে পুকুরের উত্তরপাশে এক অজ্ঞাত নারীর লাশ ভাসতে দেখে। এরপর সে আমাকে জানালে আমি পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওসি মো. আবুল কালাম আজাদ জানান, গতকাল শনিবার সকালে কোটালীপাড়া পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড বাগান উত্তরপাড়া বিন্দু দাসের ক্লিনিকের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটির সময় স্থানীয় জনগণ ওই পুকুরে একটি লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে।

'অদম্য নারী পুরস্কার' তুলে দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দেশের অদম্য নারীদের হাতে 'অদম্য নারী পুরস্কার ২০২৫' সম্মাননা তুলে দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন। এ বছর 'অদম্য নারী পুরস্কার ২০২৫' এর বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের পক্ষে সম্মাননা নেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। পাশাপাশি, 'অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী' ক্যাটাগরিতে শরীফা সুলতানা, 'শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে' হালিমা বেগম, 'সফল জননী' মেরিনা বেসরা, 'নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনসংগ্রামে জয়ী নারী' লিপি বেগম এবং 'সমাজ উন্নয়নে অবদানের' জন্য মুহিন (মোহনা) এ সম্মাননা পেয়েছেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ। আজকের অনুষ্ঠানে নারী শক্তিকে উৎসর্গ করে একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পঞ্চগড়ে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার ভিতরগড় সীমান্তের সুইডাঙ্গা এলাকার বিপরীতে ভারতের খালপাড়া এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। তার নাম আল-আমিন (৩৬)। তার বাড়ি জেলার সদর উপজেলার হরিভাষা ইউনিয়নের জিন্নাতপাড়া গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের সুরুজ আলীর ছেলে। বিজিবি ও এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে, আল-আমিন গত তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। গত শুক্রবার ভোররাতে আল-আমিনসহ ১০-১৫ জনের একটি দলকে ভারতীয় ভাটপাড়া বিএসএফ ক্যাম্পের টহল দল দেখে ফেলে। এ সময় বিএসএফ তাদের ওপর গুলি চালায়। অন্যরা পালিয়ে আসতে পারলেও আল-আমিন গুলিতে নিহত হয়। পরে বিএসএফ তার লাশ ভারতে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সকালে নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেখ মো. বদরুদ্দোজা সীমান্ত পিলার ৭৪৪/৭-এস এলাকায় ভারতের ৪৬ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করেন। পতাকা বৈঠকে এ ঘটনায় কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে লাশ ফেরতের আহ্বান জানান। এদিকে, বিএসএফের গুলিতে আল-আমিন নিহত হওয়ার খবর পেয়ে তার পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জামালপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ত্রিমুখী সংঘর্ষ, দুজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরের সড়কে ত্রিমুখী সংঘর্ষে জুয়েল আকন্দ (৪৫) ও শাওন মিয়া (২৮) নামে দুই জন নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল ৬টার দিকে সদর উপজেলার জামালপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ছনকান্দা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর থানার এসআই সাদেকুজ্জামান ভুঁঞা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৬টার দিকে ছনকান্দা এলাকায় মহাসড়কের পাশে ট্রাক পরিষ্কার করছিলেন জুয়েল আকন্দ। এ সময় নান্দিনাগামী অন্য একটি ডাম্পট্রাক পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিলে জুয়েল আকন্দ ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সময় নান্দিনাগামী মোটরসাইকেল ওই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে শাওন মিয়া (২৮) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী মারা যান। এ ঘটনায় ধাক্কা দেওয়া ট্রাকের চালক মামুন মিয়ার একটি পা ভেঙে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। এসআই সাদেকুজ্জামান ভুঁঞা জানান, ঘটনাস্থল থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ময়মনসিংহে ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় একটি কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিনে এই আগুনের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট নাজমুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জগামী দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনটি সকাল ১০টার দিকে ত্রিশালের ধলা ও আউলিয়া নগরের মাঝামাঝি আসলে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ইঞ্জিনের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে বলেও আশা করেন তিনি।

পিরোজপুরে জাতীয় নাগরিক কমিটির প্রতিনিধিকে কুপিয়ে জখম

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে জাতীয় নাগরিক কমিটির প্রতিনিধি মুসাব্বির মাহমুদ সানি (২৯) এবং তার ভাই সানজিদের (১৯) ওপর হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। জাতীয় নাগরিক কমিটির প্রতিনিধি মুসাব্বির মাহামুদ সানি অভিযোগ করে বলেন, আমি তারাবি নামাজ পড়ে পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে যাই। তখন একদল সন্ত্রাসী আমাকে মারধর ও কুপিয়ে জখম করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা তার ভাই সানজিদকেও মারধর করে। এ হামলার সানির পিঠ, হাত ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয় এবং সানজিদের গলা ও পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। হামলার খবর পেয়ে পিরোজপুর সদর থানা পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুই ভাইকে উদ্ধার করে পিরোজপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. রাজীব পাইক জানান, আহতদের মধ্যে সানির শরীরে আঘাতের পরিমাণ বেশি। এক্সরে রিপোর্টের মাধ্যমে তার আঘাতের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। পিরোজপুর সদর থানার ওসি মোহাম্মদ আব্দুস সোবাহান জানান, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাজবাড়ীতে মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : রাজবাড়ী সদর উপজেলার খানখানাপুর ছোটব্রিজ এলাকায় মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে জাহিদুল সরদার (৩৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি রাজবাড়ী সদর উপজেলার খানখানাপুর গাজীপাড়ার মো. রুস্তম সরদারের ছেলে ও গোয়ালন্দের উৎপাদনমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান মোস্তফা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কর্মী। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের খানখানাপুর ছোটব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অজ্ঞাত মোটরসাইকেল আরোহী দুজনও আহত ছিল, তারা মোটরসাইকেলটি ঘুরিয়ে ফরিদপুরের চিকিৎসার জন্য চলে যায়। তারা আরও জানান, জাহিদুলের স্ত্রী শিবরামপুর মামুন গ্রুপে চাকরি করেন। রাতে তার স্ত্রীকে এগিয়ে নিতে বাড়ি থেকে বাইসাইকেল নিয়ে ছোটব্রিজ আসলে গোয়ালন্দগামী মোটরসাইকেলটির সঙ্গে মহাসড়কে সংঘর্ষ হয়। আহলাদীপুর হাইওয়ে থানার ওসি মো. শামীম শেখ জানান, দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় গুরুতর আহত অবস্থায় বাইসাইকেল আরোহী জাহিদুল সরদারকে উদ্ধার করে গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে থাকা কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মুন্সীগঞ্জে খাবার ও বেলুন কিনে দেওয়ার কথা বলে দুই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : মুন্সীগঞ্জে ৮ ও ১০ বছর বয়সী দুই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে সেকান্দার আলী চোকদার (৬৫) নামের এক অভিযুক্ত বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার সেকান্দার মুন্সীগঞ্জ টঙ্গীবাড়ী সেরাজবাদ গ্রামের ইসমাইল চোকদারের ছেলে। তিনি সদরের চরমুক্তারপুর এলাকায় শরবত বিক্রি করেন বলে জানা গেছে। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার চরমুক্তারপুর এলাকায় স্থানীয়রা তাকে আটক করে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল দিলে পুলিশ সেখানে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। মুন্সীগঞ্জ সদর থানার একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ জানায়, গত ২ মার্চ বিকাল ৩টার দিকে ওই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তবে বিষয়টি গত শুক্রবার রাতে জানাজানি হয়। পরে ধর্ষণের ঘটনায় দুই শিশুর মধ্যে একজনের মা বাদী হয়ে মুন্সীগঞ্জ সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ওই দুই শিশু তাদের পরিবারের সঙ্গে সদরের চরমুক্তারপুর এলাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকতো। দুই শিশুকে খাবার ও বেলুন কিনে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নির্জনে নিয়ে ধর্ষণ করে আসামি। মুন্সীগঞ্জ সদর থানার ওসি মোহাম্মদ সাইফুল আলম জানান, গত শুক্রবার রাতে দুই শিশুর একজন তার মাকে ঘটনাটি জানায়। পরে স্থানীয়রা আসামিকে আটক করে জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন দিলে পুলিশ সেখানে গিয়ে আসামিকে গ্রেপ্তার করে। আসামির বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করেছেন ওই মা। এদিকে, দুই শিশুকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানান ওসি।

বড়াইগ্রামে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে র‍্যালী ও সভা

বড়াইগ্রাম, নাটোর প্রতিনিধি :চঅধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন- নারী ও কন্যার উন্নয়নচ প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে নাটোরের বড়াইগ্রামে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শনিবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভায় ইউএনও লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌসের সভাপতিত্বে ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছাঃ ডালিয়া পারভীনের সঞ্চালনায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশরাফুল ইসলাম, বনপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ সরল মুরমু, সাংবাদিক পিকেএম আব্দুল বারী ও স্কুল শিক্ষিকা মাহফুজা পারভীন বক্তব্য রাখেন।

যুবলীগ নেতার বৃদ্ধ বাবাকে মারধর করে পুলিশে সোর্পদ

বরিশাল প্রতিবেদক : ছেলে যুবলীগের একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। বিগত ৫ আগস্টের পর থেকে অদ্যবর্ধি হামলার ভয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে আত্মগোপনে রয়েছেন যুবলীগ নেতা শাওন বালী। তাকে (শাওন) না পেয়ে তার বৃদ্ধ বাবার কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা। দাবিকৃত চাঁদার টাকা না পেয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ও তার সহযোগিরা যুবলীগ নেতার রোজাদার বাবা।

সম্পাদকীয়

ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠাই চ্যালেঞ্জ

বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, এমনটিই সারা পৃথিবীতে সভ্য সমাজের সংস্কৃতি। যত ঝামেলা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। '৭১-এ স্বাধীনতার পর দেশবাসী দেখেছে বাকশালী শাসন, সামরিক শাসন ও কথিত গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাচারিতা। যে যখন ক্ষমতায় ছিল, সে তার ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে ক্যাঙ্গারু নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশের নির্বাচনী কাঠামো বিপর্যস্ত করেছে। এমনকি ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচনও ছিল অনিয়ম এবং ভোট কারচুপির অভিযোগে দুষ্ট। সর্বশেষ, ২০২৪ সালের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনও ছিল একতরফা, যা দেশের সব বিরোধী দল বর্জন করেছে। ২০১৮ সালে মন্ত্রিসভায় ১ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০২০ সালে একদিন পিছিয়ে ২ মার্চ পালন করা হয় ভোটার দিবস। সেই থেকে প্রতি বছর দিবসটি পালন হয়ে আসছে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা দেখেছি, দলীয় সরকারের অধীন কোনো নির্বাচনই সুষ্ঠু হয়নি। ভোটের সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকে পুলিশ ও সিভিল প্রশাসন। দলীয় সরকারের অধীনে তারাও সরকারি দলের পক্ষে কাজ করে। নির্বাচন কমিশনও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। অন্যদিকে, নির্দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচন মোটামুটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে। এবার অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন নির্বাচন হবে বিধায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন দেশের নাগরিক সমাজ। দেশটা আমাদের সবার। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ সকলের। বহুমত ও পথের মানুষ একই মোহনায় মিশেছে এই সোনার বাংলাদেশে। এ দেশে কেউ সংখ্যালঘু, কেউ সংখ্যাগুরু এমন বিভাজন আমরা চাই না। দেশের প্রতিটি মুক্তিসংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেছি। জাতীয় সংবিধানও প্রত্যেক নাগরিকের সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকার নিশ্চিত করেছে। কাজেই, একটা পক্ষকে সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সার্বিক নির্বাচনী ব্যবস্থা ও প্রচারণায় কালো টাকার খেলা বন্ধ করে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিশুদ্ধতা প্রয়োজন। প্রার্থীদের হলফনামার তথ্য যাচাইয়ের মতো বেশকিছু জটিল কাজও রয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর ও জবাবদিহির অধীনে নিয়ে আসা জরুরি। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক আচরণ বন্ধ করার নিশ্চয়তা পেতে হবে। এসব করতে কিছু আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে সবার আগে। দেশের নাগরিক সমাজ মনে করেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার ছাড়া অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান আদৌ সম্ভব নয়। নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার করা না হলে, অতীতের মতো আর দশটা নির্বাচনের মতো হবে আগামীর জাতীয় নির্বাচন, যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। এমনটি হলে হাজারো শহীদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করা হবে। কার্যকর একটি নির্বাচনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

> ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচনও ছিল অনিয়ম এবং ভোট কারচুপির অভিযোগে দুষ্ট। সর্বশেষ, ২০২৪ সালের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনও ছিল একতরফা, যা দেশের সব বিরোধী দল বর্জন করেছে। ২০১৮ সালে মন্ত্রিসভায় ১ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

সীমান্তে অপরাধ

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে বেশ কিছুদিন থেকে অস্থিরতা-উত্তেজনা বিরাজ করছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ব্যাহত হচ্ছে। আরাকান পরিস্থিতির অবনতির কারণে নতুন করে রোহিঙ্গা শরণার্থীর অনুপ্রবেশও ঘটেছে বাংলাদেশে। ফলে কক্সবাজার, উখিয়া ও সংলগ্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। সম্প্রতি এসব এলাকায় অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় এবং মাদকের বিস্তার ঘটেছে, যা উদ্বেগজনক। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গত শনিবার কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ কথা বলেন। সার্বিক পরিস্থিতির অবনতির কারণে এবং স্বাভাবিক ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে সীমান্ত সুরক্ষা এবং রোহিঙ্গাদের আরাকান রাজ্যে পুনর্বাসনের নিমিত্তে বাংলাদেশ আরাকান আর্মির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। কেননা, দীর্ঘদিন থেকে মিয়ানমারে আরাকান আর্মিসহ কয়েকটি গোষ্ঠী সশস্ত্র গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। এমনকি তারা রাখাইন রাজ্যের সিংহভাগ দখল করে নিয়েছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এও বলেন, বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। কাগজে-কলমে ১২ লাখ রোহিঙ্গার কথা বলা হলেও প্রকৃত রোহিঙ্গার সংখ্যা আরও বেশি। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের জন্য 'গলার কাঁটা' হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, এরা সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় মাদক পাচার ও চোরাচালানসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এসব অপরাধ কার্যত বন্ধ করা প্রায় দুঃসাধ্য। অন্যদিকে, মিয়ানমারে দ্রুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনও সম্ভব নয়। কেননা, গৃহযুদ্ধে লিপ্ত মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যাও বর্তমানে বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। এদিকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তাও কমছে দিন দিন। তবে আশার কথা এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশে দীর্ঘদিন থেকে শরণার্থী হিসেবে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের খাদ্য সহায়তা অব্যাহত রেখেছেন। রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। তবে বাংলাদেশে নতুন করে রোহিঙ্গা শরণার্থী অনুপ্রবেশের ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এ পর্যন্ত অন্তত ৭০ হাজার রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আন্তর্জাতিক মহল থেকে এও বলা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ আরও বাড়তে পারে। মিয়ানমারে ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা দীর্ঘদিন থেকে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত আরাকান আর্মিসহ কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠীকে দমনের নিমিত্ত। বর্তমানে মিয়ানমার সেনাবাহিনী গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত ও কোণঠাসা। বাংলাদেশ কক্সবাজার-উখিয়া-টেকনাফে ১২ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে এমনিতেই বিপর্যস্ত ও দিশেহারা। গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টিও ঝুলে আছে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের চাপ সত্ত্বেও। সেক্ষেত্রে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে মিয়ানমার সরকারকেই। সে অবস্থায় মিয়ানমারে চীন ও ভারতের প্রভাব এবং ভূরাজনৈতিক বিষয়টি আমলে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে পারে, যেটি হবে বাংলাদেশের জন্য অনুকূল।

> অন্যদিকে, মিয়ানমারে দ্রুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনও সম্ভব নয়। কেননা, গৃহযুদ্ধে লিপ্ত মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যাও বর্তমানে বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। এদিকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তাও কমছে দিন দিন। তবে আশার কথা এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

আমাকে অক্সিজেন দাও, বাঁচতে চাই

শহিদুজ্জামান শাকিল

ঢাকা, বাংলাদেশের রাজধানী, এক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক শহর। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এই শহরটি আজ বিশ্বের অন্যতম দূষিত শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানকার বায়ু দূষণের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে, যা শহরের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। শনিবার (১ মার্চ) শহরটির বাতাস 'খুব অস্বাস্থ্যকর' অবস্থায় রয়েছে। বিশ্বের ১২৪টি শহরের মধ্যে সকাল ১০টার দিকে বায়ুদূষণে রাজধানী ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয়। আন্তর্জাতিক বায়ুমান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, ১৭৪ স্কোর নিয়ে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা। এই দূষণের পেছনে অনেক কারণ জড়িত। ঢাকা শহরের রাস্তায় অসংখ্য যানবাহন চলাচল করে, যাদের বেশিরভাগই পুরনো ও নিম্নমানের। জ্বালানি ব্যবহারে এই যানবাহনগুলো থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত করে। একটা বাসের 'ইকোনমিক লাইফ' সাধারণত ১০-১৫ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। উন্নত দেশগুলোতে বাসের ইকোনমিক লাইফ শেষ হওয়ার পর সেগুলোকে সড়ক থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। কারণ কোনো যানবাহনের ইকোনমিক লাইফ শেষ হয়ে গেলে সেগুলো ঠিকভাবে জ্বালানি পোড়াতে পারে না। তখন সেগুলোর ধোঁয়ার সঙ্গে ক্ষতিকর রাসায়নিক নির্গত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে যানবাহনের ইকোনমিক লাইফ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অবাধে চলাচল করতে পারে সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং ট্র্যাফিক পুলিশদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে। দূষণবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ক্যাপস-এর 'দেশব্যাপী ৬৪ জেলার বায়ুদূষণ সমীক্ষা ২০২১' অনুযায়ী, ঢাকার আশপাশের প্রায় ১২০০ টি ইটভাটা, ছোট-বড় কয়েক হাজার শিল্প কারখানা আছে, যেগুলো দূষণের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ইটভাঁটি এখনো সনাতন পদ্ধতিতে চলছে। এইসব ইটভাঁটিতে জ্বালানি হিসেবে কয়লা, কাঠ ব্যবহার করা হয়। ফলে এটা থেকে প্রচুর ছাই তৈরি হয় এবং কার্বন মনোঅক্সাইড, সালফার অক্সাইড ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো দূষিত কণা বাতাসের সঙ্গে মেশে। শহরের আশপাশে অবস্থিত শিল্প কারখানাগুলো থেকে নির্গত ধোঁয়া ও রাসায়নিক পদার্থ বায়ুকে দূষিত করে। রাজধানীতে সারাবছরই ছোট-বড় অজস্র ভবন নির্মাণ এবং রাস্তা মেরামতের কাজ চলে। এর পাশাপাশি গত কয়েকবছরে যোগ হয়েছে মেট্রো-রেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ বিভিন্ন বড় প্রকল্প। যেকোনো ধরনের নির্মাণ কাজ করার সময় বায়ুদূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে সেসব নিয়ম পালনের তোয়াক্কা করতে দেখা যায় না। চলমান নির্মাণ কাজ থেকে প্রচুর ধুলোবালি বাতাসে মেশে, যা বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে শহরের বিভিন্ন স্থানে বর্জ্য জমে থাকে, যা পচে গিয়ে বায়ুকে দূষিত করে। বর্জ্য পোড়ানো বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। ক্যাপসের গবেষণা অনুযায়ী, ঢাকার যেসব এলাকায় বর্জ্য পোড়ানো হয়, সেইসব এলাকাতেই বায়ুদূষণ বেশি হচ্ছে। ময়লার স্তূপ যেখানে থাকে, সেখানে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। অনেক সময় মিথেন গ্যাসের দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীরা আগুন জ্বালায়। আইনগতভাবে পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ হলেও এর কেউ তোয়াক্কা করে না। এমনকি পুলিশও এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয় না। যার ফলে প্রতিনিয়ত মানুষের ধূমপান থেকে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বায়ু দূষণের প্রভাব জনজীবনের ওপর অত্যন্ত ভয়াবহ। বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগ দেখা দিচ্ছে। বায়ু দূষণের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, যা জীববৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বায়ু দূষণের কারণে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বায়ু দূষণ রোধে আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। পুরনো ও নিম্নমানের যানবাহন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করতে হবে। শিল্প কারখানাগুলো থেকে নির্গত ধোঁয়া ও রাসায়নিক পদার্থ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে যাতে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে। নির্মাণ কাজ থেকে নির্গত ধুলোবালি নিয়ন্ত্রণে পানি ছিটানোর মতো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। ইটভাটাগুলো থেকে নির্গত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং ইটভাটার ধোঁয়া যতটুকু সম্ভব ওপরের দিকে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে ময়লা আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলে। প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে। বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে হবে, যাতে বায়ু দূষণ রোধ করা যায়। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ একটি জটিল সমস্যা, যার সমাধান সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব। সরকারের পক্ষে কখনোই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না যদি না জনগণ সচেতন হয়। আমাদের সকলের উচিত সচেতন হওয়া এবং বায়ু দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। চলুন আজ থেকেই আমরা শপথ নিই, 'বায়ু দূষণ রোধ করি, একে অপরের জীবন রক্ষা করি।'

লেখক : শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ

সাইবার হামলা প্রতিরোধে করণীয়

ড. এম. মেসবাহউদ্দিন সরকার

সাইবার অ্যাটাক হলো এমন একটি আক্রমণ যা ডিজিটাল বা কম্পিউটার সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করে তথ্য চুরি, ক্ষতি বা নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে। সাধারণত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, সার্ভার, ওয়েবসাইট বা ইন্টারনেট-সংযুক্ত ডিভাইসগুলোর ওপর সংঘটিত হয় এবং এটি সাধারণত ক্ষতিকারক উদ্দেশ্যে চালানো হয়। তথ্য চুরি, সিস্টেম ধ্বংস, আর্থিক ক্ষতি এবং সাইবার গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেসব যন্ত্র নেটওয়ার্ক দ্বারা একসঙ্গে যুক্ত থাকে যেমন- কম্পিউটার অথবা মোবাইল, এসব যন্ত্র ব্যবহার করে যখন কোনো অপরাধ করা হয় তাকে সাইবার ক্রাইম বলে। যারা এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদের সাইবার অপরাধী বলে। ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল যুগের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটে অপরাধের সংখ্যা আরও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেহেতু এ ধরনের অপরাধ যে কোনো দূরবর্তী অবস্থান থেকে করা যেতে পারে, তাই বেশিরভাগ অপরাধী সাইবার ক্রাইমকে বেছে নিচ্ছে। সাধারণত ফিসিং, হ্যাকিং, সাইবার-নির্যাতন, পরিচয় চুরি করা, স্প্যামিং এ ধরনের অপরাধ বেশি সংঘটিত হয়। তবে বর্তমান সময়ে বহুল ব্যবহৃত সাইবার হামলার অন্যতম একটি হচ্ছে ফিশিং, ভিশিং এবং স্মিশিং। ফিশিং একটি সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আক্রমণ, যেখানে আক্রমণকারী বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে অবস্থান করে এবং ভিকটিমকে ভুয়া ই-মেইল পাঠায়। এই ই-মেইলের লিংকে ক্লিক করলেই সমস্ত তথ্য চলে যায় হ্যাকারদের হাতে। জনপ্রিয় ওয়েবসাইট, স্টোরেজ বা প্ল্যাটফর্মের নামেও ছদ্মবেশে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ডসহ বিভিন্ন সংবেদনশীল তথ্যগুলো ফিশিংয়ের মাধ্যমে হাতিয়ে নিচ্ছে সাইবার ক্রিমিনালরা। এছাড়াও ম্যালওয়্যার ও ভাইরাস ছড়াতেও ব্যবহার হচ্ছে এটি। এ ধরনের ক্রেডেনশিয়াল ফিশিংগুলো ব্যক্তি ও করপোরেট প্রতিষ্ঠান উভয়কেই টার্গেট করে তাদের হামলা পরিচালিত করে।

ভিশিং মানে ভয়েস ফিশিং (ঠড়রপব চযরংযরহম)। যখন কম্পিউটার বা ইন্টারনেট নিয়ে বেশ সতর্ক তখন হ্যাকার হ্যাকিং কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে একটি ফোন কলের মাধ্যমে। সাধারণত ফোন করে ব্যবহারকারীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চাওয়া হয় এই হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে। যেমন আপনার ডেবিট কার্ড নাম্বার, ক্রেডিট কার্ড নাম্বার, বিভিন্ন পাসওয়ার্ড বা পিন নাম্বার। কলটি এমন ভাবে করা হয় ভিকটিম বুঝতেই পারবে না হ্যাকার কল করেছে বা তাকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে বিকাশের মাধ্যমে এমনটি প্রায়ই করা হয়। বলা হয় আমি বিকাশের কাস্টমার কেয়ার থেকে বলছি, আপনার এই তথ্যগুলো লাগবে, না দিলে আজকের ভেতর আপনার অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যাবে। অসচেতন কাস্টমাররা অজ্ঞতাবশত তাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন- পিন নাম্বার, জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার দিয়ে দেন। এরপর যা হওয়ার তাই ঘটে। বাইরের দেশগুলোতেও এমনটি হয়। যেমন- যারা কোনো কোম্পানিতে কাজ করে তাদের ফোনে কল দিয়ে বলা হয় আমি অমুক কোম্পানির আইটি ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি। ভিশিং হ্যাকিংয়ে মূলত ভিকটিমকে ভয় দেখানো হয়। যেমন- এখনি তথ্য না দিলে আপনার অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যাবে বা অফিসের কাজে জরুরি এই তথ্যগুলো লাগবে ইত্যাদি।

স্মিশিং মানে এসএমএস ফিশিং (ঝগঝ চযরংযরহম)। এর মাধ্যমে হ্যাকার ইন্টারনেট ব্যবহার না করে শুধু টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে হাতিয়ে নিতে পারে হাজার হাজার টাকা। আমাদের দেশে ২০১৯ সালের দিকে এ ধরনের হ্যাকিং দেখা যেত। আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টে হঠাৎ করে বিশাল অ্যাকাউন্টের টাকা ক্যাশ ইন হতো। সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজন কল করে বলত, ভাই ভুল করে আপনার ফোনে টাকা চলে গেছে দয়া করে পাঠিয়ে দিন। আপনি ব্যালেন্স না চেক করে টাকা পাঠালেন তো আপনার টাকা চলে গেল তাদের হাতে। অথচ আপনার অ্যাকাউন্টে কোনো টাকাই আসেনি। এ ধরনের হ্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো পরিচিত নাম্বার ব্যবহার করা হয়। যেমন- বিকাশ রকেট পেপাল ইত্যাদি। দেখে বুঝতেই পারবেন না এটা ফেইক নাম্বার। অন্যান্য দেশে যাদের পেপাল আছে তাদের ফোনে মাঝে মাঝে এমন হ্যাকিং মেসেজ আসে যারা ভুল করে তথ্য রিপ্লাই দেয় তাদের সব তথ্য চলে যায় হ্যাকারের হাতে। কখনো কখনো টেক্সট মেসেজে লিংক পাঠিয়েও বিভ্রান্ত করা হয় ভিকটিমকে। লিংকে ক্লিক করে ফিশিং সাইটে চলে যান এবং ইউজার বুঝে উঠার আগেই সে হ্যাকিংয়ের শিকার হন। সাইবার আক্রমণের কারণ হলো- আর্থিক লাভ : অনেক সাইবার আক্রমণ অর্থ চুরি বা অর্থনৈতিক লাভের জন্য পরিচালিত হয়। র‍্যানসমওয়্যার আক্রমণে হ্যাকাররা মুক্তিপণ দাবি করে বা ফিশিং আক্রমণের মাধ্যমে ব্যাংক তথ্য চুরি করে। গুপ্তচরবৃত্তি এবং ডেটা চুরি : অনেক সময় সাইবার আক্রমণ সংবেদনশীল তথ্য চুরি বা গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য পরিচালিত হয়, বিশেষত করপোরেট বা সরকারি সংস্থার ওপর। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য : কিছু সাইবার আক্রমণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, যেখানে হ্যাকাররা কোনো দেশ বা সংস্থার বিরুদ্ধে তথ্য প্রকাশ, গোপনীয়তা লঙ্ঘন, বা ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালায়। সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের ক্ষতি : অনেক হ্যাকার সিস্টেমে ক্ষতি বা বিনষ্ট করার জন্য ম্যালওয়্যার বা ডিডস আক্রমণ চালায়, যা তথ্য এবং নেটওয়ার্কের অকার্যকারিতা সৃষ্টি করে। ফিশিং ছাড়াও আরও নানাভাবে সাইবার আক্রমণ হতে পারে। যেমন- ম্যালওয়্যার আক্রমণ (গধষধিৎব অঃঃধপশ) : ম্যালওয়্যার হলো একটি ক্ষতিকারক সফটওয়্যার যা কম্পিউটার সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করে এবং ক্ষতি করে। উদাহরণ- ভাইরাস, ওয়ার্ম, ট্রোজান হর্স এবং র‍্যানসমওয়্যার। ম্যালওয়্যার আক্রমণ ব্যবহারকারীদের সিস্টেমে ইনস্টল হয়ে ডেটা চুরি করতে পারে, সিস্টেম ধ্বংস করতে পারে, বা ব্যবহারকারীর তথ্য হ্যাক করে মুক্তিপণ দাবি করতে পারে (র‍্যানসমওয়্যার)। ডিডস আক্রমণ (উউড়ঝ) : ডিডস আক্রমণে হ্যাকাররা বিভিন্ন কম্পিউটার থেকে একটি নির্দিষ্ট সার্ভার বা ওয়েবসাইটে প্রচুর ট্রাফিক পাঠায়, যার ফলে সার্ভার অকার্যকর হয়ে যায় বা ওভারলোড হয়ে পড়ে। এটি সাধারণত সার্ভার বা ওয়েবসাইটকে অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ম্যান-ইন-দ্য-মিডল আক্রমণ : এ ধরনের আক্রমণে হ্যাকার ব্যবহারকারী এবং সার্ভারের মধ্যে যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করে এবং সেই ডেটা গোপনে পর্যবেক্ষণ বা পরিবর্তন করে। এই আক্রমণ সাধারণত ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে বা অরক্ষিত যোগাযোগ চ্যানেলে ঘটে। পাসওয়ার্ড আক্রমণ : হ্যাকাররা ব্যবহারকারীদের পাসওয়ার্ড চুরি করতে বা অনুমান করতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেমন ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক, ডিকশনারি অ্যাটাক, বা পাসওয়ার্ড ফিশিং। পাসওয়ার্ড আক্রমণের মাধ্যমে সিস্টেমে প্রবেশ করে হ্যাকাররা ডেটা চুরি বা পরিবর্তন করতে পারে।

কিছু কিছু টুলস এবং একটু সচেতন হলেই এসব সাইবার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন- অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার : ম্যালওয়্যার সনাক্তকরণ এবং অপসারণের জন্য অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার এবং অ্যান্টি-ভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করা উচিত। নিয়মিত স্ক্যান এবং সফটওয়্যার আপডেট করে সিস্টেমকে নিরাপদ রাখা সম্ভব। দৃঢ় পাসওয়ার্ড এবং মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (গঋঅ) : শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার এবং মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (যেমন ঝগঝ কোড বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট) ব্যবহার করা নিরাপত্তা বাড়ায়। ই-মেইল এবং লিঙ্ক যাচাই : ফিশিং আক্রমণ থেকে বাঁচতে ই-মেইল এবং লিঙ্কগুলির সত্যতা যাচাই করা উচিত এবং সন্দেহজনক মেসেজ বা ই-মেইল থেকে সতর্ক থাকতে হবে। ফায়ারওয়াল এবং ইনট্রুডশন ডিটেকশন সিস্টেম (ওউঝ) : ফায়ারওয়াল এবং ওউঝ/ওচঝ (ওহঃৎঁংরড়হ উবঃবপঃরড়হ/চৎবাবহঃরড়হ ঝুংঃবস) ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক ট্রাফিক পর্যবেক্ষণ এবং সুরক্ষিত করা উচিত। নিয়মিত ব্যাকআপ : ডেটার নিয়মিত ব্যাকআপ তৈরি করা উচিত, যাতে সাইবার আক্রমণের কারণে ডেটা হারিয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার করা যায়। অন্য উপায়গুলো হলো- কোনো মেসেজ আসলে বারবার চেক করুন এটা আপনার অফিসের বা ব্যাংকের নাম্বার কিনা। যতই জরুরি হোক কখনোই ফোনে আপনার ব্যাংক ডিটেইলস, ব্যক্তিগত পিন নাম্বার দিতে যাবেন না। মনে রাখবেন ব্যাংক কখনোই আপনার কাছে এমন তথ্য চাইবে না। ব্যাংক বা অফিসের সকল টেক্সট মেসেজ অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করুন। তাই টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে কোনো লিংক পাঠালে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকুন। লেখক : অধ্যাপক, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, আইআইটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সড়কে প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ

খালিদ ইবনে আমিন

বাংলাদেশে সড়ক-মহাসড়কে নৈরাজ্য নাগরিকদের জীবনে এক পুরনো ঘটনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যত সমস্যা দেশের আপামর জনসাধারণকে দৈনন্দিন জীবনে কুরে কুরে খাচ্ছে, সড়কে পরিবহন নৈরাজ্য তার মধ্যে অন্যতম। যাদের দেশের বড় বড় শহর কিংবা শহরতলীতে বসবাস, তারা প্রতিনিয়তই এই বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়ে তিক্ত জীবনধারণ করছেন। সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আইন রয়েছে, আইন প্রয়োগ করার সংস্থা আছে। তবে বাস্তবায়নে যথেষ্ট কার্পণ্য দৃশ্যমান। কিন্তু কেন? এর বহুবিধ জবাবের মধ্যে অন্যতম হলো আত্ম-জবাবদিহিতায় অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রচণ্ড রকম অনাগ্রহ। দেশপ্রেমের চেয়ে বস্তুবাদী স্বার্থের প্রতি খুব বেশি মনোনিবেশ। অর্পিত দায়িত্ব পালনে অনীহা একটি জাতির দায়িত্বশীল পর্যায়ে যদি কারও মধ্যে দৃশ্যমান হয়, তবে তা রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রচণ্ড অন্তরায়। কোথাও চলছে নীরব চাঁদাবাজি, আবার. সরব চাঁদাবাজিও। মাঝখানে বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের খরচের বহর দিনকে দিন বাড়ছে। একেক রুটে একেক ধরনের ভাড়া আদায় করা হয়– যাচ্ছেতাই দশা। পরিবহন শ্রমিকরা নিজেদের ইচ্ছেমতো ভাড়া আদায় করছে। লেগুনা থেকে বাসে উঠে এক স্টপেজ থেকে আরেক স্টপেজে নামলেই ভাড়া নেওয়া হচ্ছে ১০ টাকা। কিলোমিটার প্রতি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে না, যা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়। সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট গন্তব্যের ভাড়া আদায় না করে যে যার মতো, যা ইচ্ছা তাই করছে! দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের নানা পেশার, নানা মতের মানুষকে নিয়ে কাজ করে এমন অনেক দেশী-বিদেশী এনজিও রয়েছে। কিন্তু পরিবহন শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি সংস্থা খুব একট দেখা যায় না। ড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর যে মহামিছিল আমরা প্রতি বছর দেখতে পাই তার লাগাম টানতে হলে দেশ-বিদেশের আভিজ্ঞতা সামনে রেখে, উচ্চতর একাডেমিশিয়ান, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় সাধন করে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা গেলে তবেই যদি সড়কের মৃত্যুর মিছিল কিছুটা হলেও কমে আসে। সাধারণত সড়কে যে সকল কারণে নৈরাজ্য হয়ে থাকে অপ্রশস্ত রাস্তা, যেখানে সেখানে কারপার্কিং, যাত্রী ওঠা-নামা, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, আইন মেনে না চলা, যানবাহনের বেপরোয়া চলাচল, চালকদের শিক্ষার অভাবসহ নানা বিষয় রয়েছে। এসব কারণে নগরীতে দিনভর লেগে থাকে যানজট। ফলে ঘটছে দুর্ঘটনা। যানজট ঢাকা নগরবাসীর কাছে একটি মূর্তিমান আতঙ্কের নাম। এ শহরে ৭৩টি মোড়ে যানবাহন আটকে যায়। বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা গেছে, অসহনীয় যানজটে প্রতিদিন ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়ে ৯৮ হাজার কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। ১১ হাজার কোটি টাকার জ্বালানি নষ্ট হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি রাজধানীতে যানজটের সৃষ্টি করছে। প্রতিদিনের অসহ্য যানজটের কারণে স্থবির হয়ে পড়ে মানুষের জীবন-জীবিকা। হাজার কোটি টাকার প্রকল্পও নগরবাসীকে যানজটমুক্ত নগরজীবন উপহার দিতে পারেনি।

রাজধানীতে গত ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মাধ্যমে চালু করা হয় ই-টিকিটিং পদ্ধতি এবং কাউন্টারভিত্তিক বাস সার্ভিস। রাজধানীর সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে আব্দুল্লাহপুর থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে টিকিট কাউন্টার সার্ভিস উদ্বোধনও করা হয়। ২১টি কোম্পানির প্রায় ২ হাজার ৬১০টি বাস চলার কথা। যত্রতত্র বাসে ওঠা-নামা করা যাবে না। এসব বাসে টিকিট ছাড়া কেউ ওঠা যাবে না। রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে পরিবেশদূষণকারী বেবিট্যাক্সি ও মিশুক উঠিয়ে দিয়ে ২০০৩ সালে গণপরিবহনে যুক্ত হয় সিএনজি চালিত অটোরিক্সা। শর্ত ছিল, মিটারে নির্ধারিত ভাড়ায় চলবে অটোরিক্সা। কিন্তু কিছুদিন পর মিটার থাকলেও চালকরা চুক্তিতে চলাচল করতে যাত্রীদের বাধ্য করে। গত দুই দশক ধরে রাজধানী ঢাকা ও বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রামে অটোরিক্সা সেবায় চলছে নৈরাজ্য।

স্বাধীনতার পর নতুন দেশে ১৯৮৩ সালে সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থাকে ঝুঁকিমুক্ত, নিরাপদ, ও দুর্ঘটনামুক্ত রাখতে মোটরযান অধ্যাদেশ আইনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯ সেপ্টেম্বর 'সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮' নামে জাতীয় সংসদে আইন পাস হয়। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন আইন একই সঙ্গে প্রায়োগিক এবং বিতর্কিত আইনগুলোর মধ্যে অন্যতম। সড়কে দুর্ঘটনা, যানজট ও নৈরাজ্য বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়, যা আমাদের নাগরিক জীবনে নিত্যদিনের সঙ্গী। দেশের সড়ক মহাসড়কে সমস্যা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা কম হয়নি। কিন্তু কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়কের দাবিতে বড় একটি আন্দোলন করে। এ আন্দোলনে দেশের জনগণ ব্যাপক সাড়া দিলেও সরকারের নীতিনির্ধারকরা নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়ন করতে পারেনি। গত সাড়ে ১৫ বছরে আওয়ামী শাসনামলে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে না পারার কারণ, সে সময় পরিবহন ইউনিয়নের নেতা ছিলেন স্বয়ং মন্ত্রী। যিনি সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে সরকারকে কঠিন পদক্ষেপ নিতে বাধা দিয়েছেন। তিনি সব সময়ই পরিবহন শ্রমিক ও মালিকদের স্বার্থ দেখেছেন। যখন তখন সারা দেশে পরিবহন-যোগাযোগ বন্ধের নামানোর হুমকি দিতেন। গণপরিবহনের মালিক বা শ্রমিকরা চাইলে জনদুর্ভোগ তৈরি করতে পারে। হঠাৎ বাস ধর্মঘট ডাক দিলেই হয়। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছে যায়। সড়ক-মহাসড়ক পরিবহন আইনে বলা আছে, ১০ মিটারের মধ্যে কোনো স্থাপনা থাকা যাবে না। কিন্তু যখনই একটি মহাসড়ক তৈরি হচ্ছে, তখনই দুই পাশে অবৈধ হাট-বাজার থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা গড়ে উঠছে। সড়কে নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টিতে এ সকল প্রতিষ্ঠানও যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। সড়ক পরিবহন আইন অনুযায়ী, অটোরিক্সার মতো কোনো কন্ট্রাক্ট ক্যারিজের চালকরা যেকোনো গন্তব্যে যেতে রাজি না হলে, বেশি ভাড়া চাইলে ছয় মাসের কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং চালকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হিসেবে দোষসূচক ১ পয়েন্ট কর্তন করা হবে। এভাবে ১২ পয়েন্ট কাটা গেলে লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। সড়ক পরিবহন আইনে আরও বলা হয়েছে, মালিক নির্ধারিত দৈনিক জমার বেশি টাকা দাবি করলে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। চট্টগ্রাম কিংবা ঢাকা শহরের সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, রেলস্টেশন অথবা বাসটার্মিনালের মতো জায়গায় ভোর বেলায় চালকরা যাত্রীদের কাছে ইচ্ছা মতো ভাড়া চেয়ে থাকে। এক কথায় ঝোপ বুঝে কোপ মারে। সিএনজিচালিত অটোরিক্সার নীতিমালায় চালক ও মালিকের শাস্তির বিধান রয়েছে। ২০১৮ সালে করা সড়ক পরিবহন আইনেও কঠোর শাস্তির বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এতো কঠিন আইন থাকার পরও কেউই আইন মানছে না। দেশে নিবন্ধিত মোটরসাইকেল প্রায় ৩৫ লাখ। চালকদের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশেরই ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। এদের বয়স ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কিশোররা সড়কের নিয়ম-কানুন মানে না এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জাম পরিধান করে না। তাদের মধ্যে সড়ককে 'রেসিং ট্র্যাক' বানানোর ভয়াবহ প্রবণতা দেখা যায়। মোটরসাইকেলের বেপরায়া চলাচল যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। সারা দেশের সড়কে তরুণদের বেপরোয়া রেসিং দুর্ঘটনার পুরনো কারণগুলোর সঙ্গে নতুন অনুষঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলছে প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সড়কে দুর্ঘটনা বেড়েছে ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ, মৃত্যু বেড়েছে ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, আর আহতের সংখ্যা বেড়েছে ১৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ। সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশ হেলথ ইনজুরি সার্ভে-২০১৬তে উল্লেখ করা হয়েছিল, দেশে প্রতিদিন গড়ে ৬৪ জন মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। আমাদের দেশে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৪০-৪৫ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে, যা জিডিপির প্রায় আড়াই থেকে তিন শতাংশ। অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনায় কর্মক্ষম এবং উপার্জনশীল ব্যক্তিরাই নিহত হন। যারা আহত হচ্ছেন, তাদের চিকিৎসার জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

দেশের সড়ক-মহাসড়কে নৈরাজ্যের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে, সড়কে আগের ঝুঁকিপূর্ণ ব্ল্যাক স্পটগুলোর সঙ্গে নতুন ব্ল্যাক স্পট যুক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সড়ক দুর্ঘটনার আরেকটি বড় কারণ, আনফিট ভেহিক্যাল। সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে ২০২১ সালের প্রথম থেকে আনফিট ভেহিক্যাল নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে বছরের শেষ নাগাদ আরও ৬০ হাজার আনফিট ভেহিক্যাল যুক্ত হয় বিদ্যমান বহরের সঙ্গে। অবৈধ যানবাহন ও অবৈধ চালকদের বাড়াবাড়িও উচ্চ ঝুঁকি তৈরি করছে। ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনতে পশ্চিমাঞ্চলের বেড়িঁবাধ ঘিরে আব্দুল্লাহপুর থেকে ডেমরা পর্যন্ত এবং পূর্বাঞ্চলে আব্দুল্লাহপুর থেকে পূর্বাচল হয়ে ডেমরা পর্যন্ত প্রায় ৮৮ কিলোমিটারের একটি ইনার রিং রোড তৈরির প্রস্তাবনা ছিল। দুঃখজনক হলেও সত্যি, এই প্রকল্পের কাজ এখনো শুরুই হয়নি। পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে। দক্ষিণাঞ্চলের হৃৎপিণ্ড পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে উভয় তীরে দ্রুতগতির যানবাহনগুলো রাজধানীর দিকে কিংবা ভাঙ্গার দিকে খুব অনায়াসে যেতে পারছে। সেতুর কারণে এ অঞ্চলের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের চাপ আরও বাড়বে। পদ্মা সেতুর ফলে, দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চল বা উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে যাতায়াত ঢাকার ওপর দিয়ে হওয়ায় রাজধানীর অর্থনীতি মন্থর হতে পারে। সড়ক বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, ঢাকা শহরে যানবাহনের গ্রোথ অনুযায়ী, আগামী ৫ বছরে দক্ষিণাঞ্চল থেকে ঢাকায় ২০ হাজার গ্রোথ আসবে। এটা আগামীতে বেড়ে ৩০-৩৫ হাজার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা পদ্মা সেতুর ট্রাফিকের গ্রোথ বা চাপ সামলানোর জন্য পরিকল্পনায় ছিল। কিন্তু সেখানে সড়ক নির্মাণের দীর্ঘসূত্রতা রাজধানীর ট্রাফিক জ্যাম ও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে শুধু সচেতনতা বাড়ালেই চলবে না, উন্নত দেশগুলোর মতো আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে, যাতে কেউ আইন লঙ্ঘনের সাহস না পায়। সড়ক দুর্ঘটনায় জীবন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা, চোখ হারানোসহ বিভিন্ন অঙ্গহানি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যিনি প্রাণ হারালেন তার তো একরকম গতি হলো। কিন্তু যে ব্যক্তির অঙ্গহানি ঘটলো তার দুর্বিষহ জীবন কেবল তিনি ও তার পরিবারই বহন করেন। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সড়ক দুর্ঘটনায় পরিবারের একমাত্র সন্তানের নিহতের খবর। দাম্পত্য জীবনে পরিবারের একমাত্র সন্তান হারিয়ে বাবা-মা বাকরুদ্ধ, নির্বিকার। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তাদের আর কোনো বিকল্প পথও নেই। এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয় কোনো দিন।

লেখক : সাংবাদিক

পাকিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলা, নিরাপক্ষা রক্ষী নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের কালাত জেলায় দেশটির আধাসামরিক বাহিনীর কনভয় লক্ষ্য করে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছে এক নারী। এতে অন্তত একজন নিরাপত্তা রক্ষী নিহত হয়েছে। সেইসঙ্গে আহত হয়েছে আরও চারজন। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর জিও নিউজের। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তা বিলাল সাব্বির বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, কালাত জেলায় একজন নারী আত্মঘাতী হামলাকারী ফ্রন্টিয়ার কর্প্সের (এফসি) কনভয় লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এতে এফসির একজন সদস্য নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও চারজন। স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা হাবিব বাবাই বার্তাসংস্থা এএফপি হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। তবে এই হামলার দায় এখন পর্যন্ত কেউ স্বীকার করেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে নিহত সেনা আতাউল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এ ছাড়া তার পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানিয়েছেন মহসিন। বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বুগতিও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলার পরিমাণ অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর এসব হামলা হচ্ছে। পাকিস্তান ইন্সটিটিউট ফর কনফ্লিক্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ (পিআইসিএসএস) জানিয়েছে, ২০২৫ সালে জানুয়ারিতে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। গত মাসের চেয়ে জানুয়ারি মাসে ৪২ শতাংশ বেড়েছে বলে পিআইসিএসএস উল্লেখ করেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে পিএলআই প্রকল্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা (পিএলআই) প্রকল্প অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। এই প্রকল্পটি কেবল দেশীয় অর্থনীতি নয়; বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবন বৃদ্ধি করে বিশ্বব্যাপী ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই প্রকল্প ইলেকট্রনিক্স, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং নবায়নযোগ্য শক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতের প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে অবদান রাখছে। এর মাধ্যমে এটি আরো দক্ষ, প্রতিযোগিতামূলক এবং বৈচিত্র্যময় বাজার তৈরি করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের উৎপাদন খাত একটি বিপ্লবী রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য শিল্প প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং দেশকে একটি বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা (পিএলআই) প্রকল্পটি ২০২০ সালে চালু হওয়া ভারত সরকারের একটি উচ্চাভিলাষী নীতি, যা দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। পিএলআই প্রকল্পটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশল যার লক্ষ্য আমদানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করা।

ফিলিপাইনে বিদ্রোহীবিরোধী অভিযানে ২ ক্রুসহ যুদ্ধবিমান নিখোঁজ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিপাইনের একটি এফএ-৫০ যুদ্ধবিমান ও দুই ক্রু সদস্য নিখোঁজ রয়েছেন। তারা দক্ষিণ মিন্দানাও অঞ্চলে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে স্থল বাহিনীর সহায়তায় অভিযানে অংশ নিয়েছিল। দেশটির এক সামরিক কর্মকর্তা গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছেন। বিমানবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল কনসুয়েলো ক্যাস্তিলো বলেন, যুদ্ধবিমানটি লক্ষ্যবস্তুর দিকে যাওয়ার পথে 'ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে' উড়ছিল এবং 'স্থল বাহিনীর সহায়তায় রাত্রিকালীন কৌশলগত অভিযানের' সময় এটি নিখোঁজ হয়। পাশাপাশি মিশনের বিস্তারিত জানাতে অস্বীকৃতি জানালেও সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল লুই ডেমা-আলা নিশ্চিত করেছেন, নিখোঁজ এফএ-৫০ বিমানটি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মিন্দানাওয়ের বুকিদনন প্রদেশে অভিযানে অংশ নেওয়া একটি স্কোয়াড্রনের অংশ ছিল। এ ছাড়া চতুর্থ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফ্রান্সিসকো গারেলো জানান, এক পাহাড়ি এলাকায় নিউ পিপলস আর্মির (এনপিএ) বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ চলাকালে বিমান দিয়ে সহায়তার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, '৪০৩তম ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড ও বিদ্রোহীদের মধ্যে গোলাগুলি চলছিল, তখন বিমানবাহিনীর সহায়তা চাওয়া হয় এবং তারা অভিযানে সহায়তা করে।' দীর্ঘদিনের মাওবাদী বিদ্রোহে এখন আনুমানিক দুই হাজারেরও কম গেরিলা যোদ্ধা অবশিষ্ট রয়েছে বলে মনে করা হয়।

স্থানীয় অনুসন্ধান অভিযান এর আগে দেওয়া এক বিবৃতিতে ফিলিপাইন বিমানবাহিনী (পিএএফ) জানায়, নিখোঁজ বিমানটি লক্ষ্যবস্তুর এলাকায় পৌঁছনোর কয়েক মিনিট আগে স্কোয়াড্রনের অন্য বিমানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও বিমানবাহিনী এখন পর্যন্ত বিমানটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিখোঁজ হিসেবেই ঘোষণা করেছে, তবে বুকিদনন প্রদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা রামিল গুলাহাব জানান, স্থানীয় বন রক্ষীদের দিয়ে সম্ভাব্য স্থানে অনুসন্ধান চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আজ রাতেই দুটি দল পাঠানো হবে। তারা মাউন্ট কিলাকিরোন (দুই হাজার ৩২৯ মিটার) ও মাউন্ট কালাতুঙ্গান (দুই হাজার ৮৮০ মিটার) এলাকায় অনুসন্ধান করবে। দ্বিতীয় স্থানটি ফিলিপাইনের পঞ্চম উচ্চতম পর্বত। তিনি আরো জানান, সিগন্যাল যেখানে হারিয়ে গেছে, সেখানেই অনুসন্ধান চালানো হবে। তিনি একজন রিজার্ভ সেনা সদস্য হওয়ায় বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল।

৩ দশকের রেকর্ডভাঙা দাবানলে পুড়ছে জাপান

এফএনএস বিদেশ : জাপানে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে, এবং এটি আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে। এই দাবানলে এখন পর্যন্ত বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১ হাজার ২০০ এর বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব জাপানের অফুনাতো শহরে প্রায় এক সপ্তাহ আগে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। আবহাওয়াবিদদের মতে, অস্বাভাবিক শুষ্ক শীত ও প্রবল বাতাস এই আগুনের মূল কারণ। গত সোমবার পর্যন্ত দাবানল ২ হাজার ১০০ হেক্টর ভূমি ধ্বংস করেছে এবং ৮৪টি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া আরও ২ হাজার মানুষ আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন ধারণা করছে, এই দাবানলের কারণে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গত সপ্তাহে শহরের একটি সড়কে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। ২ হাজারের বেশি আত্মরক্ষা বাহিনীর (এসডিএফ) সদস্য ও দমকল কর্মী আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। তবে ঘন বন ও খাড়া পার্বত্য ভূমির কারণে আগুন নেভানোর কাজ কঠিন হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলটি ২০১১ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামিতে বিধ্বস্ত হওয়া শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। অফুনাতোর মেয়র কিওশি ফুচিগামি বলেছেন, আগুনের শক্তি অনেক বেশি।

২০৫০ সাল নাগাদ বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু অতিরিক্ত ওজন সমস্যায় ভুগবে: গবেষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক এবং এক-তৃতীয়াংশ শিশু অতিরিক্ত ওজন বা স্থুলতা সমস্যায় ভুগবে। যদি সরকারগুলো কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে এই সমস্যা তৈরি হবে বলে নতুন এক গবেষণায় জানানো হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দ্য ল্যানসেট মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি ২০৪টি দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করে এটিকে বর্তমান শতকের অন্যতম বড় স্বাস্থ্য সংকট বলে অভিহিত করেছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এখবর জানিয়েছে। এই গবেষণার প্রধান লেখক এমমানুয়েলা গাকিডো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভালুয়েশনে (আইএএইচএমই কর্মরত। তিনি বলেছেন, অতিরিক্ত ওজন ও স্থুলতার নজিরবিহীন বৈশ্বিক মহামারী এক গভীর ট্র্যাজেডি এবং এক বিশাল সামাজিক ব্যর্থতা। গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৯০ সালে বিশ্বজুড়ে ৯২.৯ কোটি মানুষ অতিরিক্ত ওজন বা স্থুলতায় ভুগছিল, যা ২০২১ সালে বেড়ে ২৬০ কোটি হয়েছে। যদি পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন না হয়, তাহলে গবেষকরা অনুমান করছেন যে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ৩৮০ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতায় আক্রান্ত হবে, যা ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ। গবেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, বিশ্বের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ব্যাপক চাপের মুখে

পড়বে। কারণ তখনকার স্থুলতাগ্রস্ত মানুষের এক-চতুর্থাংশের বয়স ৬৫-এর বেশি হবে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্থুলতার হার ১২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। গবেষকদের মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মোটা শিশু ও কিশোর-কিশোরী দুটি অঞ্চলে বসবাস করবে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা, এবং লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল। তবে এখনই যদি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাহলে এই সংকট রোধ করা সম্ভব, বলেছেন গবেষণার সহলেখক ও অস্ট্রেলিয়ার মারডক চিলড্রেনস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক জেসিকা কের। গবেষণায় বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বের মোট অতিরিক্ত ওজন বা স্থুল ব্যক্তিদের অর্ধেকের বেশি মাত্র ৮টি দেশে বসবাস করে চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, রাশিয়া, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া এবং মিসর। এই গবেষণার সাথে জড়িত নন, তবে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক থোরকিল্ড সোরেনসেন স্থুলতা বৃদ্ধির জন্য প্রধানত অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও নিষ্ক্রিয় জীবনধারা দায়ী হলেও এর প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে।

জার্মানিতে আবারও ভিড়ে গাড়ি ঢুকে নিহত ২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এবার জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর মানহাইমে একটি গাড়ি পথচারীদের এলাকায় ঢুকে পড়লে দুইজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের একজন ৮৩ বছর বয়সী নারী এবং ৫৪ বছর বয়সী এক পুরুষ। এই ঘটনা গত সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর দিকে ঘটেছে বলে মানহাইম পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনায় পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং আরও পাঁচজন সামান্য আঘাত পেয়েছেন বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাদ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ইস্টার কার্নিভ্যাল উপলক্ষে মানহেইমের রাস্তায় জড়ো হয়েছিলেন বহু মানুষ। প্যারেডপ্লাৎজ স্কোয়্যার থেকে মিছিল করে ওয়াটার টাওয়ার পর্যন্ত যাচ্ছিলেন তাঁরা। আচমকাই একটি কালো এসইউভি দুরন্ত গতিতে ছুটে এসে সেই মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।পিষে দেয় পথচারীদের। এ ঘটনার পর পুলিশ ৪০ বছর বয়সী এক জার্মান নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি একা ছিলেন। উগ্রবাদীদের সঙ্গে তার কোনও সম্পৃক্ততা নেই বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে তার মানসিক অসুস্থতার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেছে। এই ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন জার্মানির বিভিন্ন শহরে ইস্টার উদযাপন উপলক্ষে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। রোববার মানহাইম শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং মঙ্গলবারের জন্য বড় ধরনের ইভেন্ট নির্ধারিত ছিল। বর্তমানে একটি বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং শহরের কেন্দ্রে নির্ধারিত স্ট্রিট কার্নিভাল বাতিল করা হয়েছে। মানহাইমের উপশহর ফয়ডেনহাইম, নেকারাউ ও স্যান্ডহোফেনের কার্নিভাল ইভেন্টও স্থগিত করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি পেশায় একজন ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনার। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে রয়েছেন এবং স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন। তিনি একটি গুলি ভর্তি বন্দুক দিয়ে নিজেকে গুলি করেছিলেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, একটি কালো হ্যাচব্যাক গাড়ি দ্রুতগতিতে মানহাইমের প্ল্যাঙ্কেন শপিং স্ট্রিট দিয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল। ঘটনাস্থলের ছবি দেখায়, পুলিশের কর্মকর্তারা একটি ছোট কালো ফোর্ড গাড়ির সামনে মারাত্মক ক্ষতির চিহ্ন পরীক্ষা করছেন। ছবিগুলোতে দেখা গেছে, গাড়ির সামনের বাম চাকায় হাবক্যাপ নেই। সিসিটিভি ফুটেজেও এই একই চিত্র দেখা গেছে। বাদেন-ভুর্টেমবার্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থমাস স্ত্রোব্ল বলেছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি গাড়িটি 'একটি অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তবে এই ঘটনা শহরের ইস্টার কার্নিভাল উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে কোনও প্রমাণ নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। পুলিশ প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর রোমিও শ্লুসলার জানিয়েছেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দুটি হত্যার অভিযোগ এবং একাধিক হত্যাচেষ্টার তদন্ত চলছে। মানহাইমের মেয়র এই ঘটনাকে 'জঘন্য' ও 'অমানবিক' বলে অভিহিত করেছেন। জার্মানির বিদায়ী চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ জরুরি উদ্ধারকারী দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং মানহাইমের প্রত্যক্ষদর্শীদের এই মর্মান্তিক ঘটনা কাটিয়ে ওঠার শক্তি কামনা করেছেন। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে মিউনিখে ঠিক একই ভাবে ভিড় রাস্তায় ঢুকে পড়ে একটি গাড়ি। ওই ঘটনায় প্রাণ হারান ৩৭ বছরের এক মহিলা এবং তাঁর দু'বছরের সন্তান। গত এক বছরে জার্মানিতে একাধিক সহিংস হামলার ঘটনা ঘটেছে, যাতে বেশ কয়েকজন নিহত এবং শত শত মানুষ আহত হয়েছেন।

আবরার ফাহাদের স্বাধীনতা পদক নিয়ে যা বললেন ফারুকী

বিনোদন ডেস্ক : বুয়েটে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মারধরে নিহত আবরার ফাহাদ মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক-২০২৫ পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। গত সোমবার সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক ভেরিফায়েড পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি। এরপরই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয় বিভিন্ন মাধ্যমে। তারই রেশ ধরে এবার আবরার ফাহাদ মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক প্রসঙ্গে কথা বললেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। যেখানে তিনি বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধ' ক্যাটাগরিতে আবরার ফাহাদকে স্বাধীনতা পদক দেওয়া উচিত। ফারুকী তার স্ট্যাটাসে লিখেছেন, 'এবারের স্বাধীনতা পদক একুশে পদকের মতোই অনন্য হবে। আবরার ফাহাদের কথাটা যে কোনো ভাবেই হোক সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর অনেক সাংবাদিক ভাই-বোন এর সত্যতা জানতে চেয়েছেন। তাদের সবার জন্য উত্তর, একটু অপেক্ষা করেন, পুরো তালিকাই জানতে পারবেন। অসাধারণ সব নাম দেখতে পাবেন।' তিনি আরও লিখেছেন, 'এবার আসি এই পোস্ট লেখার আসল কারণে। আবরার ফাহাদের নাম সামনে আসায় সব স্তরের মানুষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পাশাপাশি একটা নির্দিষ্ট দলের লোকদের অবুঝ প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি, আবরার ফাহাদকে স্বাধীনতা পদক কী বিবেচনায় দেয়া হবে?' এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে নির্মাতা লেখেন, 'কী বিবেচনায় দেয়া উচিত সেটা ব্যাখ্যা না করে আমি বলতে চাই, কোন ক্যাটাগরিতে দেয়া উচিত। তাহলেই কেন দেয়া উচিতের উত্তর পাওয়া যাবে। আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিবেচনা, আবরার ফাহাদের ক্যাটাগরি হওয়া উচিত "মুক্তিযুদ্ধচ! মুক্তিযুদ্ধের ফল স্বাধীনতা। স্বাধীনতার প্রধান শর্ত সার্বভৌমত্ব। আর সার্বভৌমত্বের ভ্যানগার্ড আবরার ফাহাদ।

মিকা সিংয়ের অভিযোগ নিয়ে বিপাশার রহস্যময় পোস্ট

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের তারকা দম্পতি বিপাশা বসু ও করন সিং গ্রোভার ২০২০ সালে 'ডেঞ্জারাস' ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেন। এটি প্রযোজনা করেন ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী মিকা সিং। এর মাধ্যমে প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। দীর্ঘদিন পর মিকা সিং দাবি করেছেন, বিপাশা-করনের খামখেয়ালিপনার জন্য ১০ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকার বেশি) লোকসান হয়েছে তার। পিঙ্কভিলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন অভিযোগ করেন তিনি। ফলে বিষয়টি নিয়ে এখনো চর্চা চলছে বলিপাড়ায়। 'যা রটে, তার কিছু হলেও ঘটে'– সুতরাং বিপাশা-করনকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা উভয়ই চলছে। এ নিয়ে সরাসরি কোনো বক্তব্য দেননি এই দম্পতির কেউই। তবে বিপাশা ইঙ্গিতপূর্ণ একটি পোস্ট দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিপাশা বসু তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এক পোস্টে লেখেন, 'বিষাক্ত লোকেরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, আঙুল তুলে, দোষ চাপায় এবং দায় এড়িয়ে চলে।' এরপর আরেকটি পোস্টে বিপাশা বসু লেখেন, 'বিষাক্ত-নেতিবাচক মানসিকতার মানুষ থেকে দূরে থাকুন। ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুক।' বিপাশা বসু কারো নাম উল্লেখ না করলেও সমীকরণ সহজেই মিলিয়ে নিয়েছেন নেটিজেনরা। পিঙ্কভিলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিকা সিং বলেন, 'আমি ৫০ জনের একটি দলকে এক মাসের জন্য লন্ডনে নিয়েছিলাম। কিন্তু করণ ও বিপাশা অনেক কাহিনির জন্ম দেন। ফলে সময় দুই মাসে গড়ায়। বাজেট ৪ থেকে ১৪ কোটি রুপি বৃদ্ধি পায়।' স্বামী-স্ত্রী হওয়ার পরও হোটেলে আলাদা আলাদা রুম দাবি করেন বিপাশা-করন। ওয়েব সিরিজে এ দম্পতির চুম্বন দৃশ্য ছিল, কিন্তু শুটিংয়ের সময়ে বেঁকে বসেন। এসব নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন বলে দাবি মিকা সিংয়ের। অনেকটা আবেগপ্রবণ হয়ে মিকা সিং বলেন, 'আপনি কি ভাবতে পারেন, তারা এখন কেন কাজে নেই! ঈশ্বর সবকিছুই দেখেন।'

চতুর্থ সন্তানের বাবা হওয়ার শর্ত; জিততে হবে অস্কার!

বিনোদন ডেস্ক : হলিউড অভিনেতা কিরান কালকিন। জ্যাজের সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন এই অভিনেতা। এ দম্পতির ঘরে রয়েছে দুই সন্তান। কিন্তু কিরান চার সন্তানের বাবা হতে চান। আর এতে শর্ত জুড়ে দেন স্ত্রী জ্যাজ। তার শর্ত ছিল, অস্কার পুরস্কার জিতলে চতুর্থ সন্তান উপহার দেবেন তিনি। স্ত্রীর শর্ত পূরণ করেছেন কিরান। 'আ রিয়েল পেইন' সিনেমার জন্য সেরা সহ অভিনেতা বিভাগে অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ৯৭তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার গ্রহণের পর স্ত্রীর শর্তের কথা বিশ্ব মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেন এই অভিনেতা। যা নিয়ে নেটিজেনরা বেশ আলোচনা করছেন। রবার্ট ডাউনি জুনিয়রের হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে কিরান রসিকতা করে বলেন, 'হে ঈশ্বর, এটা দারুণ আমি জানতামও না অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার কাছে এটা বড় প্রাপ্তি।' তিনি বলেন, 'দাঁড়ান, আপনাদের সকলের সঙ্গে একটা কথা শেয়ার করি। জ্যাজের সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়েছিল সন্তান নিয়ে সেটাই বলব। দয়া করে মিউজিক চালিয়ে দেবেন না কেউ। এক বছর আগে, আমি জ্যাজকে বলেছিলাম, আমার তৃতীয় সন্তান চাই। ও আমাকে শর্ত দিয়েছিল যদি আমি এমি পুরস্কার জিতে ফিরি, তাহলেই সন্তান নিয়ে আসবে। ও ভাবেনি আমি জিততে পারি। সে যাই হোক! শো শেষের পর যখন পার্কিং লট দিয়ে যাচ্ছি তখন জ্যাজ আমাকে বলে, হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে কথাটা বললাম, মানে এবার আমায় তৃতীয় সন্তান নিয়ে আসতে হবে।' শেষে বলেন, 'আমি পালটা বলি, আমার চার নম্বর সন্তানও চাই। জ্যাজ আমাকে আবার শর্ত দেয় যে তুমি অস্কার জিতলেই আমি তোমাকে চতুর্থ সন্তান দেব।'

বক্স অফিসে চলছে 'নে ঝা ২' ঝড়

বিনোদন ডেস্ক : একটি নতুন সিনেমা বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসের সব রেকর্ড ভাঙতে চলেছে। সেই ছবিটি আমেরিকান কিংবা ইউরোপীয় নয়। এশিয়ার সিনেমাটিই এখন অ্যানিমেশন দুনিয়ার রাজত্ব করবে। বলছি চীনের সিনেমা 'নে ঝা ২'-এর কথা। এই ছবিটি ২ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। বিশ্বের প্রথম অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র হিসেবে এই বিশাল মাইলফলক স্পর্শ করেছে 'নে ঝা ২'। সেইসঙ্গে বিশ্বের প্রথম অ-ইংরেজি ভাষার সিনেমা হিসেবে ১ এবং ২ বিলিয়ন ডলার আয় করার রেকর্ডও করেছে ছবিটি। সিনেমাটিকে ভাবা হচ্ছে চীনের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির প্রতীক। দেশটির গর্বের প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে এটি। ছবিটির অভাবনীয় সাফল্য চীন তথা এশিয়ার সিনেমা শিল্পকে নতুন এক অধ্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। চাইনিজ রূপকথার গল্পের 'নে ঝা' সিনেমার সিক্যুয়েলটিও যেন সাফল্যের রূপকথা লিখে ফেললো। 'নে ঝা ২' পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। চীনে ২৯ জানুয়ারি মুক্তির পর সিনেমাটি মাত্র ৩৩ দিনে দেশটির বাজার থেকে ১.৯৬ বিলিয়ন ডলার আয় করে নেয়। এরপর ছবিটি আন্তর্জাতিক বাজারে মুক্তি পায় ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে, যখন 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা ৪'- এর মতো বিগ বাজেটের ছবি চলছিল। তার ভিড়েই 'নে ঝা ২' দেখিয়ে দিলো ম্যাজিক। দারুণভাবে দর্শক টেনেছে ছবিটি। উত্তর আমেরিকায় ১৬.১৮ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। যদিও গত সপ্তাহের তুলনায় সিনেমার প্রদর্শনের সংখ্যা কিছুটা কমেছে, তবুও রবিবার একদিনে ১৯.৫ মিলিয়ন ডলারের মতো বিস্ময়কর আয় উপহার দিয়েছে ছবিটি। তৈরি করেছে নতুন রেকর্ড। এই চমকপ্রদ অর্জন 'নে ঝা ২' এখন 'অ্যাভেঞ্জার্স: ইনফিনিটি ওয়ার' ছবির আয়কেও টপকে যাওয়ার পথে রয়েছে। অ্যাভেঞ্জার্স সিরিজের এই পর্বটি ২.০৫ বিলিয়ন ডলার আয় করেছিল। আর বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা ?'অ্যাভাটার'-কে পেছনে ফেলতে 'নেঝা ২' ছবিকে আয় করতে হবে ২.৯২ বিলিয়নেরও বেশি। ধারণা করা হচ্ছে আগামী ডিসেম্বরে জেমস ক্যামেরনের 'অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ' মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত 'নে ঝা ২' ছবির দর্শক ভাটা পড়বে না। ছবিটি নিয়ে এখন ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোও আগ্রহ দেখাচ্ছে। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা 'নে ঝা ২' কোথায় গিয়ে থামবে সেটাই কৌতুহলী হয়ে দেখার অপেক্ষায় সিনেমাপ্রেমীরা।

পুরোনো প্রেম বিষয়ে ফের আলোচনায় প্রভা

বিনোদন ডেস্ক : মডেল অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা। বর্তমানে অভিনয়ে তিনি অনিয়মিত। বেশ কিছুদিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। ফের অভিনয়ে মনোযোগী হবেন বলেও জানান। এদিকে কাজের বাইরে, নতুন করে পুরোনো প্রেম বিষয়ে আলোচনায় এসেছেন এ অভিনেত্রী। অভিনয় ক্যারিয়ারের শুরুর দিকেই একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাকে। এরপর নিজের ছক কষা গণ্ডিতেই থাকেন সবসময়। তবুও তার প্রেম নিয়ে প্রায়ই গুঞ্জন শোনা যায়। সেই গুঞ্জনে এসেছে একাধিক অভিনেতার নাম। এরমধ্যে একজন অভিনেতা মনোজ প্রামানিক। তবে তখন সেটা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন প্রভা।

বিষয়টি সম্প্রতি আবারও আলোচনায় এসেছে। এ নিয়ে কথাও বলেন অভিনেত্রী। তিনি বলেন, 'মনোজের সঙ্গে আমার কখনোই প্রেম ছিল না। মিডিয়াতে এটা প্রচলিত ছিল যে, আমাদের প্রেম আছে। এ কারণে মনোজের সঙ্গে আমার স্বাভাবিক সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়।' তিনি আরও বলেন, 'আমাকে নিয়ে অনেক গুঞ্জনই ছিল। যেসবের কিছু সত্যি ছিল, কিছু মিথ্যা। তবে আমি যেসব জোর গলায় মিথ্যা বলেছি, বা অস্বীকার করেছি সেগুলো গুজবই ছিল।' প্রেম বিষয়ে প্রভা জানান, একাধিকবার তার জীবনে প্রেম এসেছে। তবে সম্পর্কের একটা সময়ে মনে হয়েছে, হয়তো আজীবন একসঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না দুজনের। তখন হয়তো আর একসঙ্গে থাকা হয়নি। এদিকে প্রথম প্রেম প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রভা। তাকে শত্রু বলে আখ্যায়িত করেন অভিনেত্রী। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে মেকআপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ করে এসেছেন প্রভা। বর্তমানে তিনি নিজেকে মেকআপ আর্টিস্ট হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

যা কারণে মায়ের জন্মদিন পালন করে সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক : প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কেবল বলিউড নয়, হলিউডেও তার অভিনয়ের প্রশংসা করেন সিনেমাপ্রেমীরা। তার জীবনের নানা ঘটনা নেটিজেনরা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। তবে অনেকেরই অজানা প্রিয়াঙ্কা তার বাবার মৃত্যুর মাত্র ৬ দিন পরেই তার মায়ের জমজমাট জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করেছিলেন। বলিউডের দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা কেবল তার কাজের মাধ্যমেই নয়, অভিনেত্রীর চিন্তাভাবনাও ছিল অনেকের থেকে আলাদা। তাই বাবার মৃত্যুর পর একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। যা হয়ত বা অনেকে ভাবতেই পারবেন না। যে কারণে পরিবারের লোকেরাই তাকে নিয়ে নানা সমালোচনা করেছিলেন। এই ঘটনা অভিনেত্রীর মা মধু চোপড়া নিজেই শেয়ার করেছিলেন। তিনি জানান, কীভাবে প্রিয়াঙ্কা তার বাবা অশোক চোপড়ার মৃত্যুর পরপরই মায়ের প্রথম জন্মদিন পালন করেছিলেন। কারণ, একটাই মায়ের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনা। মধু বলেন, 'অশোক চোপড়ার মৃত্যুর পরপরই পার্টির আয়োজন করার জন্য তার কিছু আত্মীয়স্বজন প্রিয়াঙ্কার সমালোচনা করতে শুরু করেন।' প্রিয়াঙ্কার মা মধুর কথায়, 'আমার জন্মদিন ১৬ জুন। আমার বয়স যখন ৬০, তখন ও আমার জন্মদিনের একটা বড় পার্টির আয়োজন করেছিল। আমার স্বামীর অসুস্থতার কারণে পুরো পরিবার সেই সময় এমনিতেই উপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি মারা যান। সেই সময়টা খুবই কষ্টে কেটেছে দিন। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা সেই বছর আমার জন্মদিন পালনের ব্যাপারে অনড় ছিলেন। এবং সব আত্মীয়কে থেকে যেতে বলেছিলেন। কারণ, ওর বাবাও এমনটাই চাইতেন।' প্রসঙ্গত, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার বাবা অশোক চোপড়া দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করার পর ২০১৩ সালে মারা যান। অশোক চোপড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন চিকিৎসক ছিলেন।

পুরোনো বস্তা খুলনা থেকে ট্রাকে পাঠানো হচ্ছে পঞ্চগড়। ভুট্টা, আলু ইত্যাদি বহনের কাজে ব্যবহার হয় এই বস্তা। স্টেশন সড়ক, খুলনা।

দেশী প্রজাতির মাছের রেনুপোনা উৎপাদন করে সফল উদ্যোক্তা

আগৈলঝাড়া, বরিশাল প্রতিনিধি : পনের বছর আগে চাকুরী ছেড়ে মায়ের দেওয়া একলক্ষ টাকা দিয়ে মাছের চাষ শুরু করে আজ একটি মৎস্য হ্যাচারী, মৎস্য ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও শতাধীক পুকুর ও ঘেড়ে মাছের চাষ করে সফল উদ্যোক্তার স্বীকৃতি পেয়েছেন বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার বারপাইকা গ্রামের রাসেল সরদার। দেশী মাছের রেনু-পোনা উৎপাদনকারী যমুনা হ্যাচারী, মাছের খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পদ্মা ফিড ও শতাধীক পুকুর-ঘেরে কর্মসংস্থানের সৃস্টি হয়েছে দেরশতাধীক বেকার যুবকের। ইতিমধ্যেই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দেশী মাছের রেনু-পোনা উৎপাদন করে সেরা মৎস্য চাষী সম্মাননা পেয়েছেন তিনি। তার যমুনা ফিস মৎস্য হ্যাচারীতে দেশী পাবদা, সরপুটি, টেংরা, শিং, কৈ, গুলশা, পাঙ্গাস, ভিয়েতনাম কৈ, মনোসেক্স তেলাপিয়াসহ কার্প জাতীয় মাছের উন্নত মানের রেনু-পোনা এলাকার চাহিদা মিটিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলা গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালীর বিভিন্ন উপজেলা থেকে মৎস্য চাষীরা এসে চাহিদা মত পোনা নিচ্ছে। রাসেল সরদার তার নিজস্ব শতাধীক পুকুর ও ঘেরে নিজের উৎপাদিত রেনু-পোনা চাষ করে এলাকায় ব্যাপক সারা ফেলেছে। মৎস চাষে রাসেল সরদারের সাফলে দেখে এলাকার অনেকেই মাছ চাষে আগ্রহী হচ্ছে। সফল মৎস্য চাষী মো. রাসেল সরদার বলেন, ২০১০ সালে নিজের প্রতিষ্ঠিত ইকরা ইসলামীক ক্যাডেট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চাকুরি ছেরে দিয়ে মায়ের দেওয়া লক্ষাধীক টাকা নিয়ে একটি পুকুরে প্রথম মাছ চাষ শুরুকরি। এখন যমুনা ফিস, পদ্মা ফিড ও শতাধীক পুকুরে মাছ রয়েছে, এখন আমার দ্বারা শতাধীক বেকার লোকের কর্মসংস্থানের সৃস্টি হয়েছে। হ্যাচারীতে বছরে দুই কোটি রেনুপোনা উৎপাদন হয়। মাছের খাবার তৈরির জন্য উপজেলার বড়মগড়া নামক স্থানে পদ্মা ফিড নামে মাছের খাবারকারখানা করেছি। এখানে প্রতিদিন ১০ টন উন্নত মানের মাছের খাবার উৎপাদন হয়।

গজারিয়ায় হাসপাতালে এক রোগীর লঙ্কাকাণ্ড

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হাওয়া এক রোগী করছেন পাগলের মত আচরণ। আশপাশের রোগীদের মারধর করে ভাঙচুর করছেন জিনিসপত্র। তার চিৎকার-চেঁচামেচিতে অতিষ্ঠ হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এবং রোগীরা। খবর নিয়ে জানা যায়, শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে ভবেরচর বাগান বাড়ি এলাকা থেকে শাহনাজ (২১) নামে এক রোগী আসেন গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে ভর্তি রাখেন। এ সময় তার স্বামী আল আমিন তার সাথে ছিল। এদিকে গতকাল মঙ্গলবার সকালে আটটার দিকে তার স্বামী বাড়িতে চলে যান। এর কিছুক্ষণ পর অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে শাহনাজ। আশেপাশের রোগীদের মারধর করে তাদের জিনিসপত্র ভাঙচুর করছেন। হাসপাতালের আসবাবপত্র ভাঙচুর এবং চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে সে। কয়েক দফা হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স এসে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে আশেপাশের রোগীদের নিরাপত্তা স্বার্থে তাকে হাসপাতালে একপাশে জানলার সাথে বেঁধে রাখা হয়। গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি থাকা রোগী আফিয়া বেগম বলেন,‘সকাল থেকে তার অস্বাভাবিক আচরণে আমরা অতিষ্ঠ। কখনো রোগীদের তেড়ে গিয়ে মারধর করছেন কখনো জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে আছে তার যন্ত্রণায় হাসপাতালে টেকা দায়। আরেক রোগী সালমা আক্তার বলেন,‘রোগীদের হাত থেকে ইনজেকশন দেওয়ার ক্যানোলা খুলে ফেলছেন। স্যালাইন টাঙ্গানোর স্ট্যান্ড, ব্যাগ, খাবার নিয়ে ফেলে দিচ্ছেন এক রোগী। পুরো মহিলা ওয়ার্ডের ভেতরে হুলুস্থূল কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন তিনি। বিষয়টা সম্পর্কে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. দেবব্রত দাস বলেন,‘অবস্থা দেখে যেটা মনে হচ্ছে উনি সম্ভবত মানসিক কোন রোগে আক্রান্ত। এই ধরনের রোগীদের চিকিৎসা দিতে হয় বিশেষ পদ্ধতিতে সেই সুব্যবস্থা আমাদের হাসপাতালে নেই। আমরা রোগীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।

কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক বহিস্কার

বরিশাল প্রতিবেদক : দলীয় শৃঙ্খলা ও সংগঠনবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের জেলার উজিরপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক স্বপন মল্লিককে বহিস্কার করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের দফতর সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলামের স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কৃষকদলের প্রাথমিক সদস্যসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে স্বপন মল্লিককে বহিস্কার করা হয়েছে। কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন এবং সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।

টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে পিকআপে করে এসেছে আনারস। নামানো হচ্ছে আড়তে। স্টেশন সড়ক, খুলনা।

নীলফামারীতে ব্রিজের অভাবে হাজারো মানুষের চলাচলে দুর্ভোগ

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডিমলায় হাজারো মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। ব্রিজের অভাবে দশ গ্রামের মানুষ আজ দিশেহারা। বিভিন্ন সময়ে এলাকার জনপ্রতিনিধিরা ব্রিজ নির্মাণের শত প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজের কাজ হয় না কোন। নিরুপায় হয়ে এলাকার লোকজন নিজেই তৈরি করে কাঠের সাঁকো। দীর্ঘদিন ওই সাঁকোর ওপর দিয়ে চলাচল করছে লোকজন। কিন্তু প্রতি বছর ঠিক করতে হয় সাঁকোটি। নয়তো চলাচলে অনুপযোগি হয়ে পড়ে। তিস্তা নদীর বাঁধের রাস্তার এ কাঠের সাঁকো দিয়ে প্রতিদিন পারাপার হয় হাজার হাজার মানুষ। ডিমলা উপজেলা শহর, হাট বাজার,স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা যাওয়ার একমাত্র পথ এটি। স্থানীয়রা নিজ উদ্যোগে বাঁশ ও কাঠের সাঁকো তৈরি করেন। সাঁকোটি ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়নের ঝারসিংহেশ্বর ও খগারচর গ্রামের তিস্তা নদীর বাঁধের রাস্তা। প্রায় ১০ গ্রামের ২০ হাজার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা এটি। সাঁকো দিয়ে পারাপারে প্রতিনিয়ত ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা। শিক্ষার্থীরা এ পথে স্কুল,কলেজ,মাদ্রাসায় নিয়মিত যাতায়াতে নানা ভোগান্তির শিকার হন। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারে নিতে হয় এ পথে। ব্রিজ না থাকায় তারা সময় মত বাজারে ফসল নিতে পারে না। ফলে লোকসান গুনতে হয় তাদের। বিভিন্ন সময় জনপ্রতিনিধিরা ব্রিজ নির্মাণের আশ্বাস দেয়। কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয় না। এ ব্রিজটি হলে এলাকার হাজারো মানুষের দুভোগ লাঘব হবে এমন মন্তব্য সুধীজনের। স্থানীয় ব্যক্তি রতন মিয়া জানান,প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে ১০ গ্রামের হাজার হাজার লোক চলাচল করে। সড়কে কাঠের সাঁকোটি মানুষের গলার কাঁটা হয়ে রয়েছে। সাঁকোটি দিয়ে পারাপার করতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। বর্ষার সময় সাঁকোটি পানির স্রোতে ভেসে যায়,তখন কলাগাছের ভেলায় নদী পারাপার হতে হয়। অপর ব্যক্তি রফিকুল ইসলাম বলেন,কাঠের সাঁকোটি আমাদের ভোগান্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষা মৌসুমে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাঠের সাঁকো দিয়ে স্কুলে পাঠাতে ভয় হয়। ভারী যানবাহন চলতে না পারায় বাজারে ফসলও নিতে পারি না। কেউ অসুস্থ্য হয়ে গেলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। জরুরি কাঠের সাঁকোর স্থানে একটি ব্রিজের খুবই প্রয়োজন। ওই এলাকার পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া শিক্ষার্থী ইমন ও সাব্বির হোসেন বলেন,বর্ষাকালে আমাদের বিদ্যালয় যেতে অনেক সমস্যা হয়। আমরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে সাঁকো পাড় হয়ে বিদ্যালয়ে যাই। সড়কের ওই কাঠের সাঁকোয় একটি ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানান উভয়ে। পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান বলেন, এ এলাকার স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী,দরিদ্র কৃষক ও হাজারো পথচারীর যাতায়াতের সুবিধার্থে এখানে একটি ব্রীজ নির্মাণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অনুরোধ করেও কোন লাভ হয়নি। ডিমলা উপজেলা প্রকৌশলী সফিউল ইসলাম বলেন,প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ করা হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাসেল মিয়া বলেন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে আলোচনা করে ব্রিজ নির্মাণের ব্যাপারে খুব শিগগির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কলমাকান্দায় ইটভাটা মালিক সমিতির স্মারকলিপি প্রদান

কলমাকান্দা; নেত্রকোনা প্রতিনিধি : ইট ভাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জরিমানা,ভাঙচুর ও বন্ধের প্রতিবাদে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং মাননীয় উপদেষ্টা,পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবর বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদান করে ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের কলমাকান্দা ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি এসব কর্মসূচি পালন করে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং,পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন, মালিক সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম কেরণ ও সাধারণ সম্পাদক মো. শাহবাজ মিয়া। বক্তারা বলেন, ইট প্রস্তুত, ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ এবং ইট প্রস্তুত, ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০১৯ বর্ণিত জিগজ্যাগ ইটভাটার ছাড়পত্র ও লাইসেন্স প্রাপ্তি এবং বর্তমানে কয়লা সংকট সমাধানের দাবি জানান।

মহাদেবপুরে প্রকল্পে মাটির পরিবর্তে বয়লারের ছাঁই, ড্রেনের ময়লা

মহাদেবপুর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মহাদেবপুরে এবার সরকারি প্রকল্পে মাটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে বয়লারের ছাঁই, ড্রেন পরিস্কার করা ময়লা আবর্জনা আর মজা পুকুরের পঁচা গলা কাদা মাটি। খোদ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স চত্ত্বরে এসব ব্যবহার করায় উপজেলা জুড়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স চত্ত্বরে গিয়ে দেখা যায় কৃষি অফিসের ডরমেটোরির সামনের অংশ ভরাট করা হচ্ছে। এখানে মাটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে বয়লারের ছাঁই ও ড্রেন পরিস্কার করা ময়লা আবর্জনা। উপজেলা নির্বাচন অফিসের চারদিক ভরাট করা হচ্ছে মজা পুকুরের পঁচা গলা কালো কাদা মাটি দিয়ে। এছাড়া এই ক্যাম্পাসে নবনির্মিত ভবনের সামনের অংশও ভরাট করা হচ্ছে এসব কাদা মাটি দিয়ে। বিষয়টি জানতে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে গেলে এই কর্মকর্তা গোলাম রাব্বানী জানান, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স চত্ত্বরের জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষে কাজের বিনিময়ে টাকা কাবিটা প্রকল্পের আওতায় দুই লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মহাদেবপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদের একজন মেম্বার প্রকল্পের সভাপতি রয়েছেন। বয়লারের ছাঁই, ড্রেনের ময়লা আর কাদা মাটির বিষয়ে তিনি জানান, দোঁয়াস মাটি ব্যবহার করলে ভালো হতো। জানতে চাইলে মহাদেবপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার মাস্টার রাইহান আলম জানান, তিনি ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেম্বার ফেরদৌসী বেগম প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, কয়েক দিন আগে উপজেলা সদরের ড্রেনগুলো পরিস্কার করে যে ময়লা আবর্জনা উঠে আসে সেগুলো প্রকল্পে ব্যবহার করেছেন। এর উপর মাটি দেয়া হবে বলেও তিনি জানান। বিষয়টি জানতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আরিফুজ্জামানের মোবাইলফোনে রিং দেয়া হলেও তিনি তা রিসিভ করেননি।

মেলান্দহে হতদরিদ্রদের মাঝে ফুড প্যাকেট বিতরণ

মেলান্দহ, জামালপুর প্রতিনিধি : পবিত্র রমজান উপলক্ষে জামালপুরের মেলান্দহে সউদি সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য-ঝুড়ি বিতরণ প্রকল্পের আওতায় হতদরিদ্র একশত পরিবারের মাঝে ফুড প্যাকেট বিতরন করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ডাক্তার বাড়িতে এই ফুড প্যাকেট বিতরন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সচিব একেএম এহছানুল হক এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক ডিজিএম আলহাজ নজরুল ইসলাম খোকন, উপজেলা বিএনপি'র সহসভাপতি আনোয়ারুল কাদির শ্যামল তালুকদার, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি-ইত্তেফাক সংবাদদাতা শাহ জামাল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাবিবুল্লাহ, জেলা স্কাউটস সহসভাপতি আমিনুল ইসলাম, পৌর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আ: লতিফ এবং স্বরকলার সাধারণ সম্পাদক একেএম জাকিরুল হক মিন্টু প্রমুখ। ফুড প্যাকের মধ্যে ছিল ১০ কেজি চাল, ৭ কেজি ডাল, ৩ কেজি তেল, ৩ কেজি চিনি এবং ১ কেজি লবন মোট ২৪ কেজি। যার বর্তমান বাজার মুল্য সাড়ে ৩ হাজার টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছেন- সুনবুলাহ ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন ঢাকা।

মুক্তাগাছায় ভারতীয় অবৈধ চিনি ও ব্লেড জব্দ, আটক ২

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় অবৈধ পথে আসা ১৭০ বস্তা ভারতীয় চিনি ও ১লাখ ২০ হাজার পিস জিলেট ব্লেড উদ্ধার করেছে র?্যাব সদস্যরা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৪'র একটি টিম পৃথক দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে ওপরে বালু বোঝাই অবস্থায় থাকা দুটি ট্রাকের ভেতর থেকে এ মালামাল জব্দ করা হয়। এসময় ২জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ময়মনসিংহে র?্যাব-১৪ এর কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শামসুজ্জামান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুক্তাগাছায় সকাল ৯টা থেকে অভিযান শুরু হয়। এসময় উপজেলার নিমুরিয়া এলাকায় ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহাড়কের ওপর থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় একটি ট্রাক উদ্ধার করা হয়। বাইরে থেকে ট্রাকের ওপরে ট্রিপল দিয়ে মোড়ানো বালু দেখা যায়। পরে বালু সরিয়ে সেখান থেকে ১১১ বস্তা ভারতীয় চিনি উদ্ধার করা হয়। এসময় ট্রাকের চালক পালিয়ে গেলেও চালকের সহকারী রাকিবুল হাসান(২২)কে আটক করা হয়। অপরদিকে উপজেলা চেচুয়া বাজারের ব্যবসায়ী ও জামায়াত নেতা আব্দুল হালিমের গোডাউনের সামনে থেকে একই রকম বালুভর্তি একটি ট্রাক আটক করা হয়। পরে ট্রাকের ওপরের বালু সরিয়ে সেখান থেকে ৬৯ বস্তা ভারতীয় চিনি ও এক লাক ২০ হাজার পিস ভারতীয় জিলেট ব্লেড উদ্ধার করা হয়। এসময় সেখান থেকে ট্রাকের চালক ময়মনসিংহ সদর উপজেলার খাগডহর বরিয়ান এলাকার আলাল উদ্দিনের পুত্র শাহজাহান সিরাজ(২৮) আটক করে র‍্যাব।

কালাইয়ে দুটি বাল্যবিয়ে বন্ধ করলেন ইউএনও

কালাই, জয়পুরহাট প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের কালাইয়ে একই রাতে দুটি বাল্যবিয়ে বন্ধ করলেন কালাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শামিমা আক্তার জাহান। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তিনি এ দুটি বিয়ে বন্ধ করে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে অর্থদন্ড করেন তিনি। একটি বিয়েতে বরকে ১০ হাজার টাকা অন্য বিয়েতেও বরের বাবাকে ১০হাজার টাকা করে জরিমান করনে এবং তাদের কাছে থেকে মুছলেখা নেন ভ্রাম্যমান আদালত। ভ্রাম্যমান আদালত সূত্রে জানা গেছে, জয়পুরহাট সদরের ধারকি গ্রামের মৃত হাফিজার রহমানের ছেলে আবু হানিফের সাথে কালাই পৌরসভার আকন্দপাড়ার মৃত নজির উদ্দিনের ৮ম শ্রেনির পড়ূয়া মেয়ে (১৪) কালাই সরকারি হাসপাতালের দক্ষিন পার্শে আওলাদ হোসেন তালুকদারের বাড়িতে বাল্যবিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বগুড়ায় যমুনার মরুরূপ বাড়ছে

সারিয়াকান্দি, বগুড়া প্রতিনিধি : উজানে ভারতের পানি শাসন নীতির প্রভাবে বাংলাদেশের নদীগুলো বহুআগে থেকেই ধুঁকছে। বগুড়া অংশের যমুনা নদী এলাকাও তার বিপরীত নয়। শুকনো মৌসুম এলেই নাব্যতা সংকটে পড়তে হয় যমুনা নদীতে। পানির অভাবে যমুনা নদীর অংশে বিস্তীর্ণ বালুচর মরূরুপ ধারন করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও নৌকার মাঝিদের তথ্যমতে, এরই মধ্য ১২ টি নদীপথ বন্ধ হয়েছে। এ ছাড়া ডুবোচরের কারণে চলমান নৌ-পথ এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূত্র বলছে, প্রায় চার হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে যমুনা নদীর বাংলাদেশ অংশে রয়েছে ২২০ কিলোমিটার। যমুনা নদীতে দিন দিন নাব্যতা সংকট বাড়ছে। এর অন্যতম কারণ উজানের দেশগুলোর বাঁধ নির্মাণ। ভারত ও চিনের অভ্যন্তরে অন্তত ১৪ টি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নদীর গড় গভীরতা প্রায় সাড়ে ৯ মিটার। কিন্তু বর্তমানে এর গভীরতার পরিমাণ কমে অন্তত ৮ মিটার পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয়রা জানান,যমুনা নদীতে এখন ধু-ধু বালুচর জেগেছে। এ বালুময় চর এখন মরুরূপ ধারন করেছে। হাজার হাজার বিঘা জমি পরে আছে অনাবাদি। এসব চরের লোকজন এখনও ফসলাদী করতে না পেরে, হা-হুতাশ করছেন আবাদ ফলনের জন্য কৃষকেরা। উপজেলার কর্নিবাড়ি ইউনিয়নের শনপচা চর গ্রামের আইনুদ্দিনের বসতবাড়ি-জমি বহু আগেই নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। তিনি জানান, যতটুকু জমি আছে, সেগুলোতে চাষ করা অনেক কঠিন। শুকনো মৌসুমে যাতায়াত কষ্টের। আর বর্ষার মৌসুমে তো পানিতে ডুবে থাকে। হাটফুলবাড়ির বালুচরা গ্রামের মাঝি ৬০ বছরের আব্দুল মজিদ। মথুরাপাড়ায় তার মূল বাড়ি। দশ বছর আগে নদীভাঙনের কারণে এদিকে পার হয়ে আসেন। মাঝির পেশা ছাড়তে পারেননি তিনি। কিন্তু বছরের কয়েক মাস বেকার হয়ে থাকতে হয়। শুকনো মৌসুমে নদীতে পানি না থাকায় এই বাস্তবতা মেনে নিয়েছেন। আব্দুল মজিদ বলেন, বর্ষা ছাড়া অন্য সময় কিছু কিছু জায়গায় নৌকা নিয়ে যাই। তাও নৌকার তলা নদীর বালুতে আটকে যায়। এই বয়সে আর অন্য কোনো পেশায় যেতে পারিনি। উপজেলার ঘাটগুলোর ইজারাদার, মাঝিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রমত্তা যমুনা নদীতে এক সময় জাহাজ চললেও এখন আর সেখানে ডিঙি নৌকা চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ধুনট, সারিয়াকান্দি ও সোনাতলার ১১ টি ইউনিয়নের এরইমধ্যে ১২ টি নৌ-পথ বন্ধ হয়ে পড়েছে। ১৪১ চর গ্রামের প্রায় ২ লক্ষাধিক মানুষ যোগাযোগ করতে নতুন করে দূর্ভোগে পড়েছেন। মাইলের পর মাইল বালু পথ মাড়িয়ে পথ চলতে হচ্ছে। রুগী পরিবহনে দুর্ভোগের শেষ নেই। সময় মতো হাসপাতালে রুগী আনতে না পাড়ায় পথেই মারা যাচ্ছে অনেক রোগী। গর্ভবতী মহিলারা শহরের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি একমাস পূর্ব থেকেই আশ্রয় নিচ্ছেন।

উত্তরের ঠাকুরগাঁও থেকে আলু আনা হয়েছে পাবনার আড়তে। সেখানে মেপে বস্তায় ভরে পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন হাটে। কোল্ড স্টোরেজে আলু রাখার মৌসুম এখন, তাই কিছুটা বাড়তে শুরু করেছে দাম। মাধপুর, পাবনা।

কাপাসিয়ায় মাদক কারবারি আটক

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের নাশেরা গ্রামের সচেতন যুবসমাজ এক চিহ্নিত মাদক কারবারিকে ইয়াবা সহ ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় সচেতন যুবসমাজ উপজেলার নাশেরা গ্রামের (দক্ষিণ পাড়া) আলাউদ্দিনের পুত্র চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আলমকে (৫০) কয়েক পিস ইয়াবা সহ আটক করে খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে থানা পুলিশকে খবর দেয়। পরে কাপাসিয়া থানার এস আই জাকির হোসেন ঘটনা স্থলে এসে মাদক কারবারিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এর আগে গত রোববার সন্ধ্যায় আলমের কাছ থেকে ইয়াবা কিনে মোটরসাইকেলে করে চলে যাওয়ার সময় এলাকার যুবসমাজ পার্শ্ববর্তী বেগুনহাটি গ্রামের এক যুবককে আটক করে কাপাসিয়া থানায় খবর দেয়। পরে এসআই মনির হোসেন ঘটনাস্থলে এসে আটককৃত যুবককে জিজ্ঞেস করলে আলমের কাছ থেকে দুই পিস ইয়াবা কেনার কথা স্বীকার করেন। থানা পুলিশ ওই যবককে রাতেই থানায় নিয়ে যায় এবং পরে কোর্টে প্রেরণ করে। স্থানীয় লোকজন জানান, গত রোববার সন্ধ্যায় ইয়াবা সহ এক যুবককে আটকের সময় ইয়াবা বিক্রেতা আলম (৫০) দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ আলমের বাড়ি তল্লাশি করে তার ছেলের রুম থেকে মাদক সেবনের নানা উপকরণ জব্দ করে। এ সময় আলমের দ্বিতীয় স্ত্রী তার বাড়িতে বিভিন্ন মানুষের আসাযাওয়ার কথা স্বীকার করেন। গত সোমবার বিকেলে এলাকার যুবসমাজ আলমকে কয়েক পিস ইয়াবা সহ আটক করে এবং থানা পুলিশকে খবর দেয়। পরে কাপাসিয়া থানার এসআই জাকির হোসেন মাদক ব্যবসায়ী আলমকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। নাশেরা গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক তানভীর আহমেদ পুলক জানান, আলম ও তার পরিবার দীর্ঘদিন যাবত মাদক কারবারের সাথে জড়িত। বাড়ি সংলগ্ন পোল্ট্রি ফার্মের সাথে নামে মাত্র একটি টোন দোকান দিয়ে সেই টোন দোকানের আড়ালে সে দীর্ঘদিন যাবত মাদক বিক্রি করে আসছে। তার মাদক কারবারের বিষয়টি এলাকায় বহুল আলোচিত। এ বিষয়ে পাড়ার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাদক বিরোধী ওয়াজ করলে যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। তারাবির ইমাম মাদক কারবারি আলমকে ধরার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলেও তিনি জানান। স্থানীয় লোকজন মাদক ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবী করেন।

চাঁদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ২ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর সদর মডেল থানা এলাকায় ডিএনসি চাঁদপুরের মাদকবিরোধী যৌথ অভিযানে ২জন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে, পরিদর্শক মো. আহসান হাবিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষ টিম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাঁদপুর সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার সৈয়দ আলমগীর হোসেন সহ ১০ জন সেনা সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ টীম চাঁদপুর সদর মডেল থানার বিভিন্ন স্থানে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। এসময় মাদক ব্যবসায়ী আশ্রাফ খান (৪২), পিতা- অহিদ খান, মাতা-আলেয়া বেগম, সাং-হাপানিয়া, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুরকে ৫০(পঞ্চাশ) পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করা হয়। অপর একটি সফল অভিযানে একই থানাধীন মাদক ব্যবসায়ী মোঃ মনির হোসেন বুলেট(৩৭), পিতা: মৃত রহিম মিয়া, মাতা: মনোয়ারা বেগম সাং: খলিশাডুলি, উপজেলা: চাঁদপুর সদর, জেলা: চাঁদপুর কে ২০(বিশ) পিস ইয়াবা সহ গ্রেপ্তার করা হয়। অতঃপর চাঁদপুর সদর মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) সারণির ১০ (ক) ধারায় যথাক্রমে পরিদর্শক মোঃ আহসান হাবিব ও উপপরিদর্শক তরিকুল ইসলাম বাদী হয়ে চাঁদপুর ২টি নিয়মিত মামলা দায়ের করেন।

একটি ব্রিজের অভাবে দুর্ভোগের শিকার আট গ্রামের মানুষ

বকশীগঞ্জ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার নিলক্ষিয়া ইউনিয়নের কুশল নগর উত্তর পাড়া গ্রামে খালের উপর একটি ব্রিজ না থাকায় শত বছর ধরে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে ৮ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। কুশলনগর গ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত ওই খালের উপর দিয়ে ৮ গ্রামের প্রায় ৫ হাজার মানুষকে প্রতিনিয়তই যাতায়াত করতে হয়। বকশীগঞ্জ উপজেলার পথচারী ছাড়াও প্রতিবেশী ইসলামপুর উপজেলার গাইবান্ধা ইউনিয়নবাসীও যাতায়াত করে থাকেন এ-পথে। এখানে একটি ব্রিজ নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। এই এলাকার আমিনুল ইসলাম বলেন, এখানে একটি ব্রিজ না থাকায় আমাদের ছেলেমেয়েরা খাল পার হয়ে কষ্ট করে লেখা পড়া করতে যায়। ওই খালের উপর একটি ব্রিজ না থাকার কারণে আমরা হাজার হাজার মানুষ চরম দূর্ভোগের শিকার। ওই খালের ওপর একটি ব্রিজ নির্মাণ হলে এলাকার পিছিয়ে পড়া জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি আসবে; কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করন সহজ হবে। প্রতিদিন ওই খাল পার হয়ে কুশল নগর উত্তর পাড়া, বরই তারি, জানকিপুর চক পাড়া, সাজিমারা নয়াবাড়ী, ভোলাকিপাড়া, নাপিতেরচর সহ ৮ গ্রামের জনসাধারণ এ পথে যাতায়াত করে থাকে।' এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা কৃষিনির্ভর। তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্যগুলো পরিবহন করে খাল পারাপার করতে গিয়ে কৃষকদের নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়। তাই ওখানে একটি ব্রিজ হলে উন্নত হবে যাতায়াত ব্যবস্থা। ঘুচবে দুঃখ দুর্দশা এমনটাই জনপ্রত্যাশা। এব্যাপারে বকশীগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী সামচুল হকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন. এখানে ব্রিজ নির্মাণের জন্য ইতিপূর্বে কেই আবেদন নিবেদন করেননি।

আবহাওয়া ভালো থাকায় মরিচের ভালো ফলন হয়েছে। বাজারে বিক্রির জন্য খেত থেকে মরিচ তুলছেন কৃষক। বুড়িচং, কুমিল্লা।

ব্রাজিলে নেইমারের প্রত্যাবর্তন নিয়ে যা বললেন ভিনি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বিশ্বকাপ বাছাইয়ে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ব্রাজিলের স্কোয়াডে নেইমারের ফেরার সম্ভাবনায় উত্তেজনা কাজ করছে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের মনে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ব্রাজিল তাদের দল ঘোষণা করবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই দলে ফেরানো হবে নেইমারকে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিপক্ষে ব্রাজিলের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেন নেইমার। বাছাইয়ের ওই ম্যাচে হাঁটুর ইনজুরি তাকে ছিটকে দেয় দীর্ঘদিনের জন্য। নেইমার সম্প্রতি সান্তোসে ফিরেছেন। শৈশবের ক্লাবে দারুণ পারফর্ম দেখাচ্ছেন ৩৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। তাই তাকে নিয়েই পরবর্তীতে ব্রাজিল মাঠে নামবে বলে শোনা যাচ্ছে। ভিনিসিয়ুস বললেন, ‘প্রত্যাশা অনেক কারণ তিনি আমাদের প্রজন্মের আইডল।’ গত রোববার ব্রাগান্তিনোর বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে নেইমার গোল করার পর বলেন, ‘আমি আমার সেরা শারীরিক অবস্থানে ফিরেছি।’ সান্তোসের হয়ে চার ম্যাচে তিন গোল করেছেন তিনি। ভিনিসিয়ুস বললেন, ‘আমরা খুব খুশি যে তিনি সান্তোসে ফিরেছেন। সেখানে গোলও করেছেন এবং খুশিও তিনি। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।’ বিশ্বকাপের বাছাইয়ে পয়েন্ট টেবিলের পঞ্চম স্থানে ব্রাজিল। ১২ ম্যাচ শেষে শীর্ষ দল আর্জেন্টিনার চেয়ে সাত পয়েন্ট পেছনে তারা। আগামী ২৫ মার্চ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের মুখোমুখি হবে সেলেসাওরা। তার পাঁচ দিন আগে খেলবে কলম্বিয়ার সঙ্গে। ভিনিসিয়ুস বলেছেন, ‘দুটি চমৎকার খেলা হতে যাচ্ছে। কারণ কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলা।

বাড়ছে ক্রিকেটারদের বেতন ও ম্যাচ ফি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ক্রিকেটারদের বেতন ও ম্যাচ ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অন্যান্য ক্রিকেটারদের চেয়ে কিছুটা বেশি পাবেন টেস্টের খেলোয়াড়রা। বিসিবির সভায় এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে টি-টোয়েন্টির জন্য ম্যাচ ফি ২ লাখ টাকা, ওয়ানডের জন্য ৩ লাখ টাকা এবং টেস্টে ৬ লাখ টাকা পান ক্রিকেটাররা। গত বছর ম্যাচ ফি বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তবে পারফরমেন্স বোনাস যোগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মোট ২১ জন ক্রিকেটারকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাদের পারিশ্রমিক প্রকাশ করেনি বিসিবি। বিসিবির সভায় এ বছর কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় চূড়ান্ত করা হয়েছে। কারা থাকবেন তাদের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে, চুক্তিতে কতজন খেলোয়াড়কে রাখা হবে তা জানায়নি বিসিবি। বোর্ড সভার পর বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘কেন্দ্রীয় চুক্তিতে কতজন খেলোয়াড় থাকবে একটি সংখ্যা নির্ধারিত আছে। তবে এই মুহূর্তে আমি তা প্রকাশ করতে চাই না কারণ পর্যালোচনার পর সংখ্যাটি বাড়তে বা কমতে পারে। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি এটি অনুমোদিত হয়েছে।’ একই সাথে, ফাহিম ক্রিকেটারদের বেতন এবং ম্যাচ ফি বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘বেতন বাড়ছে, ম্যাচ ফিও বাড়ছে।’ তিনি আরও জানান, অন্যদের তুলনায় টেস্ট ক্রিকেটারদের একটু বেশি আছে। তিনি ফাহিম বলেন, ‘আমরা এর মাধ্যমে তাদের আগ্রহ ধরে রাখতে চাই। চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররা এই বছরের জানুয়ারি থেকে বর্ধিত বেতন পাবেন।’ ২০২৫ সালের জন্য ১০০ জন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটারের বেতন অনুমোদন করেছে বোর্ড। জাতীয় দলের কোচিং স্টাফদের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট বিসিবি। প্রধান কোচ ফিল সিমন্স এবং সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিনের চুক্তি চলমান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত আছে। ফাহিম জানান, তাদের চুক্তি নবায়নে আগ্রহী বিসিবি। তিনি বলেন, ‘যারা আমাদের সাথে আছে (কোচরা) তাদের নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। তাদের সাথে আমরা আবার যোগাযোগ করব। যদি আমরা কোন ঐক্যমতে পৌঁছাতে না পারি, তাহলে বাইরে থেকে কাউকে আমাদের খুঁজতে হবে।’ ফাহিম আরও বলেন, ‘তবে, আমরা আশা করি আমাদের সাথে যারা ছিলেন তাদের সাথে সন্তোষজনক আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছাতে কোনও সমস্যা হবে না।’

চার মাসের পারিশ্রমিক আটকে আছে সাকিবের

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ৫ আগস্টের পর আর বাংলাদেশে আসা হয়নি সাকিব আল হাসানের। পট পরিবর্তনের পর সাকিবের গ্লেমারও যেন কমে গেছে, কমেছে খ্যাতি, চাহিদাও। দলের বাইরে রয়েছেন, একরকম বলা যায় আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারও শেষ। সেই সাথে সাকিবের চার মাসের পারিশ্রমিকও আটকে রয়েছে। বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় থাকলেও ২০২৪ সালের শেষ চার মাসের বেতনভাতা পাননি সাবেক এই অধিনায়ক। অবশ্য এর কারণও আছে। তা হলো- সাকিবের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। ক্রিকেট বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ জানিয়েছে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের টাকা পাননি সাকিব। অবশ্য সাকিব পাননি না বলে বলা যেতে পারে, সাকিবকে এই ৪ মাসের বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ তার একাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইইউ সাকিব ও তার স্ত্রীর সব ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করার নির্দেশ দেয়। এর আগে ২ অক্টোবর পাঠানো

এক চিঠিতে বিএফআইইউ জানায়, পরবর্তী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাকিব ও শিশিরের নাম এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা সঞ্চয়ী হিসাব, চলতি হিসাব, ফিক্সড ডিপোজিট ও ডিপোজিট প্লাস স্কিম একাউন্টের তথ্য দিতে হবে। এরপর হয় তদন্ত, সেই তদন্ত শেষে সরকারের নির্দেশে তার সব ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করা হয়। অর্থাৎ, সাকিব আর এসব একাউন্ট ব্যবহার করতে পারছেন না। সে কারণেই সাকিবকে বিসিবি থেকে প্রাপ্য তার বেতনভাতা দেওয়া যায়নি। বিসিবির কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ক্রিকবাজ উল্লেখ করেছে, ‘এটা সত্যি যে সাকিব সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বরের বেতন পায়নি। এর কারণ ওর একাউন্ট জব্দ করা হয়েছে।’ সাকিব অবশ্য ৫ আগস্টের পর ম্যাচ খেলেছেন মাত্র দুটি। ভারতে সেই দুটি টেস্ট খেলার সময়ই জানান তিনি টেস্ট ও টি-২০ থেকে অবসর নিচ্ছেন। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বিদায়ী টেস্ট খেলতে চাইলেও দেশে আসতে পারেননি।

রিয়ালের সঙ্গে দ্রুতই চুক্তি নবায়ন করতে ইচ্ছুক ভিনি জুনিয়র

স্পোর্টর্স ডেস্ক : রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ভিনিসিয়ুসের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সাল পর্যন্ত। তবে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড সৌদি আরবের ক্লাবগুলো থেকে বড় অংকের অফার পাচ্ছেন। যদিও স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাবটিতেই থাকতে চান ভিনিসিয়ুস। তবে রিয়ালের সঙ্গে বেতনের সমন্বয় করতে চান তিনি। ২৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের প্রত্যাশা, অতি শীঘ্রই বেতন সমন্বয় করে তার সঙ্গে নতুন চুক্তি করবে রিয়াল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামার আগে এ প্রত্যাশা প্রকাশ করেন ভিনি-সিয়ুস। ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট ‘ইএসপিএন’ জানিয়েছে, সৌদি প্রো লিগ এখনও ভিনিসিয়ুসকে দলে নেওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছে। তবে এ ফরোয়ার্ড মাদ্রিদেই থাকতে চান। তবে লা লিগার ক্লাবটির সঙ্গে গত মাসে এক বৈঠকের পর চুক্তির নবায়নের প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছেন ভিনি। ভিনিসিয়ুস বলেন, ‘আমি খুবই শান্ত আছি। কারণ আমার ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে এবং আমরা আশা করছি যত দ্রুত সম্ভব নতুন চুক্তি করতে পারবো।’ ‘আমি এখানে সুখে আছি, বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলছি, সেরা কোচ (কার্লো আনচেলত্তি), সেরা সভাপতি (ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ), যেখানে সবাই আমাকে ভালোবাসে। এখানে ছাড়া অন্য কোথাও ভালো থাকতে পারবো না।’ ভিনিসিয়ুস রিয়ালের হয়ে দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতেছেন-২০২২ এবং ২০২৪ সালের ফাইনালে গোলও করেছিলেন। এছাড়া তিনি গত বছর ফিফার দ্য বেস্ট মেনস প্লেয়ার পুরস্কারও জেতেন। ভিনিসিয়ুসের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তিনি রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি নবায়নের নিশ্চয়তা দিতে পারবেন কিনা। উত্তরে ভিনিসিয়ুস বলেন, ‘আমি এখানে ইতিহাস গড়তে এসেছি, এই ক্লাব আমাকে যা কিছু দিয়েছে তার জন্য (প্রস্তুত)।’ শৈশব থেকে রিয়ালের জার্সিতে খেলার স্বপ্ন দেখতেন জানিয়ে ভিনিসিয়ুস বলেন, ‘আশা করি আমি আরও গোল করতে পারবো, আরও বেশি ম্যাচ খেলতে পারবো এই জার্সি পরে। আমার শৈশবের স্বপ্ন ছিল এখানে খেলা। এখন আমি এখানে আরও অনেক কিছু জিততে চাই এবং এই ক্লাবের ইতিহাসের অংশ হতে চাই, যা অনেক কঠিন। কারণ এখানে অনেক মহান কিংবদন্তি খেলেছেন।’ সম্প্রতি লা লিগায় রেফারিদের নিয়ে রিয়ালের মাদ্রিদের অসন্তুষ্টি রয়েছে। ভিনিসিয়ুস মনে করেন, লা লিগার চেয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেফারিরা খেলোয়াড়দের বেশি সুরক্ষা দেন। তিনি বলেন, ‘ইউরোপে রেফারিরা বিনোদন দেওয়া খেলোয়াড়দের বেশি সুরক্ষা দেয়। এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা এমন খেলোয়াড়দের শাস্তি দেয় যারা আমাদের লাথি মারে এবং খেলা থামিয়ে দেয়। আমরা রেফারিদের নিয়ে কথা বলতে চাই না, তবে এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।’ অনেক সময় রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে কিংবা প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লাল বা হলুদ কার্ড দেখেন ভিনিসিয়ুস। এক্ষেত্রে বয়সের কারণেই মেজাজ হারান বলে মনে করেন তিনি।

গোলশূন্য ড্র করলো রোনালদোহীন আল নাসর

স্পোর্টর্স ডেস্ক : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ এলিট দ্বিতীয় রাউন্ডে শেষ ষোলোর ম্যাচ। ইরানি ক্লাব এস্তেগলালের মুখোমুখি সৌদি ক্লাব আল নাসর। অথচ তেহরানে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ছিলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে তিনি কেন দলে ছিলেন না, সে কারণ জানায়নি আল নাসর। যদিও ওয়েলনিউজ নামে রাশিয়ান একটি নিউজ এজেন্সি দাবি করছে, রোনালদো সর্বশেষ ২০২৩ সালে যখন তেহরান সফর করেছিলেন, তখন একজন প্রতিবন্দী শিল্পীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলেন। বিষয়টা ইরানি কর্তৃপক্ষ ভালোভাবে নেয়নি। আল নাসরের এক প্রতিনিধি নেই মিডিয়াকে বলেছেন, ‘আমরা কোনো খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা এবং তার সুনামক্ষুণ্ন হোক- তা চাই না।’ রোনালদোহীন আল নাসর এস্তেগলালের বিপক্ষে কোনো গোলও করতে পারেনি। আবার গোল হজমও করেনি। অর্থ্যাৎ গোলশূন্য ড্র হয়েছে প্রথম লেগের এই ম্যাচটি। গত জানুয়ারিতে অ্যাস্টন ভিলা থেকে আসা জন ডুরান গোল করার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন কয়েকবার এবং সাবেক লিভারপুল তারকা সাদিও মানেও বেশ কয়েকটি দারুণ চেষ্টা করেছিলেন গোলের; কিন্তু এস্তেগলাল গোলরক্ষক সাঈয়েদ হোসেইন হোসেইনি সবগুলো চেষ্টাই ঠেকিয়ে দেন। আল নাসর কোচ স্টেফানো পিওলি বলেন, ‘এ ম্যাচে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে আমি খুব খুশি। এটা বোঝা খুব জরুরি যে, এটা ছিল ভিন্ন একটি ম্যাচ।’ ফিরতি পর্বের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে রিয়াদে, ১১ মার্চ। ওই ম্যাচের জয়ী দলই উঠবে কোয়ার্টার ফাইনালে। ওই ম্যাচে রোনালদোর খেলার কথা রয়েছে।

লাইফস্টাইল

সাহরিতে কোন খাবারগুলো বেশি উপকারী?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সাহরিতে কোন ধরনের খাবার খাওয়া বেশি উপকারী সে সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। সঠিক খাবার নির্বাচন করতে না পারার কারণে অনেকে সাহরিতে পেট ভরে খেয়েও সারাদিন নানা অস্বস্তিতে ভোগেন। তাই আপনাকে জানতে হবে এসময় কোন ধরনের খাবার কতটুকু খেতে হবে। সাহরির থালাটি ভারসাম্যপূর্ণ খাবার দিয়ে ভরা থাকলে তা আপনাকে সারাদিন সুস্থ বোধ করতে সাহায্য করবে। রোজা রেখেও আপনি সতেজ থাকতে পারবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক সাহরিতে কী খেলে সুস্থ থাকা সহজ হবে- ১. উচ্চ কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার, রুটি, ভাত এবং আলুর মতো খাবারে জটিল কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে এবং হজম হতে বেশি সময় লাগে। এগুলো শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত মসলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন কারণ এটি গ্যাস্ট্রিক এবং বদহজমের কারণ হতে পারে। ২. ফাইবার সমৃদ্ধ ফল এবং হোল গ্রেইন,এ ধরনের খাবার আপনার সাহরিতে থাকা উচিত। আপেল, কলা এবং এপ্রিকটের মতো ফলে প্রচুর আঁশ থাকে এবং বার্লি, ছোলা এবং ওটসের মতো শস্যও থাকে। আঁশ পেট ভরিয়ে রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে সহায়তা করে। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সাহরির সময় খাবারের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ প্রোটিন দিয়ে তৈরি করা উচিত এবং বাকিটা কার্বোহাইড্রেট হতে পারে। তবে খুব বেশি প্রোটিন বা ফাইবার খেলে তা দিনের বেলায় তৃষ্ণার্ত করে তোলে। এটি ঘটে কারণ প্রোটিন এবং ফাইবার উভয়ই হজম হওয়ার জন্য পানির প্রয়োজন হয়। তাই সাহরিতে আপনার খাবারের প্রায় ১০% ফাইবার থাকা উচিত। ৩. প্রোটিনের জন্য দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং চর্বিহীন মাংস, সাহরিতে দুধ, ডিম, মুরগির মাংস, দই এবং মসুর ডালের মতো প্রোটিন রাখুন। এটি আপনার

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। সাধারণভাবে খাবারে ৬০-৮০ গ্রাম প্রোটিন যোগ করা উচিত। ৪. কম গ্লাইসেমিক সূচকযুক্ত খাবার, এই জাতীয় খাবার আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরিয়ে রাখে এবং ক্ষুধা নিবারক হিসেবে কাজ করে। এগুলো কিছু সময়ের জন্য শক্তি নির্গত করে এবং ক্লান্তি ও অলসতা প্রতিরোধে সাহায্য করবে। বাদাম এবং বীজ খান, ফাইবারযুক্ত খাবার খান বা ঝোল-স্যুপ ইত্যাদি খান। ৫. হাইড্রেট করা খাবার এবং পানীয়, খুব বেশি কাপ চা বা কফি খাওয়া এড়িয়ে চলুন কারণ ক্যাফেইন পানির ঘাটতি সৃষ্টি করে যা তৃষ্ণা বাড়ায়। চিনিযুক্ত খাবার বা পানীয় খুব দ্রুত হজম হয় এবং তাড়াতাড়ি ক্ষুধার্ত করতে পারে। তবে অতিরিক্ত পানি পান করাও ঠিক নয়। এটি পেটের অ্যাসিডকে পাতলা করবে এবং পেট ফাঁপা ও বদহজমের কারণ হবে।

কাজে মন ফেরাতে করনীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : কাজে ভীষণ অনীহা কাজ করছে? চাকরি জীবন খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যাচ্ছে। ছেড়ে দিলেই বাঁচবেন। যতই প্রয়োজন হোক অনেকেই এমন কাজ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জীবনে নানা সমস্যা নেমে আসে। চাকরিহীন জীবনে আরও বিষাদ ফিরে আসে। কাজে অনীহা থেকে কাজে মনোযোগ ফেরানোর কোনো উপায় আছে কি? অবশ্যই আছে। শুধু এই কটি বিষয় একটু খেয়াল করুন: প্রথমে ভেবে দেখুন কি কি কারণে এমন অনীহা কাজ করছে। কারণ শনাক্ত করে কাউন্সেলিং এর সাহায্য নিন। বাড়িতে অসুস্থ কেউ থাকলে কাজে মন বসে না। সেজন্য ছুটির দরখাস্ত করুন এবং অফিসে বিষয়টি বোঝান। কাজ হওয়ার কথা। নাহয় পরিচিত কাউকে দায়িত্ব দিন। দীর্ঘদিন কেউ অসুস্থ থাকলে একজন দেখভালের লোক নিতে পারেন। স্ট্রেস থাকলে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের কোনো ক্লাসে ভর্তি হতে পারেন। কাজের চাপ মাত্রাতিরিক্ত হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করুন। পরিস্থিতি তাকে বোঝান এবং আপনার সক্ষমতার জায়গাগুলো নিশ্চিত করুন। ওয়ার্কলোড এবং কাজের সামঞ্জস্য না পেলে স্কিলস ট্রেনিং প্রোগ্রামের সদ্ব্যবহার করুন। ভালো কাজ করার পর প্রশংসা না পেলে হতাশ না হয়ে নিজের কাজ স্বাভাবিকভাবে করুন এবং ভালো করার চেষ্টা করুন। অফিসেই সব কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। অফিস বাসায় নিয়ে আসবেন না। মানসিক অবসাদ কাজ করলে অবসাদ দূর করার পথ খুঁজুন। চাকরিকেই অবসাদের কারণ হিসেবে দেখবেন না। অফিসে কোনো কলিগের সঙ্গে বাজে সম্পর্ক হলে যতদূর সম্ভব তা স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার চেষ্টা করুন। সপ্তাহান্তে নিজেকে সময় দিলে আলস্যের মাধ্যমে তা পার করবেন না। বই পড়া, ঘুরাঘুরি করতে পারেন। একেক সপ্তাহে একেক পরিকল্পনা করুন। কিছুটা বৈচিত্র্য আনুন। প্রতিদিন একই রুটিন মেনে চলবেন না। আপনার যতটুকু সময়ই অফিসের বাইরে

হিমোগ্লোবিনের অভাব হলে গুড় খাবেন যে কারণে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : লোহিত রক্তকণিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন হিমোগ্লোবিন সারা শরীরে অক্সিজেন পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিমোগ্লোবিনের মাত্রার ঘাটতি রক্তস্বল্পতা সৃষ্টি করতে পারে। যার ফলে ক্লান্তি, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা এবং ফ্যাকাশে ত্বকের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অনেক প্রাকৃতিক প্রতিকারের মধ্যে গুড় এবং চিনাবাদাম হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ানোর ক্ষমতার জন্য ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। হিমোগ্লোবিন কেন গুরুত্বপূর্ণ? হিমোগ্লোবিন মূলত আয়রন দিয়ে গঠিত, যা অক্সিজেন বন্ধনের জন্য অপরিহার্য। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম থাকা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আয়রনের ঘাটতি, দুর্বল পুষ্টি, রক্তক্ষরণ বা ইন্টার্নাল মেডিকেল কন্ডিশনের কারণে ঘটে। খাদ্যের মাধ্যমে আয়রন গ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রাকৃতিকভাবে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা উন্নত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলির মধ্যে একটি। আখ বা তালের রস থেকে তৈরি অপরিশোধিত চিনি, গুড়, প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে ভরপুর, বিশেষ করে আয়রন। আয়রনের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য এটি একটি চমৎকার খাদ্যতালিকাগত পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত হয়। জার্নাল অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড রিসার্চে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত গুড় খেলে তা রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত কিশোরী মেয়েদের মধ্যে আয়রনের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক গুড় কীভাবে হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে- আয়রন সমৃদ্ধ, গুড় হলো নন-হিম আয়রনের একটি প্রাকৃতিক উৎস, যা লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনে সাহায্য করে এবং শরীরে অক্সিজেন সঞ্চালন উন্নত করে। আয়রন শোষণে সহায়তা করে, পরিশোধিত চিনির বদলে গুড় খান। গুড় তার মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ধরে রাখে, যা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবারের সঙ্গে খেলে আয়রন শোষণে সহায়তা করে। শরীরকে বিষমুক্ত করে, গুড় খেলে তা লিভারকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং টক্সিন বের করে দেয়। এটি উন্নত সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং উন্নত রক্ত ??সঞ্চালন নিশ্চিত করে। তাই যাদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের অভাব রয়েছে তারা নিয়মিত গুড় খাওয়ার চেষ্টা করুন।

ইফতারে যে বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : স্বাস্থ্যকর সাহরি খাওয়ার পাশাপাশি ইফতার হলো রমজানের প্রধান খাবার। তাই আমাদের রোজা ভাঙার সময় নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর সুষম খাবার খাচ্ছি। স্বাস্থ্যকর ইফতার বরকতময় মাসে আমাদের ইবাদত থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে এবং অস্বাস্থ্যকর ইফতারের কারণে এই মাসে যেকোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে বাঁচতে এড়াতে সাহায্য করবে। রমজানে উদ্যমী ও সুস্থ বোধ করার জন্য এবং ক্লান্তি এড়াতে ইফতারে এই বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখা জরুরি- ধীরে ধীরে খান এবং স্বাদ গ্রহণ করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ রোজা ভাঙবে, তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে, কারণ তা বরকতময়। যদি তা না পাওয়া যায়, তাহলে যেন সে পানি দিয়ে ইফতার করে, কারণ তা পবিত্র।” সুনান আত-তিরমিযী ৬৯৫ ইফতারের সময় যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি খাওয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন। খেজুর, এক গ্লাস পানি এবং এক বাটি ফল দিয়ে ইফতার শুরু করুন। মাগরিবের নামাজ পড়ুন এবং তারপর বাকি খাবারের জন্য টেবিলে বসুন। নামাজ শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত না খেয়ে ধীর গতিতে খেতে পারেন, এভাবে আপনার খাবার উপভোগ করতে পারবেন। ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন রমজানে ডিপ ফ্রায়ার সরিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। খাবার বেক করার জন্য চুলা অথবা এয়ার ফ্রায়ার ব্যবহার করুন। এই দুই পদ্ধতিই ভাজা থেকে আসা ফ্যাট এবং ক্যালোরির পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে।

প্রোটিন, প্রোটিন এবং প্রোটিন বেশিরভাগ ইফতারে কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে এবং প্রোটিনের অভাব থাকে। দীর্ঘ সময় রোজা থাকার পর শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি ইফতারে প্রোটিনের যোগ করতে ভুলবেন না। প্রোটিনের উৎসের মধ্যে কেবল মুরগি এবং মাছ নয়, বরং ডাল এবং বিনের মতো উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিনও রয়েছে। চিনির শরবতের বদলে পানি পান করুন, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গ্লাস ভরা শরবত বা জুস পান করা লোভনীয় হতে পারে, তবে এতে প্রচুর চিনি এবং ক্যালোরিও থাকে! তাই এর বদলে পানি পান করুন। স্বাদের জন্য তাতে লেবুর টুকরা, পুদিনা পাতা এবং তাজা ফল মিশিয়ে নিতে পারেন।

খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটার উপকারিতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আগে সকাল হলেই মানুষ বেরিয়ে পড়তেন খালি পায়ে। ঘাসের উপর হেঁটে বেড়াতেন। এখন আর সেই চল নেই। এখন জুতা পরেই সবাই হাঁটেন ঘাসের উপর। খালি পায়ে হাঁটার কথা কারও ভাবনাতেও আসে না। কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘাসের উপর খালি পায়ে হাঁটার নানা উপকারিতা রয়েছে। যেমন-দৃষ্টিশক্তি : খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটলে বাড়ে দৃষ্টিশক্তি। শরীরের অনেক অংশের সঙ্গে সংযোগ থাকে পায়ের। পায়ের নীচে চাপ পড়লে সেই অংশগুলি প্রভাবিত হয়। চোখের সঙ্গে যোগ রয়েছে পায়ের। খালি পায়ে হাঁটলে চোখের নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাপ পড়ে। এতে বাড়ে দৃষ্টিশক্তি। এলার্জির চিকিৎসায় : সকালে শিশিরভেজা ঘাসের উপর হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এটাকে গ্রিন থেরাপিও বলেন অনেকে। এটি পায়ের নিচে কোমল কোষের সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুকে সক্রিয় করে। সেই সংকেত পাঠায় মস্তিষ্কে। ফলে অ্যালার্জির মতো সমস্যা দূর করে। পায়ের ম্যাসাজ: পায়ের উপর সারাদিন চাপ পড়ে।

প্রোটিনের অভাব হলে শরীরে যা ঘটে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রোটিন হলো পেশী রক্ষণাবেক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং টিস্যু মেরামতসহ বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অপরিহার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট। গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেকে পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ না-ও করতে পারেন, যার ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। প্রোটিনের ঘাটতির লক্ষণ সনাক্ত করা জরুরি। চলুন জেনে নেওয়া যাক- ১. পেশী দুর্বলতা এবং ক্লান্তি, পর্যাপ্ত প্রোটিনের অভাবে শরীর তার শক্তির চাহিদা পূরণের জন্য পেশী টিস্যু ভেঙে ফেলতে পারে, যার ফলে পেশী ক্ষয়, দুর্বলতা এবং ক্রমাগত ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। কারণ প্রোটিন পেশী রক্ষণাবেক্ষণ এবং শক্তি সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২. চুল, ত্বক এবং নখের সমস্যা, প্রোটিন হলো চুল, ত্বক এবং নখের গঠন উপাদান। এর ঘাটতির ফলে চুল পাতলা হওয়া, চুল পড়া, ভঙ্গুর নখ ও শুষ্কতা এবং অস্থিরতার মতো ত্বকের সমস্যা হতে পারে। শরীরে সুস্থ টিস্যু কাঠামো বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অভাব হলে এই লক্ষণগুলো দেখা দেয়। ৩. বারবার সংক্রমিত হওয়া, শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য প্রোটিন অত্যাবশ্যক। এর ঘাটতি শরীরের পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধক কোষ এবং অ্যান্টিবডি তৈরির ক্ষমতাকে ব্যাহত করতে পারে, যার ফলে সংক্রমণ এবং অসুস্থতার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ৪. ক্ষত নিরাময় হতে দেরি হওয়া, টিস্যু মেরামত এবং পুনর্জন্মের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। অপর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ শরীরের ক্ষত নিরাময়ের ক্ষমতাকে ধীর করে দিতে পারে, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যুগুলোকে কার্যকরভাবে পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থানের অভাব থাকে। ৫. মেজাজ পরিবর্তন এবং মস্তিষ্কের দুর্বলতা, প্রোটিন থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো নিউরোট্রান্সমিটারের পূর্বসূরী যা মেজাজ এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিনের অভাব হলে তা মেজাজের পরিবর্তন, খিটখিটে ভাব এবং মনোযোগ ও মানসিক স্পষ্টতার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।